❊ সর্বশেষ শহর সংস্করণ

ভারতে সর্বাধিক প্রচারিত প্রথম শ্রেণীর দৈনিক

আনন্দ বাজার পত্রিকা

ANANDA BAZAR PATRIKA
India's Largest Selling Daily

শুক্রবার, ৮ মাঘ, ১৩৭৭ (২ মাঘ, ১৮৯২ শক) Friday, January 22, 1971.

৪৯ বর্ষ, ৩১২ সংখ্যা

ESTD. 1878 REGD. NO. C 7080

মূল্য—২০ পয়সা (20 Paise)

কেয়োড়
আয়ুর্ব্বেদীয়
চুল ওঠা বন্ধ করে মহাভৃঙ্গরাজ তৈল

নির্বাচনী

১। নব কংগ্রেস-বাংলা কংগ্রেস জোট বাঁধার আলোচনা হঠাৎ ভেঙে গেল।
২। ২৫ জানুয়ারি পর্যন্ত ভোটার হওয়া চলবে।
৩। পশ্চিমবঙ্গে নির্বাচনের তারিখ একদিন পিছোবে কিনা আজ সিদ্ধান্ত।
৪। বিদ্রোহী পি এস পি দলে ভাঙনের লক্ষণ।
৫। আদি কংগ্রেসের নির্বাচনী কমিটির বৈঠকে প্রার্থী বাছাই চলছে।

নব-বাংলা কংগ্রেস জোটের আলোচনা ভেঙে গেল

স্টাফ রিপোরটার

নব কংগ্রেস ও বাংলা কংগ্রেসের নির্বাচনী জোট বাঁধার আলোচনা বৃহস্পতিবার আচমকা ভেঙে যায়।

বিভিন্ন জেলার নেতাদের সঙ্গে বৈঠকের পর এদিন রাত্রে রাজ্য নব কংগ্রেস সভাপতি শ্রীবিজয়সিং নাহার সাংবাদিকদের কাছে এক বিবৃতিতে বলেন,—"দুঃখের সঙ্গে জানাচ্ছি, সিন্ডিকেট (আদি কংগ্রেস) ও মহাজোটের শরিকদের নেতৃত্বাধীন দক্ষিণপন্থী প্রতিক্রিয়াশীল এবং সি পি আই এম ও তার সঙ্গীদের নেতৃত্বাধীন উগ্র বামপন্থী এই উভয় শক্তির বিরুদ্ধে লড়াই করার উদ্দেশ্যে যুক্ত ব্লক গঠনের জন্য বাংলা কংগ্রেসের সঙ্গে আমাদের যে আলোচনা চলছিল, তা ব্যর্থ হয়েছে।"

কেন আলোচনা ভেঙে গেল, এই প্রশ্নের উত্তরে বিজয়বাবু বলেন,—আসন সম্পর্কে বাংলা কংগ্রেসের অস্বাভাবিক দাবি এবং পরোক্ষভাবে আদি কংগ্রেসের সঙ্গে বোঝাপড়ার সম্ভাবনার প্রশ্নে এই ব্যাপার ঘটে গেল। তিনি একথাও বলেন, বুধবার রাত্রে বাংলা কংগ্রেস নেতাদের সঙ্গে তাঁদের প্রতিনিধিদের আলোচনার পর এদিন দুই দলের নেতারা আবার বসবেন বলে স্থির হয়। তবে কখন ও কোথায় তা ঠিক ছিল না। এ ব্যাপারে এদিন সন্ধ্যা পর্যন্ত বাংলা কংগ্রেস নেতারা কিছু না জানালে তিনি ওই দলের সাধারণ সম্পাদক শ্রীসুশীলকুমার ধাড়াকে ফোন করেন। সুশীলবাবু তাঁকে বলেন, আগের দিন তাঁরা যা বলেছেন তা মেনে নেওয়া না হলে বসে কী লাভ? বিজয়বাবু অভিযোগ করেন, বাংলা কংগ্রেস তাঁদের পছন্দ মত এমন সব আসন বেছে নিতে চায়, যেখানে ওই দলের শক্তি তেমন নেই।

বাংলা কংগ্রেস মহল কী বলেন?

অবশ্য সুশীলবাবু প্রশ্নের উত্তরে বলেন, এদিন তাঁরা আবার মিলিত হবেন এমন কোন কথা ছিল না। জোট বাঁধার আলোচনা ব্যর্থ হয়েছে, নব কংগ্রেসের এই ঘোষণার পর অধিক রাত্রে তাঁর সঙ্গে দেখা করলে তিনি আমাদের বলেন,—"আমি আজ কিছু বলবো না। কাল নিজেরা আলোচনার পর আপনাদের জানাব।" জোট বাঁধার আলোচনা ভেঙে গেল কিনা, জানতে চাওয়া হলে তিনি বলেন,—"ভেঙে গেল কি গেল না তা জানি না।" রাতে তাঁর সঙ্গে আমাদের সাক্ষাৎকারের সময় পর্যন্ত নব কংগ্রেসের ওই সিদ্ধান্ত সম্পর্কে বাংলা কংগ্রেসকে কিছু জানানো হয়নি। তবে বিজয়বাবু জানান, তিনি বাংলা কংগ্রেস নেতা শ্রীঅজয়কুমার মুখার্জির সঙ্গে ফোনে যোগাযোগের চেষ্টা করেছেন। কিন্তু

সপ্তম পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য

ভোটার পরিচয় লিপি সম্পর্কে কমিশনের নির্দেশ

নয়াদিল্লি, ২১ জানুয়ারি—নির্বাচন কমিশন সমস্ত রাজনৈতিক দলকে এই মর্মে নির্দেশ পাঠিয়েছেন যে, আসন্ন নির্বাচনে তাঁরা ভোটারদের যে সব পরিচয়পত্র দেবেন তাতে যেন প্রার্থীর নাম, দলের নাম ও প্রতীক চিহ্ন না থাকে।

প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীদের এজেন্টরা সাধারণত ওই পরিচয়পত্র ভোটারদের দেন। এতে ভোটারদের নাম, ক্রমিক নং লেখা থাকে। এই পরিচয়পত্র দেখে ভোটার তালিকা থেকে সংশ্লিষ্ট ভোটারের নাম খুঁজে বের করতে প্রিসাইডিং অফিসারের সুবিধা হয়। কমিশন এবার সাদা কাগজে ভোটারের নাম, ক্রমিক নং, ভোট গ্রহণ কেন্দ্র লেখার নির্দেশ দিয়েছেন।

—ইউ এন আই

পঃ বঙ্গে নির্বাচনী তারিখ সম্পর্কে আজ সিদ্ধান্ত

স্টাফ রিপোরটার

পশ্চিমবঙ্গের নির্বাচন ১০ মারচ হবে কিনা, সে ব্যাপারে আজ, শুক্রবার মুখ্য নির্বাচনী কমিশনার তাঁর সিদ্ধান্ত জানাবেন।

বৃহস্পতিবার বিকালে দিল্লি রওনা হওয়ার আগে রাজভবনে ৬৩ নম্বর ঘরে এক বিশেষ সাক্ষাৎকারে মুখ্য নির্বাচনী কমিশনার শ্রীশ্যামাপ্রসন্ন সেনবর্মা ওই কথা জানান। তিনি বলেন, পশ্চিমবঙ্গের বর্তমান পরিস্থিতিতে সুষ্ঠু ও অবাধ নির্বাচন সম্পন্ন করা আমাদের কাছে 'চ্যালেনজ'। আমরা এই 'চ্যালেনজ' গ্রহণ করেছি। যাঁরা বলছেন এখানে অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচন সম্ভব নয়—আমি তাঁদের অনুরোধ করছি, তাঁরা আমাদের সঙ্গে সহযোগিতা করুন।

তিনি বলেন, বুধবার রাজনৈতিক দল এবং বৃহস্পতিবার রাজ্য সরকারের অফিসারদের সঙ্গে কথা বলার পর তাঁর

সপ্তম পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য

মাণিকতলা বাজারের কাছে হাজী জ্যাকেরিয়া লেন ও আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোডের মোড়ে দেশবন্ধু উদ্যানে কে বা কারা দেশবন্ধুর আবক্ষ মূর্তিটি ভেঙে দিয়ে যায়। বৃহস্পতিবার ভোরে স্থানীয় নাগরিকরা ওই অবস্থা দেখার সঙ্গে সঙ্গে দেশবন্ধুর প্রতিকৃতি সেখানে টাঙিয়ে মালা দিয়ে সাজিয়ে দেন। —নিজস্ব-চিত্র

দেশবন্ধুর মূর্তি চূর্ণবিচূর্ণ

স্টাফ রিপোরটার

বৃহস্পতিবার ভোরের দিকে উত্তর কলকাতার মাণিকতলা অঞ্চলে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের মূর্তি ভেঙে চুরমার করা হয়েছে। পুলিশের সন্দেহ, নকশালপন্থীরাই এই কাজ করেছে।

আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় রোড ও জ্যাকেরিয়া লেনের মুখে কিছুদিন আগে দেশবন্ধুর ওই মূর্তিটি স্থাপন করা হয়।

এদিন ভোরের দিকে ভাঙ্গা মূর্তিটির দিকে পথচারীদের নজর পড়ে। স্থানীয় নাগরিকগণ মূর্তির পাদদেশে দেশবন্ধুর একটি হাতে আঁকা প্রতিকৃতি স্থাপন করে ফুলের মালা দিয়ে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন।

আই জি পদে শ্রীপ্রসাদ বসুর নিয়োগ খারিজ

হাইকোরটে মামলার রায়

কলকাতা হাইকোরটের বিচারপতি শ্রীসব্যসাচী মুখারজি পশ্চিমবঙ্গের ইনসপেকটর জেনারেল অব পুলিশের পদে শ্রীপ্রসাদকুমার বসুর নিয়োগের আদেশ খারিজ করে দিয়েছেন।

শ্রীপ্রসাদকুমার বসুকে আই জি পদে নিয়োগ করে ১৯৭০ সালে ২৭ নবেম্বর পশ্চিমবঙ্গ সরকার যে আদেশ দেন, তার বৈধতা চ্যালেনজ করে অতিরিক্ত আই জি শ্রীদুর্গাগতি ভট্টাচার্য হাইকোরটে আবেদন করেন। এই আবেদনের ভিত্তিতে হাইকোরট শ্রীভট্টাচার্যের অনুকূলে যে রুল জারি করেন, বিচারপতি শ্রীমুখারজি তা পাকাপাকিভাবে বহাল করেছেন।

বিচারপতি শ্রীমুখারজি তাঁর রায়ে বলেছেন: আই জি নিয়োগের ব্যাপারে কেন্দ্রীয় সরকারের পরামর্শ দেওয়ার কোন এক্তিয়ার নেই। পরামর্শ দেওয়া সংবিধানের ৩৫৬ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী তত্ত্বাবধান, নিয়ন্ত্রণ বা নির্দেশদানের আওতায় পড়ে না।

শ্রীভট্টাচার্য পেনসনের সুবিধার জন্য অতিরিক্ত আই জি পদে তাঁর চাকরি পাকা করার জন্য রাজ্যপালের কাছে আবেদন জানিয়েছিলেন বলে রাজ্য সরকারের তরফ থেকে যে যুক্তি দেখানো হয়েছে, বিচারপতি শ্রীমুখারজি তা মানতে রাজি নন। কারণ শ্রীভট্টাচার্য ইতিমধ্যেই সর্বোচ্চ হারে পেনসন পাওয়ার অধিকারী।

বিচারপতি শ্রীমুখারজি আরও বলেন: আই জি নিয়োগের ব্যাপারে আবেদনকারী শ্রীভট্টাচার্যের বিষয়টি যথোচিতভাবে বিবেচনা করা হয় নি। এই কারণে তিনি শ্রীবসুর নিয়োগের আদেশ খারিজ করে দিলেন।

বিচারপতি শ্রীমুখারজি তাঁর আদেশ ১৯৭১ সালের ১ ফেবরুয়ারি থেকে বলবৎ করার নির্দেশ দিয়েছেন।

রায়ের নকল আগে পাই, পরামর্শ করি

আপীল করা, না-করা প্রশ্নে বি বি ঘোষ

স্টাফ রিপোরটার

আই-জি পদে শ্রীপ্রসাদ বসুর নিয়োগ খারিজ করে মহামান্য হাইকোরটের রায়ের বিরুদ্ধে সুপ্রিম কোরটে অপীল করা হবে কিনা, বৃহস্পতিবারই রাজ্য সরকার মহল কোনও সিদ্ধান্তে আসেননি। এ সম্পর্কে প্রশ্নের উত্তরে এদিন সন্ধ্যায় রাজ্যপালের মুখ্য উপদেষ্টা শ্রী বি বি ঘোষ বলেন, আগে রায়ের নকলটি পাই, ভাল করে দেখি, পরামর্শ করি। তারপর যা হয় করা যাবে।

ওই রায়ের খবরটি মহাকরণে প্রথম আসে এদিন বিকাল ৩-৫৯ মিঃ-এ। বৃহস্পতিবারের বারবেলায়। হাইকোরট থেকে টেলিফোনে প্রাথমিক খবরটি শুনে বড় কর্তারা বিহ্বল হয়ে পড়েন। পশ্চিমবঙ্গে কি তবে পুলিশের আই-জি বলে কেউ নেই? তা কী করে হয়?

কিন্তু তার পর মুহূর্তেই আসল খবরটা পুরা জানা গেল, মহামান্য হাইকোরট রায়ে আই-জি পদে শ্রীপ্রসাদ বসুর নিয়োগ বাতিল করে দিলেও রাজ্য সরকারকে তাল সামলানোর সময়ও দিয়েছেন। বলেছেন, এই রায়ে নিয়োগ খারিজের ব্যাপারটি ২ ফেবরুয়ারি থেকে কার্যকর হবে।

অর্থাৎ শ্রীবসু ১ ফেবরুয়ারি পর্যন্ত আই-জি পদেই বহাল থাকছেন। ইতিমধ্যে ওই ব্যাপারে কী করণীয় তা রাজ্য সরকার কেন্দ্রীয় সরকারের সঙ্গে পরামর্শ করে স্থির করার সুযোগ পাচ্ছেন।

প্রকাশ, হাইকোরটে মাননীয় বিচারপতি শ্রীসব্যসাচী মুখারজির ওই ঐতিহাসিক রায়টি পড়া শেষ হতে প্রায় আড়াই ঘন্টা লাগে। বিকাল ৩টা ৫৯ মিনিট নাগাদ সরকারপক্ষের প্রতিনিধির কাছ থেকে মহাকরণে টেলিফোন আসে। স্বরাষ্ট্র দফতরের

সপ্তম পৃষ্ঠার দ্বিতীয় কলমে দ্রষ্টব্য

আজ বজ্র বিদ্যুৎসহ বৃষ্টি হতে পারে

স্টাফ রিপোরটার

আজ, শুক্রবার বিকালে অথবা সন্ধ্যার দিকে বজ্রবিদ্যুৎসহ বৃষ্টি হতে পারে। রাতে তাপমাত্রার তেমন হেরফের হবে না।

বৃহস্পতিবার কলকাতা ও আশপাশ অঞ্চলে তাপমাত্রা ছিল সর্বোচ্চ ২৭.৬ ডিঃ সেঃ বা ৮১.৬৮ ডিঃ ফাঃ; সর্বনিম্ন ১৪.৩ ডিঃ সেঃ বা ৫৭.৭৪ ডিঃ ফাঃ।

শ্রী জে পি মিত্র হেরে গেলেন

নয়াদিল্লি, ২১ জানুয়ারি—কলকাতা হাইকোরটের ভূতপূর্ব বিচারপতি শ্রী জে পি মিত্রর অবসর গ্রহণের ব্যাপারে তাঁর বয়স নির্ধারণ করে রাষ্ট্রপতি যে আদেশ দিয়েছিলেন, সুপ্রিম কোরট আজ রাষ্ট্রপতির সেই আদেশ বহাল রাখেন।

কলকাতা হাইকোরট রাষ্ট্রপতির এই আদেশ নাকচ করে দেওয়ায় ভারত সরকার হাইকোরটের রায়ের বিরুদ্ধে সুপ্রিম কোরটে আবেদন করেছিলেন। সুপ্রিম কোরট ভারত সরকারের এই আবেদন মঞ্জুর করেন।

কলকাতা হাইকোরটের রায়ে বলা হয়েছিল যে, রাষ্ট্রপতি তাঁর সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়ার জন্য যে তদন্ত করেছিলেন সেই তদন্তের সময় সংবিধানসম্মত ব্যবস্থা অনুসরণ করা হয়নি।

—পি টি আই

কংগ্রেস প্রতীক নিয়ে ঘোষণা ২ ফেবরুয়ারি

স্টাফ রিপোরটার

কোন্ কংগ্রেস কী প্রতীক পাবে মুখ্য নির্বাচনী কমিশনার তা ২ ফেবরুয়ারি ঘোষণা করবেন।

শ্রীশ্যামাপ্রসন্ন সেনবর্মার বৃহস্পতিবার কলকাতায় বলেন, নির্বাচন প্রতীক সম্পর্কে দুই কংগ্রেসের দাবি তিনি এখনও বিচার করে দেখছেন।

শ্রীসেনবর্মাকে সুপ্রিম কোরটের রায় সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেন, ওই রায় সম্পর্কে কোন মন্তব্য করব না। তবে আমার দফতরে দুই কংগ্রেসের পক্ষ থেকে প্রত্যেক চিহ্নের জন্য একাধিক দরখাস্ত পড়েছে। এইগুলি পরীক্ষা করে ওই সময়ের মধ্যে আমার সিদ্ধান্ত জানাব।

এক লক্ষ ত্রিশ হাজার পুলিশের জন্য আবার কেন্দ্রের কাছে দরবার

স্টাফ রিপোরটার

পশ্চিমবঙ্গ সরকার আসন্ন অন্তর্বর্তী নির্বাচনের দিন প্রয়োজনীয় নিরাপত্তা ব্যবস্থা গ্রহণের উদ্দেশ্যে কেন্দ্রের কাছে একলক্ষ ত্রিশ হাজার পুলিশের জন্য আবার দরবার জানাচ্ছেন। নির্বাচনের তারিখ ১০ মারচ ধার্যের জন্যও রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে মুখ্য নির্বাচনী কমিশনারকে অনুরোধ জানানো হয়েছে।

বৃহস্পতিবার কেন্দ্রীয় সরকারের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের আহবানে নির্বাচনকালীন নিরাপত্তা ব্যবস্থাদি সম্পর্কে নীতি ও কার্যপদ্ধতি আলোচনার জন্য শুক্রবার দিল্লিতে রাজ্য মুখ্যসচিবগণের যে বৈঠক বসছে তাতে যোগদানের জন্য যাওয়ার আগে স্বরাষ্ট্র (পুলিশ) সচিব শ্রী বি আর গুপ্ত সাংবাদিকদের কাছে কেন্দ্রের নিকট পুলিশ প্রার্থনা ও নির্বাচনে ভোটগ্রহণ একদিন পিছিয়ে দেওয়ার অনুরোধের কথা জানান। শ্রীগুপ্ত বলেন, কেন্দ্রের কাছ থেকে ওই এক লক্ষ ত্রিশ হাজার পুলিশ না পেলে তাঁদের পক্ষে নির্বাচনের দিন প্রয়োজনীয় নিরাপত্তা ব্যবস্থা গ্রহণ সম্ভব হবে না।

দিল্লিতে মুখ্যসচিব সম্মেলনে যোগ দেওয়ার জন্য স্বরাষ্ট্রসচিব শ্রীগুপ্ত ছাড়া বৃহস্পতিবার রাজ্যের মুখ্যসচিব শ্রী এন সি সেনগুপ্ত এবং আই-জি শ্রীপ্রসাদ বসুও দিল্লি রওনা হয়ে যান। মুখ্য নির্বাচনী কমিশনার শ্রীশ্যামাপ্রসন্ন সেনবর্মাও এদিন ওই বৈঠকে যোগ দেওয়ার জন্য দিল্লি রওনা হন।

বুধবার মহাকরণে মুখ্য নির্বাচনী কমিশনার শ্রীসেনবর্মার সঙ্গে রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধিগণের যে বৈঠক হয় সে বৈঠকেও অধিকাংশ প্রতিনিধি ৯ এর বদলে ১০ মারচ নির্বাচন অনুষ্ঠানের তারিখ ধার্যের আবেদন জানিয়েছিলেন।

দুজন রাজনৈতিক কর্মী খুন

স্টাফ রিপোরটার

বৃহস্পতিবার সকালে মহেশতলায় বাটানগরে শ্রীসুবিমল ঘোষ নামে একজন সি পি এম কর্মী খুন হন। ওই ঘটনার জের টেনে পুলিশ ও নকশালপন্থীদের মধ্যে জোর লড়াই হয়। পুলিশ ২৪ রাউনড গুলি ছোঁড়ে। ৬ জন নকশালকে পুলিশ গ্রেফতার করেছে। ধৃতদের ২ জন আহত অবস্থায় হাসপাতালে ভর্তি আছেন। পাইপগানের গুলিতে মহেশতলার ও সি আহত হয়েছেন।

এদিন বিকালে বর্ধমানের মেমারিতে ব্লক কংগ্রেসের সভাপতি শ্রীরাধাগোবিন্দ পাল খুন হয়েছেন। এটি সি পি এম সমর্থকদের কাজ বলে নব কংগ্রেসের অভিযোগ।

এ ছাড়া এদিন দুপুরে চিৎপুর থানা এলাকায় সি পি এম ও নকশালপন্থীদের সংঘর্ষের ঘটনায় পুলিশ ২ রাউনড গুলি চালিয়েছে। বিকালে বেলেঘাটায় একটি প্রাইভেট ভ্যানে আগুন দেওয়া হয়। সেখানেও পুলিশ ২ রাউনড কাঁদানে গ্যাস ছোঁড়ে।

পুলিশ সূত্রে বলা হয়েছে এদিন বাটা কারখানায় সকালের সিফটে কাজে যোগ দেবার জন্য শ্রীঘোষ যাচ্ছিলেন। পথে বাটানগরে নিউল্যানডে তিন চারজন যুবক পাইপগান ও ধারালো অস্ত্র নিয়ে তাঁকে আক্রমণ করে। ঘটনাস্থলেই সঙ্গে সঙ্গে শ্রীঘোষের মৃত্যু ঘটে। এই খবর ছড়িয়ে পড়তে বাটার

সপ্তম পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য

আদি কংগ্রেসের নির্বাচনী কমিটির বৈঠকে প্রার্থী বাছাই

স্টাফ রিপোরটার

পশ্চিমবঙ্গের আদি কংগ্রেসের প্রদেশ নির্বাচন কমিটি বৃহস্পতিবার এক বৈঠকে বসে রাজ্যের আসন্ন নির্বাচনে লোকসভায় ও বিধানসভায় তাঁদের দলীয় প্রার্থী মনোনয়নের ব্যাপারে আলোচনা করেন। অনেক রাত্রি পর্যন্ত এই প্রার্থী বাছাইয়ের কাজ চলে।

বৈঠক চলাকালেই শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেনের সঙ্গে যোগাযোগ করা হলে তিনি জানান আগামী ২৫ জানুয়ারির মধ্যেই তাঁরা তাঁদের প্রার্থী তালিকা প্রকাশ করবেন। শ্রীসেন জানান, আদি কংগ্রেস এই রাজ্যে ২৬০টির মত বিধানসভা আসনে এবং ৩৫টি লোকসভা কেন্দ্রে প্রার্থী দেবেন।

আসাম ফ্লায়িং ক্লাবের পুষ্পক বিমান নিখোঁজ

গৌহাটি, ২১ জানুয়ারি—আসাম ফ্লায়িং ক্লাবের একটি পুষ্পক বিমান গৌহাটির বরঝাড় বিমানঘাটি থেকে ধুবড়ির রূপসি বিমানঘাটিতে যাওয়ার পথে নিখোঁজ হয়েছে বলে আজ রাত্রে এখানে সরকারীভাবে জানানো হয়। ওই বিমানে আছেন দুজন শিক্ষার্থী বৈমানিক।

ওই দুজন বৈমানিক সহ বিমানটি পূর্বপাকিস্তানের ময়মনসিংহ জেলার কোন এক জায়গায় জোর করে নামতে বাধ্য হয়েছে বলে গভীর রাত্রে এখানে যে খবর পাওয়া গিয়েছে, তার কোন সরকারী সমর্থন মেলে নি।

—পি টি আই

দারজিলিং মেলে দুর্ঘটনা, জখম ২১

স্টাফ রিপোরটার

বুধবার মধ্য রাত্রের কিছু আগে ফরাক্কা স্টেশন এলাকায় একটি পাইলট ইনজিনের সঙ্গে আপ দারজিলিং মেল-এর সংঘর্ষের ফলে ওই মেল-এর একুশ জন যাত্রী আহত হন। দুপুরে ট্রেনটি শিয়ালদহ ছেড়েছিল।

আহতদের মধ্যে শ্রী কে এল খানদুজাকে জঙ্গীপুর সিভিল হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। অন্যদের স্টেশনেই প্রাথমিক শুশ্রূষা করা হয়।

এই দুর্ঘটনার ব্যাপারে দুঃখ প্রকাশ করে পূর্ব রেল কর্তৃপক্ষ এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে জানিয়েছেন—১নং লাইন দিয়ে দারজিলিং মেলটিকে প্ল্যাটফরমে ঢোকাবার সময় ২নং লাইন দিয়ে আগত পাইলট ইনজিনের সঙ্গে ধাক্কা লাগে। তখন রাত ৫ পৌনে এগারটা। দুর্ঘটনার কারণ সম্পর্কে তদন্ত হচ্ছে।

ডঃ মহতাব নব কংগ্রেসে যোগ দিলেন

ভুবনেশ্বর অফিস

ভুবনেশ্বর, ২১ জানুয়ারি—ওড়িশার ভূতপূর্ব মুখ্যমন্ত্রী ডঃ হরেকৃষ্ণ মহতাব আজ এখানে ঘোষণা করেন যে, জনকংগ্রেস এবং নব কংগ্রেস দলের কর্মীদের মধ্যে বোঝাপড়ার সহায়তা করার জন্য তিনি নব কংগ্রেস দলে যোগ দিয়েছেন।

ডঃ মহতাবের এই সিদ্ধান্তের ফলে জনকংগ্রেসের নব কংগ্রেসে যোগদানের ব্যাপারে জনকংগ্রেস কার্যত দ্বিধাবিভক্ত হয়ে গেল।

ডঃ হরেকৃষ্ণ মহতাব এবং ভূতপূর্ব শিক্ষামন্ত্রী শ্রীবনমালী পট্টনায়ক এবং তাঁদের অনুগামীরা নব কংগ্রেসে যোগ দিলেন; কিন্তু জনকংগ্রেস দলের সভাপতি শ্রীপবিত্রমোহন প্রধান এবং সাধারণ সম্পাদক শ্রীসুরেন্দ্রনাথ পট্টনায়ক এবং তাঁর অনুবর্তীরা দলের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব বজায় রাখার প্রশ্নেই অবিচল আছেন।

জন কংগ্রেসের আরও অনেকে যোগ দিচ্ছেন

পি টি আই খবর দিচ্ছেন: ওড়িশা জনকংগ্রেসের নেতৃত্বের একাংশ ও কিছু এম এল এ দলত্যাগ করে নব কংগ্রেসে যোগ দিচ্ছেন। প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীকে ওঁরা সে কথা জানিয়ে দিয়েছেন। জনকংগ্রেসের ঠিক কতজন এম এল এ ও নেতৃপর্যায়ের লোক নব কংগ্রেসে যাচ্ছেন,

পঞ্চম পৃষ্ঠার ষষ্ঠ কলমে দ্রষ্টব্য

কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার বৈঠকে

ওড়িশা বিধানসভা ভাঙার সুপারিশ অনুমোদিত

নয়াদিল্লি, ২১ জানুয়ারি—ওড়িশা বিধানসভা ভেঙে দিয়ে সেখানে একই সঙ্গে লোকসভা ও বিধানসভার নির্বাচন করার জন্য কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা আজ রাষ্ট্রপতির কাছে সুপারিশ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। এর ফলে ওড়িশায় যে রাজনৈতিক সংকট দেখা দিয়েছিল তার অবসান ঘটলো।

ওড়িশার রাজ্যপাল ডঃ এস এস আনসারি গতকাল রাষ্ট্রপতির কাছে পাঠানো তাঁর দ্বিতীয় প্রতিবেদনে যে সুপারিশ প্রস্তাব করেছেন তা

একই সঙ্গে নির্বাচন সম্ভব —সেনবর্মা

নয়াদিল্লি, ২১ জানুয়ারি—মুখ্য নির্বাচনী কমিশনার শ্রী এস পি সেনবর্মা আজ রাতে এখানে বলেন: ৫ মারচ ওড়িশায় একই সঙ্গে লোকসভা ও বিধানসভার নির্বাচন করা তাঁর পক্ষে সম্ভব হবে। এ ব্যাপারে কোন অসুবিধা দেখা দেবে বলে তিনি মনে করেন না। —ইউ এন আই

অনুমোদনের জন্য প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর কাছ থেকে নির্দেশ পেয়ে আজ সন্ধ্যায় মন্ত্রিসভার জরুরী বৈঠক বসে। শ্রীমতী গান্ধী নির্বাচনী সফরে এখন বাইরে।

কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার জরুরী বৈঠক হতে গেলে কমপক্ষে চারজন মন্ত্রীর হাজির থাকা দরকার। মাত্র চারজন মন্ত্রী রাজধানীতে ছিলেন। তাঁরাই বৈঠকে বসেন। তাঁরা হলেন: সর্বশ্রী চবন, নন্দ, সঞ্জীবায়া ও কে কে শাহ। সভাপতিত্ব করেন শ্রীচবন। বৈঠক আধ ঘন্টাও স্থায়ী হয়নি।

মন্ত্রিসভার সিদ্ধান্তের কথা প্রধানমন্ত্রীকে জানানো হচ্ছে। তাঁর আনুষ্ঠানিক অনুমোদন পাওয়া গেলে ওড়িশা বিধানসভা ভেঙে দেওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় কাগজপত্র রাষ্ট্রপতির কাছে পাঠানো হবে। সিংদেও মন্ত্রিসভা পদত্যাগ করার পর ১১ জানুয়ারি থেকে বিধানসভা অকেজো করে রাখা হয়েছে।

মন্ত্রিসভার সুপারিশ রাষ্ট্রপতি অনুমোদন করলে পর মুখ্য নির্বাচনী কমিশনার শ্রী এস পি সেনবর্মাকে বিধানসভার নির্বাচনের তারিখ স্থির করার জন্য অনুরোধ জানানো হবে।

পঞ্চম পৃষ্ঠার তৃতীয় কলমে দ্রষ্টব্য

পশ্চিমবঙ্গে লোকগণনা ১ ফেবরুয়ারি শুরু

স্টাফ রিপোরটার

নির্বাচনের জন্য পশ্চিমবঙ্গে সেনসাসের কাজ ছত্রিশ দিন আগে এক ফেবরুয়ারি থেকে শুরু হয়ে যাবে। বর্তমান লোক গণনায় সারা ভারতের লোকসংখ্যা কত দাঁড়াল সম্ভবত তা ঘোষিত হবে সাত এপ্রিল।

সমগ্র দেশে লোক গণনা আরম্ভ হচ্ছে দশ মারচ। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গে নয় অথবা দশ মারচ ভোট এবং লোকসভা ও বিধানসভা নির্বাচন একই সঙ্গে বলে সেনসাস এগিয়ে আনার সিদ্ধান্ত হয়েছে।

বৃহস্পতিবার এক সাক্ষাৎকারে পশ্চিমবঙ্গের সেনসাস ডাইরেকটর শ্রীভাস্কর ঘোষ আনন্দবাজার পত্রিকাকে বলেন, এক থেকে উনিশ ফেবরুয়ারি পর্যন্ত এই রাজ্যে বাড়ি বাড়ি গিয়ে লোক গণনা শুরু হবে। ভোটের আগেই তাঁরা সেনসাসের কাজ এগিয়ে

পঞ্চম পৃষ্ঠার সপ্তম কলমে দ্রষ্টব্য

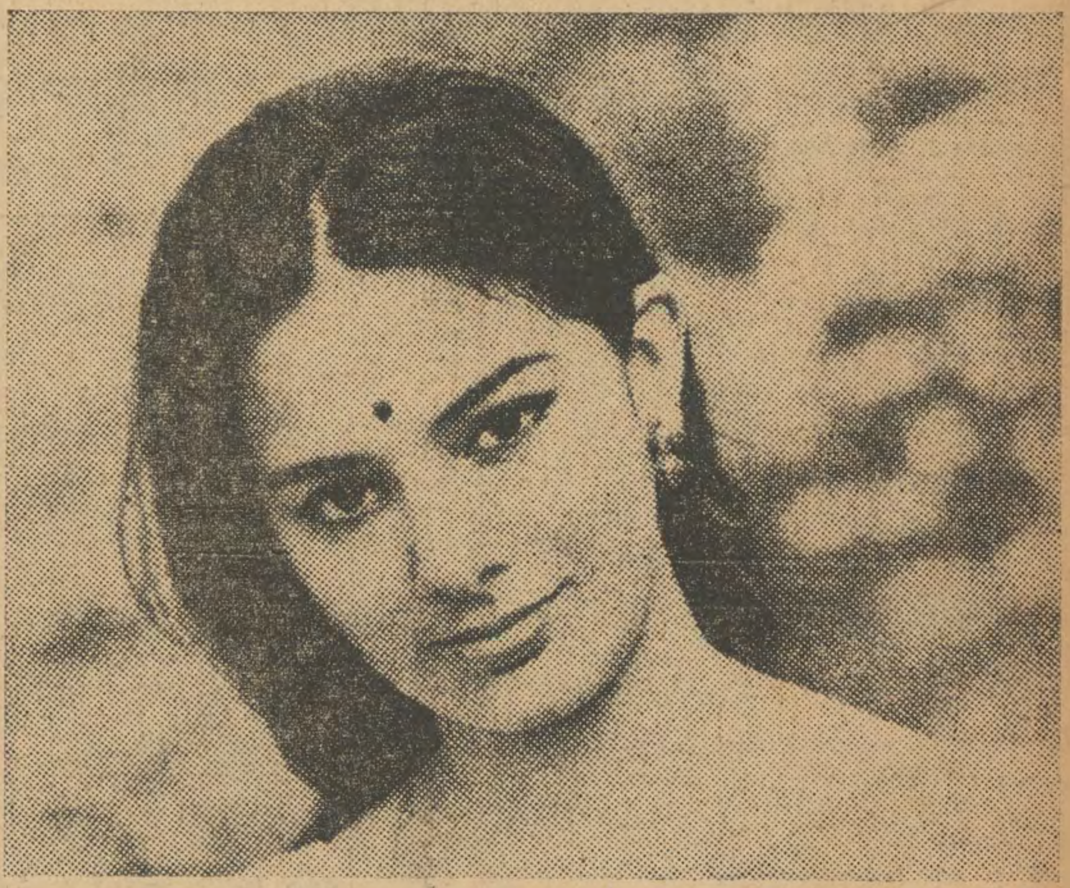

Bensons-4347-Ben

অপরূপ কোমল জয় আপনার রূপরঙে আনে চিরতারুণ্যের আভা

আপনার সাবানটি এমন হওয়া উচিৎ যেটি আপনার প্রতিটি রোমকূপকেও পরিষ্কার করে তুলবে এবং চামড়া নরম করার তেলের অভাব পূরণ করবে। জয় সাবানের মোলায়েম ফেনার ঠিক এটাই হ'ল বিশেষত্ব। এটি আপনার চামড়াতে আনে সতেজ নির্মল কমনীয়তা। জয় সাবানের অপূর্ব চামেলীর গন্ধ শেষ অংশটুকু ক্ষয়ে না যাওয়া পর্যন্ত অটুট থাকে।

টাটার তৈরী

চিরতারুণ্যের আভা আনে জয় সৌন্দর্য্য সাবান

আনন্দ বাজার পত্রিকা

বিমান মাশুল। আ৩।৪০
আসাম, মণিপুর, নাগাল্যান্ড ত্রিপুরা
● উত্তরবঙ্গ — প্রতি সংখ্যা ৪ পয়সা
জামসেদপুর ও রাঁচি „ „ ২ পয়সা

Tele. — ANANDABAZAR, Cal
Phone : 23-2283 (Seven Lines)
23-8541 (Five Lines)
POST BOX NO 2536 G.P.O

কর্মখালি

রেজিঃ কম্পাউন্ডার-কাম-সেলসম্যান চাই। বেতন যোগ্যতানুযায়ী ১৫০,—২০০, টাকার ভিতর। সরকার্স মেডিকেল স্টোর্স, ৪১৮, ডাঃ হাঃ রোড, বেহালা বাজার, কলিকাতা-৩৪। (সি ৬৬৪৩)

প্রসাধনী ও অন্যান্য সামগ্রী বিক্রয়ার্থে সেলসম্যান ও গার্লস আবশ্যক। টাকা জমা লাগিবে। সাক্ষাৎ করুন, তাং ২২।১ হইতে ২৬।১।৭১, বেলা ২—৪টা। ডি ডি প্রোডাক্টস, ৫নং চন্দ্রনাথ চ্যাটার্জী স্ট্রীট, ভবানীপুর, কলিকাতা-২৫। (সি ৭০২৭)

অভিনেতা-অভিনেত্রী

নির্মীয়মাণ বাংলা চলচ্চিত্রে অভিনয়েচ্ছু পুরুষ/মহিলারা ফটো, ২০ পঃ টিকিট সহ লিখুন। পোস্ট বক্স নং ১৬৬১১, কলি-৪। (সি ৬৮৬৩)

পাত্র চাই

সদ্গোপ সুশ্রী শিক্ষিকা পাত্রীর (২৫, বি-এ বি-টি) উপযুক্ত পাত্র চাই। সত্বর বিবাহ। বক্স নং ৬৮৪০, আনন্দবাজার, কলি-১। (বিও ৪৭০২)

পাত্রী চাই

পাত্র (৩০) পূর্ব মৈমনসিংহের রাঢ়ী ব্রাহ্মণ সাবর্ণ বি এস-সি কলিকাতায় কর্মরত (৫০০,) শহরতলীতে দোতলা বাসগৃহ, পিতা ও ভ্রাতা গেজেটেড অফিসার। যোগ্য ফর্সা পাত্রী চাই। বক্স নং ৬৭৭২, আনন্দবাজার, কলি-১। (সি ৬৮১৩)

সম্পত্তি বাড়ী জমি

ট্রাম লাইনের কাছে বালিগঞ্জ সার্কুলার রোডে ছোট প্লটে জমি। ২৫০০০, কাঠা। ভট্টাচার্য, ৪৭-৫৯৬৩। (সি ৬৪৯৩)

নিরুদ্দিষ্টের প্রতি পত্র

ভাই ভানা, ২৪শে জানুয়ারী আমার বিবাহ যেখানেই থাকো বাড়ি চলে এসো। নন্দা, ৬২ নং বলরাম দে স্ট্রীট। (সি ৬৪৩৪)

হারানো প্রাপ্তি নিরুদ্দেশ

নকুল তারিয়া (১০)—শ্যামবর্ণ পরনে পাজামা ফুলশার্ট ১৭-১-৭১ সন্ধ্যাবেলা হইতে নিখোঁজ, সন্ধানপ্রার্থী শ্রীপ্রসাদ তারিয়া, কেঃ অঃ হামিন মিঞা, ২বি তিলজলা লেন, কলি-১৯। (সি ৭১২৪)

ব্যবসা-বাণিজ্য

দুষ্প্রাপ্য ও দুর্মূল্য গ্রহরত্নসমূহ মূল্যতালিকা পাঠান হয়। জেমস স্টোর্স প্রাইভেট লিঃ। চুনি, পান্না মুক্তা, প্রবাল, গোমেদ, রক্তমুখী নীলা, ক্যাটস আই হীরা, পোখরাজ। ১১২নং মনোহরদাস স্ট্রীট, কলি-৭। ফোন ৩৩-৫১৪৩। (৩২৬৪ এ)

ঔষধ ও চিকিৎসক

বিবাহের পূর্বে অথবা পরে কোন প্রকার দুর্বলতা অথবা জটিল ব্যাধি অনুভব করিলে এবং পরিবার পরিকল্পনায় বিশেষজ্ঞের সাক্ষাৎ করুন। স্পেশাল ক্লিনিক, ১২৫, মহাত্মা গান্ধী রোড কলি-৭, ফোন : ৩৪-৩৮৫৮। (৩৫৯০ এ)

পুস্তক ও সাময়িকপত্র

সিনেমা পত্রিকা রূপসীতে ১০ পঃ টিঃ সহ কবিতা পাঠান। পরিমল দাস পোঃ দিগনগর জিঃ নদীয়া। (বিও ৪৬১২)

শোক সংবাদ

গত ২০শে জানুয়ারী বিশিষ্ট আইনজীবী এবং নির্ভীক সাংবাদিক রাধিকামোহন গোস্বামী, পূর্বনিবাস বাঘিয়া, ঢাকা জিলা অধুনা রাধাগোবিন্দনগর হিন্দ মোটর নিবাসী সজ্ঞানে পরলোকগমন করেন। (৬৮৯৫ এ)

স্কুল-কলেজ-শিক্ষা

বর্ধমান রাজ কলেজ

আগামী সোমবার ২৫শে জানুয়ারী হইতে প্রাতঃকালীন ও দিবা-বিভাগের ক্লাশগুলি নিয়মিতভাবে চলিবে। (৬৮৯৩)

এম্-এ (ইংলিশ) ফার্স্ট ক্লাস নোটস্/ক্লাস, ব্রিলিয়ান্ট রেজাল্টস এবার ১ম পেপারে ৬১% ৫ম/৬ষ্ঠে ৬৩% নম্বর লাভ, পোল্টা গ্রাজুয়েট সেন্ট জেমস, ৪৭, গরচা রোড, কলি-১৯। (সি ৭১০২)

স্কুল-কলেজ-শিক্ষা

শিক্ষক শিক্ষণ বিভাগ

গোবরডাঙ্গা হিন্দু কলেজ

জুলাই, ১৯৭১ হইতে আরম্ভমাণ বি. এড্ (কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়) শ্রেণীতে প্রবেশের জন্য পুরুষ ও মহিলা স্নাতকদের নিকট হইতে নির্দিষ্ট ফরমে দরখাস্ত আহ্বান করা যাইতেছে। এযাবৎ পরীক্ষার ফল বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। পুরুষ শিক্ষার্থিগণের জন্য ছাত্রাবাস (আসনসংখ্যা সীমিত) আছে। যোগ্যতার ভিত্তিতে কিছুসংখ্যক ছাত্রকে সরকারী স্টাইপেন্ড দেওয়া হইয়া থাকে। কলেজ অফিস হইতে ১, মূল্যে দরখাস্তের ফরম সংগ্রহ করিতে হইবে অথবা নিজ-নাম-ঠিকানা-লেখা, ০·২০ পয়সা মূল্যের ডাকটিকিটযুক্ত খাম ও অধ্যক্ষ, গোবরডাঙ্গা হিন্দু কলেজের নামে ১, মূল্যের ক্রস্ড্ পোস্টাল অর্ডার পাঠাইয়াও ঐ ফরম সংগ্রহ করা যাইবে। মনিঅর্ডারযোগে টাকা গৃহীত হইবে না। দরখাস্ত জমা দেওয়ার শেষ তারিখ ৬ই মার্চ, ১৯৭১। (৬৩৭৮)

কোম্পানী নোটিস

নোটিস

ওয়েস্টিংহাউস স্যাক্সবি ফার্মার লিমিটেড

১৯৫৬ সালের কোম্পানি আইনের ৬৪০বি ধারা অনুসারে উপরোক্তনামীয় কোম্পানির সদস্যবর্গকে এতদ্দ্বারা বিজ্ঞাপিত করা যাইতেছে যে, ১৯-৮-১৯৬৯ তারিখে গৃহীত বোর্ডের প্রস্তাবে উল্লেখিত শর্তাবলী অনুসারে ১৯-৮-১৯৬৯ হইতে ২৭-৭-১৯৭০ তারিখ পর্যন্ত সময়ের জন্য কোম্পানির ম্যানেজিং ডিরেক্টর হিসাবে মিঃ এ বসু, আই এ এস'এর নিয়োগ সম্পর্কে অনুমোদন লাভের জন্য কোম্পানি উক্ত আইনের ২৬৯ ধারা বলে কেন্দ্রীয় সরকারের নিকট দরখাস্ত করিতে মনস্থ করিয়াছেন।

বোর্ডের আদেশ অনুসারে
জে এন মৈত্র
ডেপুটি সেক্রেটারি

রেজিস্টার্ড অফিস :
১৭ কনভেন্ট রোড,
কলিকাতা-১৪
১৯শে জানুয়ারি, ১৯৭১ (৬৬৫১)

কলিকাতা করপোরেশন

কলিকাতা করপোরেশন

বিষয় : পিগ্ লেডের জন্য প্রস্তাব

ওয়াটার ওয়ার্কস স্টোর্সে ৫ মেঃ/টন বি এম রিফাইনড পিগ্ লেড সরবরাহ ও ডেলিভারির জন্য "পিগ্ লেডের জন্য প্রস্তাব, দাখিলের শেষ তারিখ ২-২-৭১" কথাগুলি উপরে লিখিত সীল-করা খামে দুই প্রস্থে প্রস্তাব আহ্বান করা হইতেছে।

প্রস্তাব ২-২-৭১ তারিখ মধ্যাহ্ন ১২টার মধ্যে সেন্ট্রাল মিউনিসিপ্যাল অফিসে ২য় ডেঃ কমিশনারের নিকট দাখিল করিতে হইবে।

বিক্রয়কর অথবা অন্য কোন কর বা শুল্ক যদি অতিরিক্ত প্রদেয় হয় তবে তাহা উল্লেখ করিতে হইবে। ডেলিভারির সময় উল্লেখ করিতে হইবে। ১ লটে সরবরাহ দিতে হইবে, অন্যথায় গ্রাহ্য মূল্যের ৫% পরিমিত অর্থ জামীন হিসাবে জমা দিয়া একটি চুক্তি সম্পাদন করিতে হইবে।

সেক্রেটারি
কলিকাতা করপোরেশন
২০।১।৭১
(৬৭০৫/২)

টেন্ডার

হাওড়া মিউনিসিপ্যালিটী

টেন্ডার নোটিস

তিনটি মিউনিসিপ্যাল শ্মশান ঘাটে যথা বাঁশতলা বার্নিং ঘাট, শিবপুর উগরমল লোহিয়া বার্নিং ঘাট এবং সালকিয়া মড়াপোড়া বার্নিং ঘাটে "সৎকার দ্রব্যাদি সরবরাহের জন্য টেন্ডার" কথাগুলি উপরে লিখিত পৃথক পৃথক সীলকরা টেন্ডার আহ্বান করা যাইতেছে এবং ঐগুলি নিম্নস্বাক্ষরকারী কর্তৃক ২৭ জানুয়ারি ১৯৭১ তারিখ বেলা ৩টা পর্যন্ত গৃহীত হইবে। কয়েকটি শর্ত সাপেক্ষে ১-২-৭১ তারিখ হইতে পাঁচ বৎসরের জন্য লীজ দেওয়া হইবে। শর্তের বিবরণ স্পেসিফিকেশনে দেওয়া আছে। প্রতি কপি ২, টাকা মূল্যে স্টোরস সুপারিনটেন্ডেন্টের অফিসে স্পেসিফিকেশন পাওয়া যাইবে। টেন্ডার দাখিলের পূর্বে টেন্ডারদাতাকে প্রত্যেক বার্নিং ঘাটের জন্য ১০০, টাকা বায়না হিসাবে জমা দিতে হইবে এবং তাঁহাকে অবশ্যই পৃথক পৃথকভাবে প্রত্যেক ঘাটের জন্য ফি-এর বার্ষিক হার উল্লেখ করিতে হইবে।

ইহাও বিজ্ঞাপিত করা যাইতেছে যে ২৭-১-৭১ তারিখে বেলা ৩-৩০টায় টেন্ডারদাতাদের উপস্থিতিতে নিম্ন স্বাক্ষরকারী কর্তৃক টেন্ডার খোলা হইবে। টেন্ডারদাতাদিগকে ঐ সময়ে উপস্থিত থাকিতে অনুরোধ করা হইতেছে।

স্বাঃ এ কে মুখার্জি
সেক্রেটারি
হাওড়া মিউনিসিপ্যালিটি
১৯ জানুয়ারি, ১৯৭১ (৬৮০৫)

টেন্ডার

টেন্ডার নোটিস

ভারতের রাষ্ট্রপতির পক্ষে একজিকিউটিভ এঞ্জিনীয়ার, ক্যালকাটা সেন্ট্রাল ডিভিঃ ১, সি পি ডব্লিউ ডি, ২৩৪/৪, লোয়ার সার্কুলার রোড, কলিকাতা-২০ কর্তৃক নিম্নোক্ত কাজের জন্য সি পি ডব্লিউ ডি-এর অনুমোদিত ও যোগ্য ঠিকাদার এবং এম ই এস, রেলওয়ে ও রাজ্য পি ডব্লিউ ডি-এর যথোপযুক্ত তালিকাভুক্ত ঠিকাদারগণের নিকট হইতে সীলকরা আইটেম রেট টেন্ডার আহ্বান করা হইতেছে।

কাজের নাম	অনুমিত বরাদ্দ	বায়নার পরিমাণ
১। ৭০-৭১ সালে নারকেলডাঙ্গাস্থ সেন্ট্রাল গভঃ কোয়ার্টার্সের এ/আর এবং এম/ও (পর্যায় ১) এস এইচঃ বিল্ডিং অংশ।	৩৫,৯৭১, টাকা	৮৯৯, টাকা

টেন্ডার ২৯-১-৭১ তারিখে খোলা হইবে। রিজার্ভ ব্যাঙ্ক/স্টেট ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়া/ট্রেজারীতে বায়নার টাকা জমা দিতে হইবে এবং প্রাপ্ত চালান টেন্ডারের সহিত পাঠাইতে হইবে অথবা ইহা রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়া কর্তৃক গ্যারান্টী প্রদত্ত শিডিউল্ড ব্যাঙ্কের 'ডিপোজিট অ্যাট কল রসিদ' আকারেও জমা দেওয়া যাইবে।

শর্তাদি ও টেন্ডার ফরম ৫, টাকা (অফেরতযোগ্য) আদায় দিয়া ২৮-১-৭১ তারিখ পর্যন্ত কলিকাতা-২০ অধীন ২৩৪/৪, লোয়ার সার্কুলার রোডস্থ সি পি ডব্লিউ ডি-এর ১নং ক্যালকাটা সেন্ট্রাল ডিভিসনের একজিকিউটিভ এঞ্জিনীয়ারের অফিসে পাওয়া যাইবে।

উপরোক্ত প্রণালীতে যে সমস্ত ঠিকাদার বায়নার টাকা জমা দিবেন না তাঁহাদের টেন্ডার সরাসরি অগ্রাহ্য হইয়া যাইবে।

স্বাঃ অস্পষ্ট
একজিকিউটিভ এঞ্জিনীয়ার
ক্যালকাটা সেন্ট্রাল ডিভিসন নং ১
সি পি ডব্লিউ ডি, কলিকাতা
(৬৭৭৫)

ওয়েস্ট বেঙ্গল স্টেট ইলেকট্রিসিটি বোর্ড
সাঁওতালডি থার্মাল পাওয়ার প্রজেক্ট

৬, লিটল রাসেল স্ট্রীট (৬ষ্ঠ তল)
কলিকাতা-১৬

টেন্ডার নোটিস নং এস ডি এইচ/(সি)/৩ বি সি (সাপ)/২৪৩

সাঁওতালডি থার্মাল পাওয়ার প্রজেক্ট, পোঃ অঃ সাঁওতালডি থার্মাল প্ল্যান্ট, জেলা পুরুলিয়া-তে "স্ট্রাকচারাল স্টীল ওয়ার্ক ফেব্রিকেশন পাওয়ার হাউস বিল্ডিং ও অকজিলিয়ারি বিল্ডিংস-এর জন্য টেন্ডার" কথাগুলি উপরোলিখিত সীল-করা টেন্ডার প্রকৃত, সঙ্গতিসম্পন্ন, এই বিশেষ ধরনের কাজে অভিজ্ঞ ঠিকাদারগণের নিকট হইতে আহ্বান করা যাইতেছে।

কাজের নাম	অনুমিত বরাদ্দ	টেন্ডারের সঙ্গে প্রয়োজনীয় বায়নার পরিমাণ
স্ট্রাকচারাল স্টীল ওয়ার্ক ফেব্রিকেশন, পাওয়ার হাউস বিল্ডিং ও অকজিলিয়ারি বিল্ডিং	... ১০,৭২,০০০,	১০,৭২০,

ইচ্ছুক টেন্ডারদাতাগণকে এই ধরনের কাজ সম্পাদনে তাঁহাদের অতীত অভিজ্ঞতা, সামর্থ্য, আর্থিক সঙ্গতি প্রমাণার্থ দলিলগত নিদর্শন এবং হাল সময় পর্যন্ত বিঃ কঃ ও আঃ কঃ পরিশোধের শংসাপত্র প্রজেক্ট ম্যানেজার/সুপারিন্টেন্ডিং এঞ্জিনীয়ার (সিভিল)-এর নিকট দাখিল করিতে হইবে। উহা ছাড়া টেন্ডার ফরম ইসু না-ও করা হইতে পারে।

উপরোক্ত কাজের জন্য ঠিকার সাধারণ শর্তাবলী, স্পেসিফিকেশন, দফার তফসিল ও প্রাথমিক ড্রইং প্রতি প্রস্থ বাবদ অফেরতযোগ্য ১১০, টাকা আদায় দিলে যে-কোন কাজের দিন (শনিবার বাদে) বেলা ১১টা ও বেলা ২টার মধ্যে এবং শনিবার বেলা ১১টা ও মধ্যাহ্ন ১২টার মধ্যে উপরোক্ত অফিস হইতে/সাইট অফিসে এস ই (সিভিল)-এর নিকট হইতে পাওয়া যাইবে।

কলিকাতার বাহিরের ইচ্ছুক টেন্ডারদাতাগণ উপরোক্ত ঠিকানার সিনিয়র অ্যাকাউন্টস অফিসারের নিকট মনিঅর্ডারযোগে ১১০, টাকা+১০, টাকা (প্যাকিং ও পোস্টাল চার্জ বাবদ) মোট ১২০, টাকা (অফেরতযোগ্য) পাঠাইতে পারেন।

এই টেন্ডার বিক্রয়ের শেষ তারিখ ১৫ ফেব্রুয়ারি, ১৯৭১, বেলা ১-৩০টা পর্যন্ত। টেন্ডার গ্রহণের শেষ তারিখ ২২-২-৭১ মধ্যাহ্ন ১২টা পর্যন্ত। টেন্ডার ঐ তারিখে বেলা ৩টায় খোলা হইবে।

সর্বনিম্ন দরের বা যে-কোন টেন্ডার গ্রাহ্য করিতে বোর্ড বাধ্য নহেন এবং কোনরূপ কারণ না দর্শাইয়া যে-কোন টেন্ডার গ্রাহ্য বা অগ্রাহ্য করার বা টেন্ডারটি ভাগ করিয়া একাধিক ঠিকাদারকে বণ্টন করিয়া দেওয়ার অধিকার বোর্ডের সংরক্ষিত।

পি. কে. ঘোষ
প্রজেক্ট ম্যানেজার
সাঁওতালডি থার্মাল পাওয়ার প্রজেক্ট
(৬৬৫৮ এ)

কলিকাতা কর্পোরেশন

কলিকাতা কর্পোরেশন

টেন্ডার নোটিস

নিম্নোক্ত কাজগুলির জন্য দুই প্রস্থে টেন্ডার আহ্বান করা হইতেছে এবং ঐগুলি প্রত্যেকের জন্য উল্লিখিত তারিখ মধ্যাহ্ন ১২টা পর্যন্ত ২য় ডেপুটি কমিশনার কর্তৃক গৃহীত হইবে। দুই প্রস্থে প্রত্যেক টেন্ডার অবশ্যই সীলকরা খামে ভরিয়া তদুপরি "......জন্য টেন্ডার" কথাগুলি লিখিয়া দিতে হইবে এবং কীপার অব রেকর্ডস এর নিকট প্রাপ্তব্য নির্ধারিত স্পেসিফিকেশন ও টেন্ডার ফরমে দাখিল করিতে হইবে।

টেন্ডারের নাম	অনুমিত বরাদ্দ	জমা দেয় বায়নার পরিমাণ	টেন্ডার ফরম সহ স্পেসিফিকেশনের মূল্য	টেন্ডার খোলার তারিখ
১। ১৯৭১-৭২ সালে কার্ব ও চ্যানেল স্টোন ও বাউন্ডারি পিলার স্টোন সরবরাহ ও ডেলিভারী।	১,১০,০০০,	৭৫০, এল এস	প্রতি প্রস্থ ৩০,	১৬-২-৭১
২। বি বি গাঙ্গুলী স্ট্রীটের ১৮" রিজার্ভ মেন হইতে ধর্মতলা স্ট্রীট পর্যন্ত সেন্ট্রাল অ্যাভেনিউ বরাবর ১৫" পিউর ওয়াটার রিজার্ভ মেন সরবরাহ ও পাতা।	২,০০,০০০,	৪,৩২৬,	প্রতি প্রস্থ ৩০,	১৬-২-৭১
৩। পলতা পি এস'তে লেবার কোয়ার্টার্সের মেরামতি ও রিমডেলিং।	৩,৪০,০০০,	১,০০০,	প্রতি প্রস্থ ৪০,	১৭-২-৭১
৪। ১৯৭১-৭২ সালে হাই স্পীড ডিজেল অয়েল সরবরাহ ও ডেলিভারী এবং ডিজেল পাম্প-রক্ষণাবেক্ষণ।	৮,৫০,০০০,	৫০০, এল এস	প্রতি প্রস্থ ৫০,	১৭-২-৭১

সেক্রেটারি,
কলিকাতা কর্পোরেশন
২০-১-৭১
(৬৭০৫/১)

টেন্ডার

দামোদর ভ্যালি কর্পোরেশন

"বিহারের হাজারিবাগ জেলায় সি টি পি এস, ডি ভি সি চন্দ্রপুরায় ৪ ও ৫ নং ইউনিটের জন্য পাওয়ার হাউস বিল্ডিং-এর এক্সটেনশনের ইটের কাজ ও প্ল্যাস্টারিং-এর জন্য লেবার রেট"-এর নিমিত্ত দামোদর ভ্যালি করপোরেশনের পক্ষে একজিকিউটিভ এঞ্জিনিয়ার (সি), পি এইচ, সি টি পি এস, ডি ভি সি, পোঃ অঃ চন্দ্রপুরা, জেলা হাজারিবাগ কর্তৃক নির্ভরযোগ্য অভিজ্ঞ ও সুদৃঢ় আর্থিক সঙ্গতিসম্পন্ন ঠিকাদারদের নিকট হইতে ডি ভি সি-এর নির্ধারিত ফরমে সীল-করা টেন্ডার আহ্বান করা হইতেছে। টেন্ডারের কাগজপত্র, স্পেসিফিকেশন ইত্যাদি প্রতি প্রস্থ ১০, টাকা (অফেরতযোগ্য) মূল্যে উপরোক্ত অফিসারের অফিসে পাওয়া যাইবে উপরোক্ত টাকা টেন্ডার খোলার তারিখ ব্যতীত যে কোন কাজের দিন নগদে কনট্রোলার অফ অ্যাকাউন্টস, সি টি পি এস, ডি ভি সি, চন্দ্রপুরা ঠিকানায় জমা দিতে হইবে। কাজের ব্যয়বরাদ্দ ও নির্ধারিত ফরমে টেন্ডারের সঙ্গে জমা দেয় বায়নার পরিমাণ যথাক্রমে ২৫,৭৭৮ টাকা ও ২৫৮, টাকা। টেন্ডারের কাগজপত্র ২-২-৭১ তারিখ বেলা ৩টা পর্যন্ত গৃহীত হইবে এবং ইহার অব্যবহিত পরেই উপস্থিত টেন্ডারদাতা বা তাঁহাদের কর্তৃত্বপ্রাপ্ত এজেন্টদের সমক্ষে খোলা হইবে। টেন্ডার খোলার তারিখে টেন্ডারের কাগজপত্র বিক্রয় করা হইবে না।

(৬৪৭১ এ)

টেন্ডার নোটিস

নিম্নোক্ত কাজগুলির জন্য ভারতের রাষ্ট্রপতির পক্ষে একজিকিউটিভ এঞ্জিনিয়ার, কলিকাতা সেন্ট্রাল ডিভিশন নং ১, সেন্ট্রাল পি ডবলিউ ডি, ২৩৪।৪, লোয়ার সার্কুলার রোড, কলিকাতা-২০ কর্তৃক সি পি ডবলিউ ডি-র অনুমোদিত ও যোগ্য ঠিকাদার এবং এম ই এস রেলওয়ে ও রাজ্য পি ডবলিউ ডি-র যথাযথ তালিকাভুক্ত ঠিকাদারদের নিকট হইতে সীলকরা আইটেম রেট টেন্ডার আহ্বান করা যাইতেছে।

১৯৭০-৭১ সালে কলিকাতার ১ নং ডালহাউসি স্কোয়ার প্রেমিসেস-এর এ/আর এবং এম/ও (এস এইচঃ বিল্ডিং অংশ)।

অনুমিত ব্যয় ৪৫,৯২৮, টাকা, বায়নার পরিমাণ ১,১৪৮, টাকা।

টেন্ডার ২৫-১-৭১ তারিখে খোলা হইবে। বায়নার টাকা রিজার্ভ ব্যাংক/স্টেট ব্যাংক অব ইন্ডিয়া ট্রেজারিতে জমা দিতে হইবে এবং প্রাপ্ত চালান বা রিজার্ভ ব্যাংক অব ইন্ডিয়া কর্তৃক গ্যারান্টি প্রদত্ত সিডিউল্ড ব্যাংকের ডিপজিট অ্যাট কল রিসিট পাঠাইতে হইবে।

শর্তাবলী ও টেন্ডার ফরম তাঁহার অফিসে ২৪-১-৭১ তারিখ পর্যন্ত ৫, টাকা (অফেরতযোগ্য) মূল্যে পাওয়া যাইবে।

যে ঠিকাদার উপরোক্তভাবে বায়নার টাকা জমা দিবেন না তাঁহার টেন্ডার সরাসরি অগ্রাহ্য হইবে।

স্বাঃ অস্পষ্ট
একজিকিউটিভ এঞ্জিনিয়ার
কলিকাতা সেন্ট্রাল ডিভিশন নং ১
সেন্ট্রাল পি ডবলিউ ডি
কলিকাতা
(৬৭৭৪)

পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপালের পক্ষে প্রিন্সিপ্যাল, কলিকাতা ন্যাশন্যাল মেডিক্যাল কলেজ, ৩২, গোরাচাঁদ রোড, কলিকাতা-১৪, "১৯৭১-৭২ সালের জন্য স্টেশনারি, পরিবহণ ও বস্ত্রাদি ধোলাই-এর নিমিত্ত টেন্ডার" কথাগুলি উপরে লিখিত নগদ ১, টাকা আদায় দিয়া যে কোন কাজের দিন বেলা ১১টা ও বেলা ১টার মধ্যে কলেজ অফিস হইতে প্রাপ্তব্য টেন্ডার ফরমে বিস্তারিত উল্লেখযুক্ত মত সীলকরা টেন্ডার প্রকৃত ফার্মসমূহের নিকট হইতে আহ্বান করিতেছেন। টেন্ডারের সঙ্গে হাল সময় পর্যন্ত বিঃ কঃ ও আঃ কঃ পরিশোধের শংসাপত্র এবং প্রিন্সিপ্যাল, কলিকাতা ন্যাশন্যাল মেডিক্যাল কলেজ-এর অনুকূলে "পি-ডিপজিট অ্যান্ড অ্যাডভান্সেস-সিভিল ডিপজিট রেভিনিউ ডিপজিটস" খাতে বায়নার টাকা হিসাবে রিজার্ভ ব্যাংক অফ ইন্ডিয়ায় জমা দেওয়া ১০০, টাকার টি আর চালান এবং প্রস্তুতকারকের নাম সহ স্টেশনারি দ্রব্যাদির প্রত্যেক দফার নমুনা অবশ্যই থাকা চাই। টেন্ডার উক্ত অফিস কর্তৃক ৮ ফেব্রুয়ারি, ১৯৭১ তারিখ মধ্যাহ্ন ১২টা পর্যন্ত গৃহীত হইবে এবং ৯ ফেব্রুয়ারি, ১৯৭১ তারিখ বেলা ৩টায় উপস্থিত টেন্ডারদাতাদের সমক্ষে খোলা হইবে। এ জন্য আর কোন নোটিস ইসু করা হইবে না। টেন্ডারদাতারা যদি না-ও আসেন, তাহা হইলেও তাঁহাদের অনুপস্থিতিতেই নির্ধারিত তারিখে ও সময়ে টেন্ডার খোলা হইবে। টেন্ডার খোলার পর সফলকাম টেন্ডারদাতারা যদি তাঁহাদের টেন্ডার প্রত্যাহার করেন এবং তাঁহাদের টেন্ডার গ্রাহ্য হওয়ার বিষয় ও অর্ডার জানাইয়া দেওয়ার পর যদি কাজটি সম্পাদন করিতে অপারগ হন, তাহা হইলে বায়নার টাকা বাজেয়াপ্ত হইয়া যাইবে। যে কোন টেন্ডার গ্রাহ্য বা অগ্রাহ্য করার এবং বিভিন্ন বা একই শ্রেণীর দ্রব্য সরবরাহের জন্য একাধিক ঠিকাদার মনোনীত করারও অধিকার সংরক্ষিত। টেন্ডার গ্রাহ্য হওয়ার পর জামিন জমার পরিমাণ ঠিকার অন্তর্গত দ্রব্যসমূহের মোট মূল্যের উপর হিসাব করিয়া ৫% হারে।

২৭৬(৩) আই পি আর/এ/৭১ (৬৫৪৭)

বর্ধমান জেলা সমাহর্তা সদর আসানসোল, দুর্গাপুর, কাটোয়া ও কালনা মহকুমার বিভিন্ন অঞ্চলে ত্রিশটি অব্যবহৃত ও পরিত্যক্ত সেচ পুষ্করিণীর সংস্কারের জন্য নির্ভরযোগ্য ঠিকাদারদের কাছ থেকে নির্ধারিত ফরমে পুষ্করিণী সংস্কারের জন্য টেন্ডার শিরোনামাঙ্কিত সীল করা খামে পৃথক পৃথক টেন্ডার আহ্বান করছেন। টেন্ডার ফরম ও বিস্তারিত বিবরণাদি বর্ধমান টাউন হলে অবস্থিত পুষ্করিণী সংস্কার সমাহর্তার অফিসে পাওয়া যাবে। প্রতিটি পুষ্করিণীর জন্য ৫০ টাকা বায়না হিসাবে বর্ধমান ট্রেজারি বা জেলার কোন সাব-ট্রেজারিতে জমা দিয়ে প্রাপ্ত চালান টেন্ডারের সঙ্গে গেঁথে ১৯৭১ সালের ৩০শে জানুয়ারি তারিখে বেলা ২টার মধ্যে জমা দিতে হবে। কোন টেন্ডার গ্রহণ বাধ্যতামূলক নয়।

২১৪(৪)আইপিআর/এ/৭১ (৬৮৯৬)

কলিকাতা ইমপ্রুভমেন্ট ট্রাস্ট

রাণী হর্ষমুখী রোডে স্কীম নং ১২১-তে মালীর কোয়ার্টার্স ও ল্যাভেটরি ব্লক সহ একটি পার্ক নির্মাণের জন্য টেন্ডার আহ্বান করা যাইতেছে।

বায়নাস্বরূপ ১,২৯০, টাকা অবশ্যই ২৮-১-৭১ তারিখ বেলা ৩টার মধ্যে জমা দিতে হইবে।

টেন্ডার ফরম প্রতি প্রস্থ বাবদ ২, টাকা আদায় দিলে পি-১৬, ইন্ডিয়া এক্সচেঞ্জ প্লেস এক্সটেনশন, কলিকাতা-১২-স্থিত ট্রাস্টের অফিসে পাওয়া যাইবে।

টেন্ডারের কাগজপত্র কেবল সেই সব ঠিকাদারকে ইসু করা হইবে, যাঁহারা এই ধরনের কাজে তাঁহাদের অভিজ্ঞতার উল্লেখযুক্ত তাঁহাদের দরখাস্তক্রমে কলিকাতা ইমপ্রুভমেন্ট ট্রাস্টের চীফ এঞ্জিনীয়ারের অনুমতি প্রাপ্ত হইবেন।

কাজের নাম উপরে লেখা সীলকরা খামে দুই প্রস্থে টেন্ডার সেক্রেটারির নিকট ২৯-১-৭১ তারিখ মধ্যাহ্ন ১২টার মধ্যে অবশ্যই দাখিল করিতে হইবে।

ডি এস সি বোনার্জী
চেয়ারম্যান
৮-১-৭১
(৪৮১০)

কংসাবতী প্রজেক্ট

একজিকিউটিভ এঞ্জিনীয়ার, কংসাবতী লেফট ব্যাঙ্ক ডিভিসন, পোঃ অঃ গোরাবাড়ী, জেলা বাঁকুড়া "বাঁশিনালা হইতে তেঁতুলচটা পর্যন্ত লেফট ব্যাঙ্ক ফীডার ক্যানালের তীর হইতে পলিমাটি বহন এবং উহা কুমারী নদীর উভয় তীরবর্তী কুমারী বাঁধের পাশে জমা করা"-এর জন্য ডবলিউ বি এফ নং ২৯১১(২)-তে টেন্ডার আহ্বান করিতেছেন। কাজের আনুমানিক ব্যয়, বায়নার পরিমাণ এবং কাজের তফসিল ও অতিরিক্ত শর্তাবলী সহ টেন্ডারের কাগজপত্রের মূল্য যথাক্রমে ৮,৭৫,০০০, টাকা, ১৭,৫০০, টাকা ও ৭, টাকা। টেন্ডার দাখিলের শেষ তারিখ : ২৯ জানুয়ারি, ১৯৭১ (বেলা ৩-৪৫টা পর্যন্ত)। স্পেসিফিকেশন, তফসিল, অতিরিক্ত শর্তাবলী উপরোক্ত একজিকিউটিভ এঞ্জিনীয়ারের অফিসে যে কোন কাজের দিন (শনিবার বাদে) বেলা ১১টা ও বিকাল ৪টার মধ্যে দেখা যাইবে। টেন্ডারের কাগজপত্র আঃ কঃ ও বিঃ কঃ পরিশোধের বৈধ শংসাপত্র দেখাইয়া উক্ত একজিকিউটিভ এঞ্জিনীয়ারের নিকট হইতে ২৮ জানুয়ারি, ১৯৭১ তারিখ পর্যন্ত পাওয়া যাইবে।

২৭৫(২) আই পি আর/এ/৭১ (৬৫৪৬)

পাবলিক নোটিস

পশ্চিমবঙ্গ সরকার

কালেক্টর অব একসাইজের অফিস,
১১, নেতাজী সুভাষ রোড,
কলিকাতা-১

১৯৭১-৭২ সালের জন্য নূতন আবগারী লাইসেন্সের নিমিত্ত আরও প্রস্তাব সম্পর্কে জনসাধারণের মতামত ও আপত্তি (কিছু থাকিলে) আহ্বান করিয়া নোটিস

গত ৮।৯।১০-১১-৭০ তারিখে কয়েকটি সংবাদপত্রে প্রকাশিত নোটিসের ধারাবাহিকতাক্রমে এতদ্দ্বারা বিজ্ঞাপিত করা যাইতেছে যে, ১৯৭১-৭২ সালের জন্য নিম্নলিখিত তালিকায় উল্লিখিত স্থানসমূহে বা উহাদের কাছাকাছি স্থানে বন্দোবস্ত দেওয়া হইবে বলিয়া প্রস্তাবিত কলিকাতা এবং হাওড়া মিউনিসিপ্যাল এলাকার মধ্যে অবস্থিত প্রেমিসেসগুলির 'মধ্যে' এবং/বা 'বাহিরে' ব্যবহারের জন্য জনসাধারণের নিকট দেশী মদ, ভাং, বিদেশী মদ এবং হোটেল রেস্তোরাঁ ও উহাদের সংলগ্ন 'বারে' বিদেশী মদ খুচরা বিক্রয়ের জন্য আরও নূতন লাইসেন্সের সংখ্যা ও স্থান কালেক্টর অব একসাইজ কলিকাতা, ১১, নেতাজী সুভাষ রোড, কলিকাতা-১ কর্তৃক বিবেচিত হইবে।

(১) যে-কোন মিউনিসিপ্যালিটি, যাহার সহিত এইরূপ প্রস্তাব সম্পর্কযুক্ত অথবা এইরূপ মিউনিসিপ্যালিটি যদি ওয়ার্ডে বিভক্ত হয়, তাহা হইলে যে-কোন ওয়ার্ড যাহার সহিত এইরূপ প্রস্তাব সম্পর্কযুক্ত অথবা এইরূপ ওয়ার্ডের সংলগ্ন যে-কোন ওয়ার্ড অথবা (২) কলিকাতার যে-কোন ওয়ার্ড যাহার সহিত এইরূপ প্রস্তাব সম্পর্কযুক্ত অথবা এইরূপ ওয়ার্ডের সংলগ্ন যে-কোন ওয়ার্ডে নিবেশী ব্যক্তিগণ নিম্নে উল্লিখিত তালিকায় নির্ধারিত মত লাইসেন্সের স্থান ও সংখ্যা সম্পর্কিত যে-কোন প্রস্তাব সম্পর্কে লিখিতভাবে মতামত ও আপত্তি এমনভাবে পেশ করিতে পারেন, যাহাতে উহা ৩-২-১৯৭১ তারিখ মধ্যে কালেক্টর অব একসাইজ, ১১, নেতাজী সুভাষ রোড, কলিকাতা-১-এর নিকট পৌঁছে।

নিম্নোক্ত বিবরণীতে আবশ্যক বিবরণসহ ১৯৭১-৭২ সালের জন্য প্রস্তাবিত নূতন লাইসেন্সের সংখ্যা উল্লিখিত হইল :

লাইসেন্সের ধরন		১৯৭১-৭২ সালের জন্য প্রস্তাবিত আরও নূতন লাইসেন্সের সংখ্যা: কলিকাতা	হাওড়া	মোট
১। দেশী মদ	...	১	×	১
২। ভাং-এর দোকান	...	×	১	১
৩। বিদেশী মদ "বাহিরে"	...	৩	×	৩
৪। বিদেশী মদ রেস্তোরাঁ	...	২	×	২
৫। „ „ হোটেল	...	১	×	১
৬। হোটেল এবং/বা রেস্তোরাঁ সংলগ্ন বিদেশী মদের 'বার'	...	৫	×	৫

নিম্নলিখিত অফিসগুলিতে কলিকাতা ও হাওড়া মিউনিসিপ্যাল এলাকা সম্পর্কিত প্রস্তাবিত নূতন লাইসেন্সের বিস্তারিত তালিকা দেখা যাইবে :—

(১) কলিকাতার কালেক্টর অব একসাইজের অফিস, ১১, নেতাজী সুভাষ রোড, কলিকাতা, (২) কলিকাতা কালেক্টরের অফিস, ১১, নেতাজী সুভাষ রোড কলিকাতা, (৩) কলিকাতার পুলিশ কমিশনারের অফিস, লালবাজার, কলিকাতা, (৪) কলিকাতা কর্পোরেশনের অফিস, ৫, এস এন ব্যানার্জী রোড, কলিকাতা, (৫) চীফ প্রেসিডেন্সী ম্যাজিস্ট্রেটের অফিস, ব্যাঙ্কশাল স্ট্রীট, কলিকাতা, (৬) হাওড়ার কালেক্টরের অফিস, (৭) ২৪ পরগণার (দক্ষিণ এলাকা) এ ডি এম-এর অফিস, (৮) ২৪ পরগণার (নর্থ ডিস্ট্রিক্ট) এ ডি এম-এর অফিস, বারাসত, (৯) বালী মিউনিসিপ্যালিটি অফিস, (১০) হাওড়া মিউনিসিপ্যালিটি অফিস, (১১) দমদম মিউনিসিপ্যালিটি অফিস (১২) গার্ডেনরীচ মিউনিসিপ্যাল অফিস, (১৩) সুপারিন্টেন্ডেন্ট অব পুলিশ, হাওড়া, (১৪) সুপারিন্টেন্ডেন্ট অব পুলিশ, ২৪ পরগণা।

(স্বাঃ অস্পষ্ট)
কালেক্টর অব একসাইজ, কলিকাতা
১৪।১।৭১

৩১৩(৪)আই পি আর/এ/৭১ (৬৭০৬)

পাবলিক নোটিস

স্টেট ট্রান্সপোর্ট অথরিটি

পশ্চিম বঙ্গ

নোটিস

স্টেজ ক্যারেজ পারমিট, পাবলিক ক্যারিয়ার্স পারমিট, প্রাইভেট ক্যারিয়ার্স পারমিট, কনট্রাক্ট ক্যারেজ পারমিট বা প্রাইভেট সার্ভিস ভেহিকলস পারমিট-ধারী সমস্ত ব্যক্তির দৃষ্টি পারমিট রিনিউয়াল সম্পর্কে ১-১১-৭০ তারিখ হইতে বলবৎ ১৯৬৯ সালের মোটর ভেহিকলস (সংশোধনী) অ্যাক্টের (১৯৬৯ সালের ৫৬নং) ২৫ ধারা বলে সংশোধিত ১৯৩৯ সালের মোটর ভেহিকলস অ্যাক্টের ৫৮ ধারার প্রতি আকর্ষণ করা হইতেছে।

"৫৮(২)। আবেদন করিলে এবং পারমিটের জন্য আবেদন হিসাবে ইহাকে ধরিয়া নিষ্পত্তি করা হইলে পারমিট রিনিউ করা যাইতে পারে।

[অবশ্য যদি পারমিট রিনিউয়ালের জন্য আবেদন করা হয়,

(ক) স্টেজ ক্যারেজ পারমিট বা পাবলিক ক্যারিয়ার্স পারমিটের ক্ষেত্রে মেয়াদ অতিক্রান্ত হওয়ার তারিখের অন্যূন একশত কুড়ি দিন পূর্বে ; এবং

(খ) অন্যান্য ক্ষেত্রে মেয়াদ অতিক্রান্ত হওয়ার অন্যূন ষাট দিন পূর্বে।

* * *

(৩) উপধারা (২)'এর প্রথম বিধানে যাহাই উল্লেখিত থাকুক না কেন, উক্ত শেষ তারিখের পর অনধিক পনর দিনের মধ্যে আবেদন করা হইলে ও সঙ্গে নির্ধারিত ফী থাকিলে রিজিওন্যাল ট্রান্সপোর্ট অথরিটি এইরূপ আবেদন করার জন্য উক্ত বিধানে নির্ধারিত শেষ তারিখের পর পারমিট রিনিউয়ালের জন্য আবেদন গ্রহণ করিতে পারেন।]"

স্বাঃ ডি চক্রবর্তী
অ্যাসিঃ সেক্রেটারি, স্টেট ট্রান্সপোর্ট অথরিটি,
পশ্চিমবঙ্গ

তারিখ, কলিকাতা,
১১ই জানুয়ারি, ১৯৭১
৩১৫(৫) আই পি আর/এ/৭১ (৬৭০৭)

চার দলের ফ্রন্টের মধ্যে

লোকসভার ৫০টি আসন নিয়ে রফা হওয়ার সম্ভাবনা কম

নয়াদিল্লি, ২১ জানুয়ারি—চার দলের ফ্রন্ট মহলের দৃঢ়বিশ্বাস, তাঁদের সমন্বয় কমিটি ৫২০টি লোকসভা আসনের ৫০টি বাদ দিয়ে বাকি সব কয়টি আসন নিয়ে শরিক দলগুলির মধ্যে একটা রফা করতে পারবেন।

আদি কংগ্রেস, জনসংঘ, স্বতন্ত্র ও এস এস পি মনে করছেন, ওই ৫০টি আসনে ফ্রন্টের একটির বেশি দল তাঁদের প্রার্থী দাঁড় করাবেন। তা হলেও বাকি ৪৭০টি আসন নিয়ে বোঝাপড়া হবেই বলে বিশ্বাস।

সমন্বয় কমিটির অধিবেশন শুরু হয় ১৬ জানুয়ারি। গতকাল হঠাৎ আলোচনা মুলতুবি রাখতে হয়। কেননা বিহার, মহারাষ্ট্র ও তামিলনাড়ু থেকে দলগুলির প্রার্থী-তালিকা এখনও আসেনি।

জনসংঘ দিল্লির ৭টি লোকসভা আসনেই প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। দিকে আরও তিনটি শরিকদল ওখানকার কয়েকটি আসন চেয়েছেন। কমিটি এ ব্যাপারে কোন রফায় আসতে পারেনি।

আদি কংগ্রেস দিল্লির দুটি আসন চাইছেন। কিন্তু জনসংঘ তা দিতে চান না। কারণ, আদি কংগ্রেসও গুজরাটে জনসংঘের কোন দাবি মেনে নেয়নি।

আদি কংগ্রেস দিল্লির ব্যাপারটি গুজরাটের সঙ্গে জড়াতে চায় না। তাঁরা বলছেন, দিল্লিতে আদি কংগ্রেসের কিছু ক্ষমতা আছে। কিন্তু গুজরাটে জনসংঘের তা নেই। —পি টি আই

বদরুদ্দোজা সাহেবকে অপসারণ করা হল

—কাজেম আলি মিরজা

স্টাফ রিপোর্টার

ফেডারেশন অব মুসলিম অ্যান্ড আদার মাইনরিটিস-এর সভাপতির পদ থেকে সৈয়দ বদরুদ্দোজাকে অপসারণ করা হয়েছে। দলের নতুন সভাপতি নির্বাচিত হয়েছেন শ্রীকাজেম আলি মিরজা।

বৃহস্পতিবার শ্রীমিরজা এই তথ্য প্রকাশ করে দাবি করেন এদিন কলকাতায় তাঁর বাড়িতে দলের ওয়ার্কিং কমিটির বৈঠকে ওই সিদ্ধান্ত হয়। বৈঠকে ওয়ার্কিং কমিটির ১৩ জন সদস্যের মধ্যে ৮ জন উপস্থিত ছিলেন।

শ্রীমিরজা আরও বলেন, তাঁর দল তাঁকে নির্বাচনী মৈত্রীর ব্যাপারে নব কংগ্রেস ও বাংলা কংগ্রেসের সঙ্গে আলোচনা করার অধিকার দিয়েছেন।

জামসেদপুরের কাছে রেল কলোনীতে ছাত্রদের হামলা

৪ জন আহত : রেল চলাচলে বিঘ্ন

নিজস্ব সংবাদদাতা

জামসেদপুর, ২১ জানুয়ারি—জামসেদপুরের কাছে আদিত্যপুর রিজিওনাল ইনস্টিটিউট অফ টেকনলজির ছাত্ররা গতকাল সন্ধ্যায় নকশাল ও কম্যুনিস্ট ধ্বনি দিতে দিতে আদিত্যপুরে রেল কলোনীর একটি বাড়িতে চড়াও হয়। এতে ৪ জন আহত হয়। এদের মধ্যে ২ জনের আঘাত গুরুতর। ছাত্রদের অভিযোগ হল যে, ঐ বাড়িতে নকশালদের আশ্রয় দেওয়া হয়েছে।

আদিত্যপুরে রেল কর্মীরা যথোপযুক্ত পুলিশী ব্যবস্থা না করলে কাজ করতে কাজ করতে অসম্মত হলে টাটানগর-হাওড়া মেন লাইনে প্রায় ৫ ঘণ্টা রেল চলাচল বন্ধ হয়ে যায়।

সশস্ত্র পুলিশ বাহিনী মোতায়েন করা হলে রেল কর্মীরা কাজে যোগ দেন।

পুলিশ কনস্টেবলদের উপর বোমা নিক্ষেপ

বৃহস্পতিবার ভোরে নরা বারোদোয়ারী এলাকায় প্রহরারত তিনজন কনস্টেবলের উপর ২টি বোমা নিক্ষেপ করা হয়, কনস্টেবলদের মধ্যে কেউ আহত হয়নি। ৪ জন ছেলেকে সন্দেহজনকভাবে ঘোরাফেরা করতে দেখে উক্ত কনস্টেবলরা তাদের চ্যালেঞ্জ করে। ছেলেরা বোমা ফাটিয়ে গা ঢাকা দেয়।

গতকাল সকালে জামসেদপুরের কাছে খাসমহল এলাকায় পথের পাশে মধ্যবয়স্ক একটি লোকের মৃতদেহ প্রাপ্তি নিয়ে রহস্যের সৃষ্টি হয়েছে।

অরণ্যদেব / লী ফক ও সীমুর ব্যারী রচিত

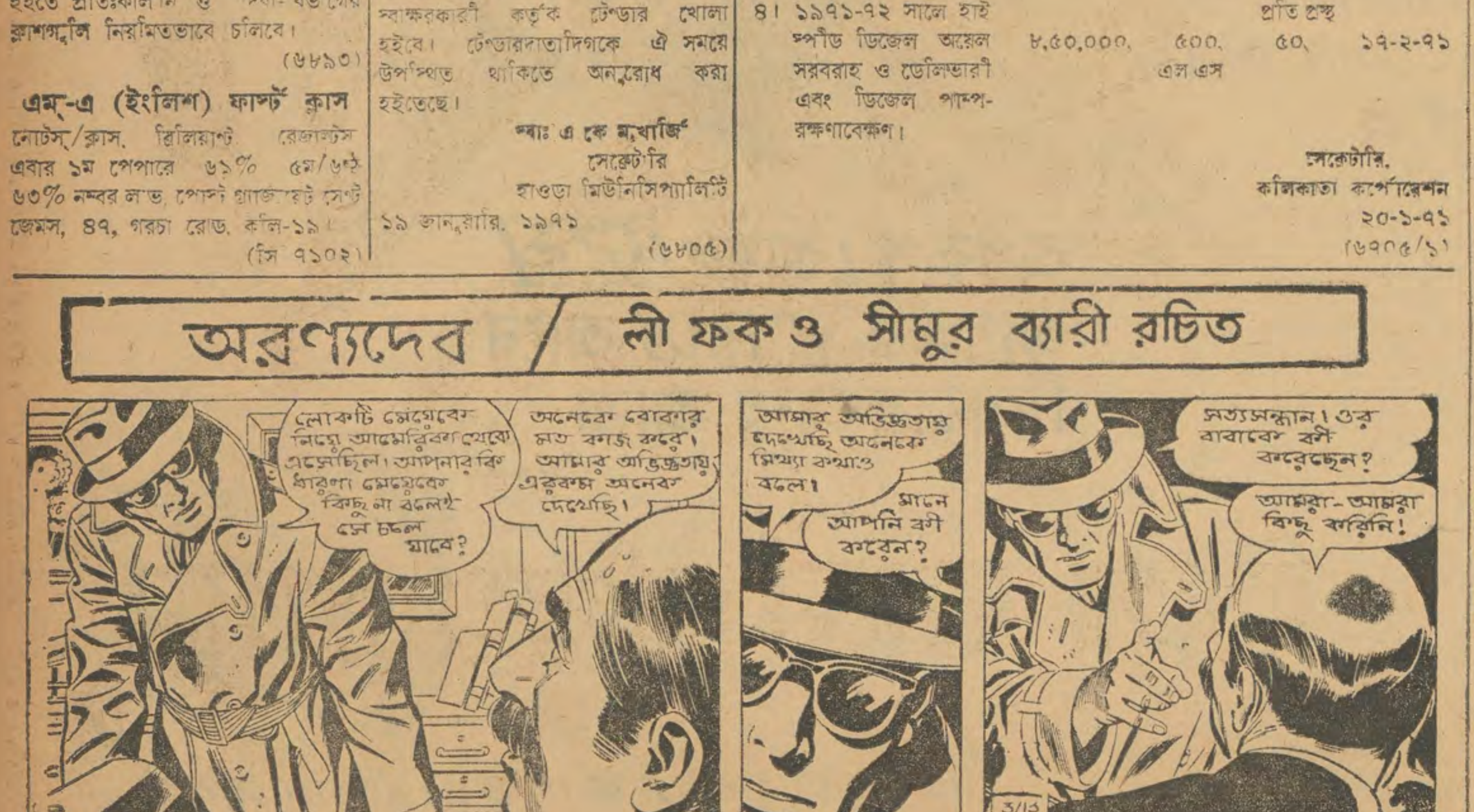

রেলওয়ে

পূর্ব রেলওয়ে

১৯৭১ সালের ২৩ জানুয়ারী হইতে শিয়ালদহ ডিভিশনের হাবড়া রোড এবং মালতীপুরের মধ্যে ঠিকাদার পরিচালিত কাঁকরা-মীর্জানগর হল্টটি সুযোগ-সুবিধাদি প্রদানের উদ্দেশ্যে দুই বৎসরের নিমিত্ত পরীক্ষামূলকভাবে কয়েকটি স্টেশন পর্যন্ত ও কয়েকটি স্টেশন হইতে কেবল প্যাসেঞ্জার ট্রাফিক বুকিংয়ের নিমিত্ত খোলা হইবে। নিম্নলিখিত ট্রেনগুলি নিম্নোক্তমত কাঁকরা মীর্জানগরে থামিবে :—

এস৪৬৩	এস৪৬৫	এস৪৬৭এ	এস৪৬৭	এস৪৬৯		এস৪৬৪	এস৪৬৬	এস৪৬৮	এস৪৬৮এ	এস৪৭০
আপ	আপ	আপ	আপ	আপ		ডাঃ	ডাঃ	ডাঃ	ডাঃ	ডাঃ
প্রত্যহ	প্রত্যহ	কেবল শনিবার	শনিবার বাদে	প্রত্যহ		প্রত্যহ	প্রত্যহ	শনিবার বাদে	কেবল শনিবার	
৯-৪৩	১৪-৪৬	১৭-২৩	১৮-১২	২০-১৮	ছাঃ কাঁকরা মীর্জানগর হল্ট ছাঃ	৭-২৩	১০-২২	১৩-৩৬	১৪-২৯	১৭-৫৮

কাঁকরা মীর্জানগর হল্টে প্রথম যে ট্রেনটি থামিবে, তাহা হইল এস৪৬৫ আপ—উহা ১৯৭১ সালের ২৩ জানুয়ারী ১৪-৪৬ ঘঃ সময় থামিবে।

চীফ কমার্শিয়াল সুপারিন্টেন্ডেন্ট
চীফ অপারেটিং সুপারিন্টেন্ডেন্ট
জি ১০/১/পি আর ও/কপস—৩৩ (৬৫৪৩)

রেলওয়ে

পূর্ব রেলওয়ে

টেন্ডার

দুই বৎসর কালের জন্য দুর্গাপুর রেলওয়ে স্টেশনে সাইকেল স্ট্যান্ড ঠিকার জন্য সীল-করা টেন্ডার আহ্বান করা হইতেছে। টেন্ডার ২-২-৭১ তারিখ মধ্যাহ্ন ১২টা পর্যন্ত গৃহীত হইবে। প্রতিটির জন্য ৫, টাকা (অফেরতযোগ্য) আদায় দিলে ২৮-১-৭১ তারিখ সমস্ত কাজের দিন বেলা ২টা পর্যন্ত নিম্নবর্ণিতের নিকট টেন্ডার ফরম পাওয়া যাইবে। বায়নার পরিমাণ ২০০, টাকা।

ডিভিশনাল সুপার, আসানসোল
জি|১০|৪|পিআরও|এএসএন-১৫ (৬৭০৪)

সুবর্ণরেখা প্রকল্পের খসড়া পেশ

নিজস্ব সংবাদদাতা

মেদিনীপুর, ২১ জানুয়ারি—সুবর্ণরেখা পরিকল্পনার খসড়া প্রস্তাবটি সম্প্রতি কেন্দ্রীয় জল ও বিদ্যুৎ সরবরাহ পর্ষদের কাছে পেশ করা হয়েছে। নতুন বছরেই এই পরিকল্পনার কাজ শুরু হওয়ার কথা। এ কাজ শেষ হলে প্রতি বছর কাঁথি মহকুমার ৯০৭ বর্গমাইল এবং ওড়িশার ১১০ বর্গমাইল এলাকা বন্যার তাণ্ডবলীলা থেকে বাঁচবে বলে জেলা সেচ আধিকারিক জানিয়েছেন। বলা হয়েছে যে, বিহারের রাঁচি মালভূমি থেকে বেরিয়ে সুবর্ণরেখা নদী রাঁচি, মানভূম, সিংভূম (বিহার), মেদিনীপুর (পঃ বঙ্গ) এবং বালেশ্বর (ওড়িশা) অতিক্রম করে বঙ্গোপসাগরে পড়েছে। লক্ষ্য করা গেছে যে, অতিরিক্ত বৃষ্টির ফলে সুবর্ণরেখার জল ওড়িশা ট্রাংক রোড প্লাবিত করে কাঁথি মহকুমায় ঢুকে পড়ে। জায়গা বিশেষে এই জল ৩ থেকে ৬ ফুট পর্যন্ত দাঁড়ায়। কোন রকম বন্যা-নিরোধক বাঁধ না থাকায় এর ফলে দুবদা বেসিন, বড়চৌকা বেসিন, কনটাই বেসিন প্রভৃতি নীচু জায়গাগুলিতে জল জমা হয়ে বন্যার সৃষ্টি করে। অন্যদিকে ঐ জল বাঘাই নদীর মধ্যে পড়ে কেলেঘাই-এর দিকে যাবার চেষ্টা করে। কিন্তু কেলেঘাই নদীর নিজেরই জল টানার ক্ষমতা না থাকায় বন্যা অবশ্যম্ভাবী হয়ে দাঁড়ায়।

এই শোচনীয় অবস্থার সামগ্রিক প্রতিকারের জন্য একদিকে যেমন কেলেঘাই সংস্কারের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করা হয়েছে তেমনি চিন্তা...

...অন্যতম বক্তা শ্রীহীরেন্দ্রনারায়ণ মুখোপাধ্যায় প্রস্তাব করেন যে, সম্প্রতি পরলোকগত সাহিত্যিকদের সকলের স্মরণে একটি মিলিত স্মৃতি সভা আয়োজন করা উচিৎ। অনুষ্ঠানে অধ্যাপক দেবীপদ ভট্টাচার্য প্রমুখেরা ভাষণ দেন। এ ছাড়া অধ্যাপক দিলীপ বিশ্বাস, অধ্যাপক নির্মল বসু প্রমুখেরা উপস্থিত ছিলেন।

তামিলনাড়ু র‍্যাফলের টিকিট ব্যাপক বিক্রি

তামিলনাড়ু র‍্যাফলের খেলা আগামী ৮ ফেব্রুয়ারি। পঙ্গাল উপলক্ষে বহু টিকিট ছাড়া হয়েছে এবং ব্যাপকভাবে এই টিকিট বিক্রি হচ্ছে। এই লটারির প্রথম পুরস্কার ১০ লক্ষ টাকা। এছাড়া ৫ লক্ষ টাকা করে ২টি এবং ২ লক্ষ টাকা করে ৫টি বিশেষ পুরস্কার দেওয়া হবে।

এই লটারির খেলায় সংগৃহীত অর্থ কয়েকটি নতুন সমাজ কল্যাণমূলক কাজে ব্যয় হবে বলে কর্তৃপক্ষ জানিয়েছেন।

পৌর প্রতিষ্ঠান নাট্য সমিতির বার্ষিক উৎসব

আগামী ২৭ জানুয়ারি, বুধবার স্টার রঙ্গমঞ্চে পৌর প্রতিষ্ঠান নাট্য সমিতির ঊনপঞ্চাশতম বার্ষিক উৎসব হবে। সভাপতিত্ব করবেন পৌরাধ্যক্ষ শ্রী এম জি কুট্টি। প্রধান অতিথি মেয়র শ্রীপ্রশান্ত শূর। উদ্বোধক ডেপুটি মেয়র শ্রীনীলরতন সিংহ। এ উপলক্ষে সমিতির সভ্যগণ 'কড়ি দিয়ে কিনলাম' নাটক অভিনয়ের আয়োজন করছেন।

—প্রাক-নির্বাচনী—

হুগলি জেলায় ভোটের হাওয়াঃ উৎসাহে এখনও ভাঁটা ঃ প্রচার বাড়লে যদি জোয়ার আসে

কী বলবো? অনীহা, উৎসাহহীনতা, হতাশা, রাজনৈতিক চেতনার অভাব, ভাম্বীস্ত, না আশংকা? যাই বলি না কেন, অন্তত এটা সত্য যে, সাধারণ মানুষ আসন্ন নির্বাচনকে সোৎসাহে স্বাগত জানাচ্ছেন না বা জানাতে পারছেন না। যদিও এটা একটা অবধারিত স্তর বা পর্যায় বলেই অনেকে মেনে নেবার চেষ্টাও করছেন। যাঁরা অতিরিক্ত তিক্ত তাঁদের ভাষায়, এ আর একটা খেলারাই।

গত দু দিন ধরে হুগলি জেলার বাঘা লড়াইয়ের কেন্দ্র আরামবাগ ও তার আশপাশের এলাকা, জেলার আরো দুটো মহকুমা চন্দননগর, শ্রীরামপুরের গ্রাম ও শহরের বিস্তীর্ণ অঞ্চল ঘুরতে গিয়ে এ ধরনের নানা উত্তর, প্রত্যুত্তর, যুক্তির সামনাসামনি পড়েছি। ব্যতিক্রম আছে বৈকি। তবে তা মূলত রাজনৈতিক নেতৃস্থানীয়দের মধ্যে সীমাবদ্ধ। এবং সেও বোধ হয় কর্মীকুল বা ক্যাডারদের মনোবল অটুট রাখবার জন্যই অত জোর দিয়ে বলা। নচেৎ স্থিরভাব ডান, বাম সব পন্থীদেরই মধ্যে, কম বেশি এই যা। আরামবাগের সি পি আই নেতা শ্রীগৌর গাঙ্গুলী পুরশুড়া থানার সোদপুরের পথে দাঁড়িয়ে কবুল করেছেন, হাঁ তা মানুষের মধ্যে আগ্রহ কম। তবে আশা, নির্বাচনী প্রচারের টেমপো বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে এই নিরুৎসাহ ভাবটা কেটে যাবে।

আরামবাগে বার লাইব্রেরিতে ব্যবহারজীবীদের মধ্যাহ্ন আসর। প্রবীণ আইন ব্যবসায়ী কুপিত, ক্ষুব্ধঃ না, কেউ নির্বাচন চায় না। বলেছেন ইংরাজিতে। প্রায় সমবয়সী সহকর্মী দুজন সমর্থন করতে চেয়েছেন, না তা ঠিক নয়, তবে কোনও গোষ্ঠীই তো স্থায়ী গভর্নমেন্ট করতে পাগল, কে দাঁড়ায়? ক' দিন যাবে? নির্বাচনের খরচও উশুল হবে না।

*

ডাঃ পাল এখন কোনও দলের নন। বয়সও হয়েছে। তিনি যাই বলুন, দলগুলির প্রারম্ভিক তৎপরতা শুরু হয়ে গিয়েছে। 'নির্বাচন হচ্ছে যখন, লড়াইও হবে,' এই মন্তব্য একজন স্থানীয় আদি কংগ্রেস কর্মীর। বেশির ভাগ দলের মনোভাব অনেকটা হল, এ একটা রাজনৈতিক কৃত্য, অতএব তোড়জোড় চাই। আরামবাগে বাংলা কংগ্রেসের নেতা শ্রীনকুল পাল স্বীকার পেয়েছেন, বার বার এ রকম হওয়ায় মানুষ আতঙ্ক। তা বলে কি রাজনীতিকরা বসে থাকবেন? বাংলা কংগ্রেস নেতা শ্রীঅজয়কুমার মুখারজি এই মঙ্গলবারই আরামবাগ, খানাকুল ঘুরে গেলেন। আগের শনিবার গিয়েছিলেন, আদি কংগ্রেস নেতা শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেন। মায়াপুরে কল্যাণকেন্দ্রে কর্মিসভা করেন। আবার সপ্তাহশেষে যাচ্ছেন। কর্মিসভা, প্রার্থী বাছাই, আসন ভাগ—আরামবাগ মহকুমায় নির্বাচনী ব্যাপারটা এখনও এই স্তরে। নব কংগ্রেস দফতরের নেতৃস্থানীয় কর্মী মঙ্গলবার গিয়েছিলেন তাঁদের গোঘাট কেন্দ্রের ভাবী প্রার্থীর স্কুলের ছুটিছাটার বন্দোবস্ত করতে। তাঁদের জেলার নেতা শ্রীশান্তিমোহন রায় সেদিন কলকাতায়। শ্রীরায় এবার পুরশুড়ায় দাঁড়াচ্ছেন না ঠিক। কিন্তু তিনি আরামবাগ বিধানসভা কেন্দ্র, না লোকসভা কেন্দ্রে দাঁড়াবেন, বাংলা কংগ্রেসের সঙ্গে নব কংগ্রেসের কট ব্যাপারের বোঝাপড়ার জন্য সবাই অপেক্ষা করছেন। আদি, নব দু দলেরই ভোটের হার নিয়ে কিন্তু বিস্তর ভাবনা। এক কর্মীর ভাষায়, 'ভোট দেওয়ানোই কঠিন।'

জেলার সি পি এম মহল ঠিক সে রকম মনে করেন না। তাঁদের মতে উপরের তলার লোকেরা এ সব 'ঝামেলা' ভাবছেন। না হলে 'রাজনৈতিক চেতনাসম্পন্ন' মানুষরা নির্বাচন ব্যাপারে নিস্পৃহ নন...

প্রাক-নির্বাচনী সমীক্ষার এটি প্রথম প্রবন্ধ। প্রতিবেদন করেছেন—

শান্তিকুমার মিত্র

...কৃষি ঋণের টাকাও মিলছে না বেশি ক্ষেত্রে, কারণ গতবারের টাকা ফেরৎ দেয়নি অনেকে।' এ তল্লাটেও ধান কম। আগড়া, চিটে প্রচুর। তবে আলুর পূর্বাভাস ভাল। গমও বেড়েছে। সবজি প্রচুর। জল মিললে আই আর-৮ ত বোনা চলছেই। হাটে দূরদূরান্তের কৃষিজীবীরা আসেন। শীতের সকালে দলা পাকিয়ে বসা একটা দলের সামনে গিয়েছি। ক্ষেত ওদের স্পষ্ট, রাজনীতিক দলরা নির্বাচনের কথা চিন্তা করছেন, কিন্তু কে পরিবেশটা নিয়ে ত ভাবছেন না! সারেও ট্যাক্স! ফ্রন্ট আমলে সারে বিক্রয় কর বসে। চাষীমনে এ সব প্রতিক্রিয়া নির্বাচনকেও প্রভাবিত করবে', ওই সমাজসেবীর মন্তব্য।

হরিপালে পৌঁছেছি। ওদিন একজন সি পি এম কর্মীর গ্রেফতারের প্রতিবাদে হরিপাল থানা বন্ধে। বাস নেই, দোকানপাট বন্ধ। স্থানীয় কলেজের কজন ছাত্র ঘোরাফেরা করছেন। একজন অধ্যাপক বলেছেন, মধ্যবিত্ত মানুষরা ভোট সম্বন্ধে আশাবাদী। তবে তিনিও অস্বীকার করেননি নিরাপত্তার অভাববোধ যথেষ্ট। হরিপাল থেকে নালিকুল, শেওড়াফুলি, শ্রীরামপুর। যত শহর ঘেঁষে আসা যায়, নির্বাচনী হাওয়াটা একটু যেন জোরদার। প্রচার পোস্টার চোখে পড়ে। দেওয়াল লিখনও সারা। কোথাও কোথাও প্রার্থীদের নাম দিয়েই লেখা, যদিও এখনও আনুষ্ঠানিকভাবে নাম প্রকাশিত হয়নি। জেলায় আদি কংগ্রেসের প্রচার অভিযান উদ্বোধন হয়ে গিয়েছে গত জানুয়ারি শ্রীরামপুরে শ্রীনির্মলগোপাল ... দেশাইয়ের বক্তৃতার মধ্য দিয়ে। সি পি এম-ও প্রথম সভা করে শ্রীরামপুরে ১৭ জানুয়ারি। ... শ্রীরামপুরে। বক্তৃতা ... শেওড়াফুলিতে নব কংগ্রেসের জেলা দফতরে কর্মীদের আনাগোনা। ... আশংকা আরামবাগ মহকুমায় কম, কিন্তু সদর ও শ্রীরামপুর মহকুমায় বেশ কিছুটা। আরামবাগের নেতাজী কলেজের একজন বামপন্থী অধ্যাপক বলেছেন, এ তল্লাটে বাম আন্দোলনের জোর কম, বিক্ষিপ্ত। উগ্রপন্থী আন্দোলনও তেমন দানা বাঁধেনি। তাই ব্যাপক হাঙ্গামার আশংকা নেই। ... ও বাঁশবেড়িয়া ওই দুটোকে উপদ্রুত অঞ্চল বলে মনে করেন, ... করছে।

...প্রার্থীদের মধ্যে মধ্যস্থ ... দেওয়ার কথা চলছে। দল বিচারেও নাকি জেলা পর্যায়ে নব কংগ্রেস-সি পি আই বোঝাপড়ার কথা উঠেছিল। অবশ্য তা গ্রাহ্য হয়নি। এ সব দিক দিয়ে সব দলের অনুরাগী ছাত্ররা কিন্তু খুব স্পষ্ট বক্তা, আপন ক্ষমতায় লড়াই চাই।

শিল্পোন্নয়ন ব্যাংকের সুদের হার পুনর্বিন্যাস

সম্প্রতি ব্যাংকের বাট্টার হার শতকরা ৫ টাকা থেকে বাড়িয়ে শতকরা ৬ টাকা ধার্য হওয়ায় ভারতের শিল্পোন্নয়ন ব্যাংক কর্তৃপক্ষ তাঁদের সুদের হারের কিছুটা পুনর্বিন্যাস করেন।

শিল্পোন্নয়ন ব্যাংক কর্তৃক প্রচারিত একটি ইস্তাহারে বলা হয়েছে, অনুন্নত এলাকায় ঋণ দান বা পুনঃ অর্থ সংস্থান এবং রফতানি বাণিজ্যের জন্য মাঝারি মেয়াদের ঋণ বাবদ সুদের হারের কোন হেরফের করা হয়নি। তবে আর্থিক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক পুনঃ অর্থসংস্থানের জন্য গৃহীত ঋণ বাবদ সুদের হার আধ শতাংশ থেকে এক শতাংশ পর্যন্ত বাড়ান হয়েছে। যন্ত্রপাতি ক্রয় বাবদ বিল মেটানোর ব্যাপারে বাট্টার হারও আধ শতাংশ বৃদ্ধি করা হয়েছে।

পৌষ মেলায় প্রদর্শনী

নিজস্ব সংবাদদাতা

শান্তিনিকেতন, ২১ জানুয়ারি—পৌষ মেলার উল্লেখযোগ্য অঙ্গ হল প্রদর্শনী। প্রতি বছরের মত এবারেও মেলায় বিশ্বভারতীর বিভিন্ন বিভাগ যথা—শ্রীনিকেতনের কুটির শিল্প শিক্ষণ কেন্দ্র শিল্পসদন, কলাভবন, বিনয়ভবন আর গ্রন্থন বিভাগের পক্ষ থেকে প্রদর্শনী ...

শোক-সংবাদ

...

অধ্যাপক তারকনাথ সেনের আদ্যশ্রাদ্ধ

আগামী শনিবার (২৩ জানুয়ারি) অধ্যাপক তারকনাথ সেনের আদ্যশ্রাদ্ধ তাঁর ১৪।৫৬ ... সেনস্থ বাসভবনে (কলিকাতা ২৯) বেলা৯টায় অনুষ্ঠিত হবে। অনুষ্ঠানে অধ্যাপক শ্রীত্রিপুরারী চক্রবর্তী ও শ্রীগৌরীনাথ শাস্ত্রী শাস্ত্রপাঠ করবেন। বন্ধুবান্ধব, আত্মীয়স্বজন ও ছাত্রছাত্রীদের অনুষ্ঠানে যোগ দিতে অনুরোধ করা হয়েছে।

হাওড়ার লোক গণনাকারীদের টাকা মেটানো হয়েছে

হাওড়ার লোক গণনাকারীদের প্রাপ্য ১৫, টাকার মধ্যে ৫, টাকা কাজ আরম্ভের সঙ্গে সঙ্গে এবং বাকি ১০, টাকা ...

ক্রোধের পরিণাম

নিজস্ব সংবাদদাতা

চন্দননগর, ২০ জানুয়ারি—চণ্ডীতলা থানার ধনপতিপুর গ্রামের শ্রীসতীশ বাগ (৩৮) সময়মত ভাত না পাওয়ার রাগে আগুন হয়ে নাকি ভাইকে কেটে ফেলেছেন এবং ভাইয়ের বউকেও ঘায়েল করেছেন! পুলিশের অভিযোগ অন্তত তাই। শ্রী বাগ এখন পুলিশ হেফাজতে।

অভিযোগ, শ্রী বাগ সোমবার রাত্রে বাড়ি ফিরে ভাইয়ের বউকে ভাত দিতে বলেছিলেন, কিন্তু তিনি তা শোনেননি। শ্রী বাগ কাটারি নিয়ে বউকে কাটতে উদ্যত হোন। মাঝে এসে পড়েন ভাই। কাটারির কোপ ...

স্বামী মহাদেবানন্দ গিরির জন্মশতবার্ষিক

স্টাফ রিপোরটার

স্বামী মহাদেবানন্দ গিরির জন্মশতবার্ষিক উৎসব আগামী ২১ ফেবরুয়ারি থেকে ব্যারাকপুরের স্বামী ভোলানন্দ গিরি আশ্রমে শুরু হবে। কলকাতার ভবানীপুরে কেন্দ্রীয় অফিসে এই উৎসব ২৪ ফেবরুয়ারি থেকে শুরু হবে। দুই আশ্রমের উৎসবে বিভিন্ন ধর্মীয় অনুষ্ঠান ও স্বামীজীর জীবনীবিষয়ক প্রদর্শনীর আয়োজন করা হবে।

সোমবার স্বামী মহাদেবানন্দ গিরি শতবার্ষিকী কমিটির সংগঠক সম্পাদক স্বামী জ্যোতির্ময়ানন্দ গিরি ...

গুডইয়ারের নতুন অবদান

জবরদস্ত

হাই-মাইলার এস এণ্ড জি

কাঁচা বা পাকা রাস্তায় অনেক বেশী ভারী বোঝা বইবে

'জবরদস্ত' (হাই-মাইলার এস এণ্ড জি) গুডইয়ারের সত্যি এক জবরদস্ত সৃষ্টি। কাঁচা রাস্তায় স্বচ্ছন্দে অনেক বেশী বোঝা টানতে পারে আর পিছলে যাওয়ার সম্ভাবনা রুখতে পারে—এরকম মজবুত ক'রেই তৈরী। অনেকটা গভীর পর্যন্ত খাঁজ কাটা। বড় সড়ক ধরেও চলে অনেক বেশী স্বচ্ছন্দে।

নতুন বেশ গভীর,—পিছলে যায়না—এরকম ট্রেড ডিজাইন,—যা'তে সবরকম আবহাওয়ায় অনেক বেশী নিরাপদে, অনেক বেশী স্বচ্ছন্দে এবং অনেক বেশী দীর্ঘপথ গাড়ী চালানো যাবে।

লম্বা পথ পাড়ি দেবার সময়—গরমের ধকল সইতে পারে—এরকম নতুন গঠন। চলার সময় টায়ার ঠাণ্ডা থাকে, কম ফাটে আর আখেরে টায়ার টেকেও অনেক দিন। এছাড়াও, গুডইয়ারের নিজস্ব থ্রি-টি কর্ডের দৌলতে টায়ার হয়েছে বিশেষ মজবুত (ওজনের হিসাবে ইস্পাতের চেয়েও মজবুত বেশী)। এরফলে, টায়ার অনেক বেশী বার রিট্রেড করা যাবে।

আপনার ট্রাক থেকে আরও বেশী লাভ করুন,—কাঁচা ও পাকা উভয় সড়কে চলার জন্য—হাই মাইলার এস এণ্ড জি লাগিয়ে নিন।

GOODYEAR গুডইয়ার বিশ্বের সবচেয়ে বড় টায়ার কোম্পানী

ASP/GY-3

এই শিশুটি যদি আপনার সন্তান হত..?

কয়েকটি দায়িত্বজ্ঞানহীন লোক বেপরোয়া ভাবে হিংসাবৃত্তি চালিয়ে যাবার ফলে এই শিশুটি তার ঘর, তার স্নেহের আশ্রয়—সব কিছু হারিয়েছে।

সাম্প্রদায়িকতা, আঞ্চলিক গোঁড়ামী, রাজনৈতিক মতভেদ . . . এসব হ'ল দুষ্কৃতকারীদের হাতিয়ার। আর তার পরিণামে কত নিরপরাধ প্রাণ অপচয় হচ্ছে—কত সংসার হয়ে যাচ্ছে শ্মশান।

এক দেশ, এক জাতি। এ তো আমাদের নিয়েই। আমাদের ঐতিহ্য এক, ভবিষ্যৎ অভিন্ন। কতকগুলি দুর্বৃত্তকে সব কিছু ভেঙে চুরে তছনছ করতে দেবেন না।

আপনি কি কি করতে পারেন

গড়ে তুলুন
পাড়ায় পাড়ায় প্রতিরোধ সমিতি।
বন্ধ করুন
মিথ্যা ও হানিকর গুজব।
পরিচয় করুন
পাড়া পড়শী সকলের সঙ্গে।
আপনার সন্তানকে শেখান
সব মানুষ সমান।

হিংসা দমনে এগিয়ে আসুন

সুবর্ণরেখা প্রকল্পের খসড়া পেশ

নিজস্ব সংবাদদাতা

মেদিনীপুর, ২১ জানুয়ারি—সুবর্ণরেখা পরিকল্পনার খসড়া প্রস্তাবটি সম্প্রতি কেন্দ্রীয় জল ও বিদ্যুৎ সরবরাহ পর্ষদের কাছে পেশ করা হয়েছে। নতুন বছরেই এই পরিকল্পনার কাজ শুরু হওয়ার কথা। এ কাজ শেষ হলে প্রতি বছর কাঁথি মহকুমার ৯০৭ বর্গমাইল এবং ওড়িশার ১১০ বর্গমাইল এলাকা বন্যার তাণ্ডবলীলা থেকে বাঁচবে বলে জেলা সেচ আধিকারিক জানিয়েছেন। বলা হয়েছে যে, বিহারের রাঁচি মালভূমি থেকে বেরিয়ে সুবর্ণরেখা নদী রাঁচি, মানভূম, সিংভূম (বিহার), মেদিনীপুর (পঃ বঙ্গ) এবং বালেশ্বর (ওড়িশা) অতিক্রম করে বঙ্গোপসাগরে পড়েছে। লক্ষ্য করা গেছে যে, অতিরিক্ত বৃষ্টির ফলে সুবর্ণরেখার জল ওড়িশা ট্রাংক রোড প্লাবিত করে কাঁথি মহকুমায় ঢুকে পড়ে। জায়গা বিশেষে এই জল ৩ থেকে ৬ ফুট পর্যন্ত দাঁড়ায়। কোন রকম বন্যানিরোধক বাঁধ না থাকায় এর ফলে দুবদা বেসিন, বড়চোকা বেসিন, কলটাই বেসিন প্রভৃতি নীচু জায়গাগুলিতে জল জমা হয়ে বন্যার সৃষ্টি করে। অন্যদিকে ঐ জল বাঘাই নদীর মধ্যে পড়ে কেলেঘাই-এর দিকে যাবার চেষ্টা করে। কিন্তু কেলেঘাই নদীর নিজেরই জল টানার ক্ষমতা না থাকায় বন্যা অবশ্যম্ভাবী হয়ে দাঁড়ায়।

এই শোচনীয় অবস্থার সামগ্রিক প্রতিকারের জন্য একদিকে যেমন কেলেঘাই সংস্কারের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করা হয়েছে তেমনি চিন্তা করতে হয়েছে সুবর্ণরেখার তীরে একটি বন্যানিরোধক বাঁধ নির্মাণের কথা। বর্তমান প্রকল্পটি এ জন্যই। সুবর্ণরেখার নিম্নাঞ্চলে বাঁদিকের তীরে রচনা করার কথা ভাবা হয়েছে। ৩০।৪ মাইল লম্বা এই বাঁধটির পশ্চিম বঙ্গের অংশে পড়েছে ১৬ মাইল। মেদিনীপুর জেলার ভসরাঘাট থেকে সোনাকানিয়া পর্যন্ত ১৬ মাইল লম্বা …

প্রাক্-নির্বাচনী

হুগলি জেলায় ভোটের হাওয়াঃ উৎসাহে এখনও ভাঁটা ঃ প্রচার বাড়লে যদি জোয়ার আসে

কী ব্যাপার? অনীহা, উৎসাহহীনতা, হতাশা, রাজনৈতিক চেতনার অভাব, অবিশ্বাস, না আশংকা? যাই বলা না কেন, অন্তত এটা সত্য যে, সাধারণ মানুষ আসন্ন নির্বাচনকে উৎসাহের সঙ্গে অভ্যর্থনা জানাতে পারছেন না। যদিও এটা একটা অনধারিত পর্ব বা পর্যায় বলেই অনেকে মেনে নেবার চেষ্টাও করছেন। …

গত দু দিন ধরে হুগলি জেলার বাঘা লড়াইয়ের কেন্দ্র আরামবাগ ও তার আশপাশের এলাকা, জেলার আরো দুটো মহকুমা চন্দননগর, শ্রীরামপুরের গ্রাম ও শহরের বিস্তীর্ণ অঞ্চল ঘুরেছি। …

…

প্রাক-নির্বাচনী সমীক্ষার এটি প্রথম প্রবন্ধ। প্রতিবেদন করেছেন—

শান্তিকুমার মিত্র

…

সুদেষ্ণ হার বৃদ্ধি

…

পৌষ মেলায় প্রদর্শনী

নিজস্ব সংবাদদাতা

শান্তিনিকেতন, ২১ জানুয়ারি—পৌষ মেলার উল্লেখযোগ্য অংশ হল প্রদর্শনী। প্রতি বছরের মত এবারেও মেলায় বিশ্বভারতীর বিভিন্ন বিভাগ যথা—শ্রীনিকেতনের কুটির শিল্প শিক্ষণ …

শোক-সংবাদ

ডাঃ এস সি চৌধুরী এম এ, এম এল ডি বার-অ্যাট-ল গত রবিবার কলকাতায় পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮১। সোমবার কেওড়াতলা শ্মশান ঘাটে তাঁর শেষকৃত্য সম্পন্ন হয়। তাঁর দুই কন্যা, এক পুত্র ও বিধবা স্ত্রী বর্তমান।

…

তামিলনাড়ু র‍্যাফলের টিকিট ব্যাপক বিক্রি

তামিলনাড়ু র‍্যাফলের খেলা আগামী ৮ ফেব্রুয়ারি। পঙ্গাল উপলক্ষে বহু টিকিট ছাড়া হয়েছে এবং ব্যাপকভাবে এই টিকিট বিক্রি হচ্ছে। এই লটারির প্রথম পুরস্কার ১০ লক্ষ টাকা। এছাড়া ৫ লক্ষ টাকা করে ২টি এবং ২ লক্ষ টাকা করে ৫টি বিশেষ পুরস্কার দেওয়া হবে।

এই লটারির খেলায় সংগৃহীত অর্থ কয়েকটি নতুন সমাজ-কল্যাণমূলক কাজে ব্যয় হবে বলে কর্তৃপক্ষ জানিয়েছেন।

পৌর প্রতিষ্ঠান নাট্য সমিতির বার্ষিক উৎসব

আগামী ২৭ জানুয়ারি, বুধবার স্টার রঙ্গমঞ্চে পৌর প্রতিষ্ঠান নাট্য সমিতির ঊনপঞ্চাশতম বার্ষিক উৎসব হবে। সভাপতিত্ব করবেন পৌরাধ্যক্ষ শ্রী এন. জি. কুট্টি। প্রধান অতিথি মেয়র শ্রীপ্রশান্ত শূর। উদ্বোধক ডেপুটি মেয়র শ্রীনীলরতন সিংহ। এ উপলক্ষে সমিতির সভ্যগণ 'কড়ি দিয়ে কিনলাম' নাটক অভিনয়ের আয়োজন করছেন।

অধ্যাপক তারকনাথ সেনের আদ্যশ্রাদ্ধ

আগামী শনিবার (২৩ জানুয়ারি) অধ্যাপক তারকনাথ সেনের আদ্যশ্রাদ্ধ তাঁর ১৮।৫৬ ডোভার লেনস্থ বাসভবনে (কলিকাতা ২৯) বেলা ৯টায় অনুষ্ঠিত হবে। অনুষ্ঠানে অধ্যাপক শ্রীত্রিপুরারী চক্রবর্তী ও শ্রীগৌরীনাথ শাস্ত্রী শাস্ত্রপাঠ করবেন। বন্ধুবান্ধব, আত্মীয়স্বজন ও ছাত্রছাত্রীদের অনুষ্ঠানে যোগ দিতে অনুরোধ করা হয়েছে।

হাওড়ার লোক গণনাকারীদের টাকা মেটানো হয়েছে

হাওড়ার লোক গণনাকারীদের প্রাপ্য ১৬, টাকার মধ্যে ৫, টাকা কাজ আরম্ভের সংগে সংগে এবং বাকি ১০, টাকা ৫ জানুয়ারি তারিখে মিটিয়ে দেওয়া হয়েছে বলে রাজ্য তথ্য ও জনসংযোগ দফতর থেকে জানানো হয়। ৬ জানুয়ারি আনন্দবাজারে যায় ১৫ টাকা উল্লেখ করতে …

ক্রোধের পরিণাম

নিজস্ব সংবাদদাতা

চন্দননগর, ২০ জানুয়ারি—চণ্ডীতলা থানার ধনপতিপুর গ্রামের শ্রীসতীশ বাগ (৩৮) সময়মত ভাত না পাওয়ায় রাগে আগুন হয়ে নাকি ভাইকে কেটে ফেলেছেন এবং ভাইয়ের বউকেও ঘায়েল করেছেন। পুলিশের অভিযোগ অন্তত তাই। শ্রী বাগ এখন পুলিশ হেফাজতে।

অভিযোগ: শ্রী বাগ সোমবার রাতে বাড়ি ফিরে ভাইয়ের বউকে ভাত দিতে বলেছিলেন, কিন্তু তিনি তা শোনেননি। শ্রী বাগ কাটারি নিয়ে বউকে কাটতে উদ্যত হোন। মাঝে এসে পড়েন ভাই। কাটারির কোপ পড়ে তার উপর। সংগে সংগে ঘটে মৃত্যু।

শিরোনামহীন প্রকাশিত সংবাদ সম্পর্কে উক্ত বিজ্ঞপ্তি।

স্বামী মহাদেবানন্দ গিরির জন্মশতবার্ষিক

স্টাফ রিপোর্টার

স্বামী মহাদেবানন্দ গিরির জন্মশতবার্ষিক উৎসব আগামী ২১ ফেব্রুয়ারি থেকে ব্যারাকপুরের স্বামী ভোলানন্দ গিরি আশ্রমে শুরু হবে। কলকাতার ভবানীপুরে কেন্দ্রীয় অফিসে এই উৎসব ২৪ ফেব্রুয়ারি থেকে শুরু হবে। দুই আশ্রমের উৎসবে বিভিন্ন ধর্মীয় অনুষ্ঠান ও স্বামীজীর জীবনীবিষয়ক প্রদর্শনীর আয়োজন করা হবে।

সোমবার স্বামী মহাদেবানন্দ গিরি শতবার্ষিকী কমিটির সংগঠক সম্পাদক স্বামী জ্যোতির্ময়ানন্দ গিরি সাংবাদিকদের এই কথা জানিয়ে বলেন, প্রথম দিন হরিদ্বার থেকে স্বামীজীর পাদুকা ব্যারাকপুরের আশ্রমে নিয়ে আসা হবে।

GOODYEAR

জবরদস্ত

হাই-মাইলার এস এণ্ড জি

কাঁচা বা পাকা রাস্তায় অনেক বেশী ভারী বোঝা বইবে

'জবরদস্ত' (হাই-মাইলার এস এণ্ড জি) গুডইয়ারের সত্যি এক জবরদস্ত সৃষ্টি। কাঁচা রাস্তায় স্বচ্ছন্দে অনেক বেশী বোঝা টানতে পারে আর পিছলে যাওয়ার সম্ভাবনা রুখতে পারে—এরকম মজবুত করেই তৈরী। অনেকটা গভীর পর্যন্ত খাঁজ কাটা। বড় সড়ক ধরেও চলে অনেক বেশী স্বচ্ছন্দে।

নতুন বেশ গভীর,—পিছলে যায়না—এরকম ট্রেড ডিজাইন,—যাতে সবরকম আবহাওয়ায় অনেক বেশী নিরাপদে, অনেক বেশী স্বচ্ছন্দে এবং অনেক বেশী দীর্ঘপথ গাড়ী চালানো যাবে।

লম্বা পথ পাড়ি দেবার সময়—গরমের ধকল সইতে পারে—এরকম মজবুত গঠন। চলার সময় টায়ার ঠাণ্ডা থাকে, কম ফাটে আর আগের টায়ার টেকেও অনেক দিন। এছাড়াও, গুডইয়ারের নিজস্ব থ্রি-টি কর্ডের দৌলতে টায়ার হয়েছে বিশেষ মজবুত (ওজনের হিসাবে ইস্পাতের চেয়েও মজবুত বেশী)। এর ফলে, টায়ার অনেক বেশী বার রিট্রেড করা যাবে।

আপনার ট্রাক থেকে আরও বেশী লাভ করুন,—কাঁচা ও পাকা উভয় সড়কে চলার জন্য—হাই মাইলার এস এণ্ড জি লাগিয়ে নিন।

GOODYEAR গুডইয়ার বিশ্বের সবচেয়ে বড় টায়ার কোম্পানী

(ASP/GY-8)

এই শিশুটি যদি আপনার সন্তান হত..?

কয়েকটি দায়িত্বজ্ঞানহীন লোক বেপরোয়া ভাবে হিংসাবৃত্তি চালিয়ে যাবার ফলে এই শিশুটি তার ঘর, তার স্নেহের আশ্রয়—সব কিছু হারিয়েছে।

সাম্প্রদায়িকতা, আঞ্চলিক গোঁড়ামী, রাজনৈতিক মতভেদ . . . এসব হল দুষ্কৃতকারীদের হাতিয়ার। আর তার পরিণামে কত নিরপরাধ প্রাণ অপচয় হচ্ছে—কত সংসার হয়ে যাচ্ছে শ্মশান।

এক দেশ, এক জাতি। এ তো আমাদের নিজেরই। আমাদের ঐতিহ্য এক, ভবিষ্যৎ অভিন্ন। কতকগুলি দুর্বৃত্তকে সব কিছু ভেঙে-চুরে তছনছ করতে দেবেন না। সব মানুষ সমান।

আপনি কি কি করতে পারেন

গড়ে তুলুন — পাড়ায় পাড়ায় প্রতিরোধ সমিতি।

বন্ধ করুন — মিথ্যা ও হানিকর গুজব।

পরিচয় করুন — পাড়া পড়শী সকলের সঙ্গে।

আপনার সন্তানকে শেখান — সব মানুষ সমান।

হিংসা দমনে এগিয়ে আসুন

davp 70/541

বন্দে মাতরম্
আনন্দবাজার পত্রিকা
শুক্রবার, ৮ মাঘ, ১৩৭৭

দিনের বাণী

মার পাদপদ্মে ফুল দিয়ে যখন সব ত্যাগ করতে লাগলাম, তখন বলতে লাগলাম, 'মা! এই লও তোমার শুচি, এই লও তোমার অশুচি; এই লও তোমার ধর্ম, এই লও তোমার অধর্ম; এই লও তোমার পাপ, এই লও তোমার পুণ্য; এই লও তোমার ভাল, এই লও তোমার মন্দ;—আমায় শুদ্ধা ভক্তি দাও।'

—শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস

বলদের বদলে

সেই "ভোট ফর, ভোট ফর" চিৎকার, সেই রঙ-বেরঙের পোস্টারে আর লেখালিখিতে দেওয়ালের পর দেওয়াল ছয়লাপ, তবু এবারের নির্বাচনে বারে বারেই মনে হইবে, কী যেন নাই, পরিচিত এবং অভ্যস্ত প্রতীকগুলির একটিকে এবার যেন দেখা গেল না।

থাকিবে না কোন্‌টি?—পার্টি? বালাই ষাট, শত্রুর মুখে ছাই দিয়া পার্টি এখন বত্রিশটি, না পঁয়ত্রিশটি। জোটও হয়তো-বা দাঁড়াইয়া যাইবে দুই-দশটা চার। ইহার মধ্যে কংগ্রেসও অবশ্যই আছে—ছিল এক, এখন দুই! থাকিবে না শুধু তাহার পরিচিত সেই প্রতীক। নির্বাচনী কমিশনার এক তরফের অনুকূলে গত ... তারিখ যে ডিক্রি দিয়াছিলেন, সুপ্রিম কোর্ট স্টে না দিলেন উল্টাইয়া, না রাখিলেন বহাল, কেবল নির্দেশ দিলেন রায়টা আপাতত শিকায় তুলিয়া রাখিতে হইবে।

এ দিকে যে-হেতু একেবারে শিরে সংক্রান্তি, নির্বাচনী প্রচার-লড়াইয়ের পহেলা রাউন্ড কবেই শুরু হইয়া গিয়াছে, অতএব এবারের মতো জোড়া বলদ গোহালেই রহিল। অনেক রেসে যেমন কোনও কোনও ঘোড়া আস্তাবলেই বাঁধা থাকে দৌড়ায় না, বলীবর্দযুগলও তেমনই এবারের নির্বাচনী দৌড়ে বাহির হইবে না। সব-কিছু থাকিয়াও শূন্যতা সৃষ্টি হইতেছে সেইখানে—স্বাধীন ভারতে এতবার ভোটরঙ্গের মধ্যে এই প্রথমবার।

অথচ দিন কয়েক আগে অবধি চিত্রটা আলাদা ছিল। ছোট্ট একটা মালিকানা বিবাদের নিষ্পত্তি করিতে সেনবর্মা সাহেব ভরিয়া ফেলিয়াছিলেন কিস্তার পর কিস্তা—শোনা যায় চার শতাধিক পৃষ্ঠা। এই কাগজের অনটনের বাজারে অতখানি খরচ—কিন্তু হায়, এবারের দরকারে কাজে লাগিল না। রায়ের পর আহ্লাদে আটখানা হইয়া নব-কংগ্রেস নাকি প্রচার পোস্টারে জোড়ায় জোড়ায় বলদ ছাপিয়া ছাড়িয়া দিয়াছিলেন। সেগুলিকে এখন কি আবার ফের ডাকিয়া গোহালে পুরিয়া দেওয়া হইবে? প্রশাসককুল আর প্রশাসক দল দেখা যাইতেছে দেশের উচ্চতম বিচারাধিকরণের সিদ্ধান্তে ইদানীং কেবলই নাজেহাল। গুরুত্বপূর্ণ রায় বা নির্দেশের অনেকগুলিই তাঁহাদের অনুকূলে নয়।

বলা বাহুল্য, বিকল্প প্রতীকের জন্য এইবার খোঁজাখুঁজি পড়িয়া যাইবে। খুঁজিতে হইবে দুই শরিকের উভয়কেই। কে পাইবেন কোন্‌টা—চরকা, না শিশুক্রোড়ে মাতা, অথবা ধানের গুচ্ছ হাতে লইয়া চাষী? তৃতীয়টা কিন্তু হাতুড়ি না হউক কাস্তের বড় কাছাকাছি হইয়া যাইবে। যদি শালীনতার লেশমাত্র এখনও অবশিষ্ট থাকে, তবে ইঁহারা বরং দয়া করিয়া চরকাকে বাদ দিন। সেকালের কত স্মৃতি আর প্রতীকই তো একালে নানাভাবে লাঞ্ছিত হইয়াছে, প্রাক্-স্বাধীনতা যুগের পুণ্যস্মৃতি বেচারা চরকাকেও আবার ধুলায় টানিয়া নামানো কেন?

জোড়া বলদের শোক আরও নানাভাবেই তো ভোলা যায়। বলদ গিয়াছে, যাক! তাহার বদলে সুদ্ধ জোয়ালটাকে আঁকড়াইয়া থাকিলে ক্ষতি কী! শিং, লেজ, ইত্যাদি প্রতীকের প্রতীক আরও অনেক কিছু বাছিয়া লওয়া যাইতে পারে। কিংবা প্রতীকের মূল কথা যদি চাষ হয়, তবে ট্রাক্টরেই বা দোষ কী! সেটা তো আরও যুগোপযোগী। বস্তুত আগে যাহাই হউক, শেষের দিকে জোড়া বলদ কংগ্রেসের "অ্যাসেট" বলিতে যাহা বোঝায়, তাহা ছিল কি না সন্দেহ—অন্তত শহর-অঞ্চলে তো নয়ই।

আদি-কংগ্রেসের আপাত-লাভ এইটুকু দেখা যায়, তাঁহারাও যে কৌলিক এবং মৌলিক বিচারে "আগ মার্কা" কংগ্রেসই, তাহা লইয়া দেশের সর্বত্র আর ভুল-বোঝাবুঝির অবকাশ রহিল না। প্রতিপক্ষ অন্তত এই ব্যাপারে তাহাদের চেয়ে বাড়তি সুবিধা পাইবে না। সরকারী বশংবদ অমন যে আকাশবাণী, সেও তাহার বয়ান পাল্টাইয়া লইয়াছে। সাত-তাড়াতাড়ি আকাশবাণী আদি-কংগ্রেসের কংগ্রেস পদবীটা ঘুচাইয়া দিয়াছিল কেন সে এক রহস্য। "ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস" এই নামটা যাহার হেফাজতেই থাকুক, কংগ্রেস শব্দটিতে তো কাহারও পেটেন্ট লওয়া নাই! কংগ্রেস তো মার্কিন জন-প্রতিনিধিমণ্ডলীকেও বলে। সেই নামটাও রদ করার জন্য আকাশবাণী অথবা তাহার প্রভুরা একটা আর্জি রুজু করিয়া দিবেন নাকি!

সি-পি-আই, সি-পি-এম এই দুই দলের মধ্যে বরং নামধাম, প্রতীক, ঝাণ্ডা প্রভৃতির ভাগ-বাঁটোয়ারা ইহার চেয়ে ঢের বেশী নির্ঝঞ্ঝাটে হইয়া গিয়াছিল। কে আসল, কে নকল, কে আদি কে অনাদি—এই সব ব্যাপারের ফয়সালা কি প্রতীকের মালিকানা দিয়া হয়! তেজের দাবি প্রতিষ্ঠিত করিতে হয় তেজে, জনতার জয়ধ্বনিতে একটা দল আপনা হইতেই বড় হইয়া ওঠে। সেই তেজের চ্যালেঞ্জ, ফলের দ্বারা পরিচয়-প্রমাণের আহ্বান দুই দলেরই সম্মুখে। এক হইতে ইঁহারা যদি না-ও পারেন, খামোকা লোক-হাসানোর পালায় তবে ইস্তফা দিন। যেন না ভাবেন যে বলদ যাওয়ার, তাই গিয়াছে, কিন্তু এবারের ভোটাভুটিতে গুঁতা তাড়া করার ভয় বিলক্ষণ আছে।

হলদিয়ায় কাজ

হলদিয়ায় বন্দর স্থাপনের কাজ শেষ করিতে আরও ছয় মাস সময় বেশী লাগিবে বলিয়া জানা গিয়াছে। তৈল-শোধনাগার স্থাপনের কাজ ঢিমে-তেতালায় চলিতেছে, শোধনাগারটি চালু করিতে কতদিন দেরি হইবে তাহা অবশ্য জানা যায় নাই। অথচ বন্দর ও শোধনাগার চালু হওয়ার সঙ্গে প্রস্তাবিত হলদিয়া উপনগরীতে নূতন কর্মসংস্থানের সুযোগ নির্ভর করিতেছে। কলিকাতা বন্দরের স্বার্থেই হলদিয়ায় একটি শাখা-বন্দর স্থাপনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। হলদিয়া বন্দর চালু হইলে অনেক বড় আকারের জাহাজ কলিকাতা বন্দরে ভিড়িতে পারিবে। বন্দরটি চালু হইলেই প্রস্তাবিত উপনগরীতে একটি নূতন ব্যবসা-বাণিজ্যের কেন্দ্র এবং পেট্রো-কেমিক্যাল শিল্পের সঙ্গে আরও অনেক ছোটখাট শিল্প গড়িয়া উঠিবে। তৈল-শোধনাগারের সঙ্গে সার-কারখানা স্থাপনেরও পরিকল্পনা ছিল। কিন্তু যন্ত্রপাতি সরবরাহের জন্য যে-বিদেশী প্রতিষ্ঠানের সহিত চুক্তি হইয়াছিল, তাহারা নির্দিষ্ট সময় অনুসারে যন্ত্রপাতি দিতে পারিবে না বলিয়া জানাইয়াছে। কেন্দ্রীয় তৈল-দপ্তরের হাতে বর্তমানে নূতন কোন শোধনাগার নির্মাণের ভার নাই। তাহা সত্ত্বেও, তৈল-শোধনাগারটি তাড়াতাড়ি চালু করার ব্যাপারেও কোন তৎপরতা দেখা যাইতেছে না।

কয়েকটি সংস্থা নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে সরঞ্জাম ও যন্ত্রপাতি সরবরাহ না করায় এই বৎসরের শেষে হলদিয়া বন্দর চালু হইতে পারিতেছে না। পরের বৎসরের জুন মাসে বন্দরের কাজ শেষ হইবে বলিয়া জানানো হইয়াছে। কারখানা বন্ধ হইয়া যাওয়ায় যে-প্রতিষ্ঠান যন্ত্রপাতি সরবরাহ করিতে পারে নাই, কাঁচামালের অভাবেই ওই কারখানাটি বন্ধ হওয়ার কারণ কি না তাহাও জানা যায় নাই। যন্ত্রপাতির সরবরাহের ব্যাপারে ভাগ্যের উপর নির্ভর না করিয়া বন্দর-কর্তৃপক্ষেরও এ ব্যাপারে উদ্যোগী হওয়া প্রয়োজন। বন্দরের কাজ শেষ হইলে হলদিয়াতে ছোট ও মাঝারি শিল্প গড়িয়া উঠিবে বলিয়া যে আশা করা হইয়াছিল, বর্তমানে তাহাও ভুল প্রমাণিত হইতে চলিয়াছে। কারণ বন্দর-কর্তৃপক্ষ ছোট ও মাঝারি শিল্পের জন্য এখনও পর্যন্ত কোন জমি বরাদ্দ করিতে রাজী হন নাই। বন্দর-কর্তৃপক্ষের গড়িমসির জন্য তৈল-শোধনাগারের জমি পাইতেও অনেক দেরি হইয়াছিল। পশ্চিমবঙ্গ সরকার হলদিয়াতে নূতন নূতন শিল্প স্থাপন দেখিতে চাহেন। কিন্তু কলকারখানা ও উপনগরী স্থাপনের জন্য জমি-বরাদ্দের ভার রাজ্য সরকার নিজের হাতে রাখেন নাই। হলদিয়া-এলাকায় জমির দখল লইয়া রাজ্য সরকার বন্দরের জন্য নির্দিষ্ট পরিমাণ জমির বদলে সমগ্র এলাকার ভার বন্দর-কর্তৃপক্ষের হাতে তুলিয়া দেন। ফলে হলদিয়াতে নূতন কর্মসংস্থান কী পরিমাণে বাড়িবে, তাহা অনেকটা বন্দর-কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্তের উপর নির্ভর করিতেছে। এক বৎসরের মধ্যেই কলিকাতা বন্দরের চেয়ারম্যান দুইবার বদল হইয়াছেন। কিন্তু উপনগরীতে ছোট ও মাঝারি শিল্প স্থাপনের অসুবিধাগুলি দূর করিতে কেহই উদ্যোগী হন নাই।

কোন প্রকল্পের কাজ শেষ করিতে বিলম্বের অর্থই হইতেছে, কর্মসংস্থানের সুযোগ বিলম্বিত হওয়া। কেবল হলদিয়া নয়, ফরাক্কা-প্রকল্পেও ওই একই ব্যাপার দেখা গিয়াছে। কেন্দ্রীয় সেচমন্ত্রী ডঃ রাওয়ের সঙ্গে প্রকল্পের ইঞ্জিনীয়ারদের বিরোধ ছাড়া কাজের শেষে কর্মীদের বিকল্প ব্যবস্থার দাবিতে 'গো-স্লো' করায় বাঁধ নির্মাণের কর্মসূচী বিলম্বিত করিয়াছে। বাঁধ বা রেল সড়কের কাজ যে-হারে অগ্রসর হইতেছে, ফীডার-ক্যানেলের কাজ সেই হারেও অগ্রসর হইতেছে না। পশ্চিমবঙ্গে যে-সময়ে কয়েক হাজার বেকার ইঞ্জিনীয়ার ও ডিপ্লোমাধারী ইঞ্জিনীয়ার কাজ পাইতেছেন না, সেই সময় ঠিকাদারের ভরসায় না থাকিয়া ওই সব বেকার ইঞ্জিনীয়ারকে ফীডার-ক্যানেলের কাজে লাগানো উচিত। হলদিয়াতেও বন্দরের কাজ শেষ হইতে দেরি হইবে বলিয়া উপনগরী স্থাপনের কাজে দেরি করা আদৌ সঙ্গত নয়। বেকারে পূর্ণ পশ্চিমবঙ্গে কর্মসংস্থান ব্যবস্থা সম্প্রসারণের প্রতিটি সুযোগই গ্রহণ করা দরকার।

বার্ধক্য

একাল শোনা গিয়াছে—"জেনারেশন গ্যাপ": বৃদ্ধের সঙ্গে তরুণের, পিতার সঙ্গে পুত্রের মত-পার্থক্যের কথা। এখন শোনা যাইতেছে দুই পুরুষে ব্যবধান শুধু চেহারা, পোশাক-আসাক আর দৃষ্টিভঙ্গীতে নয়, প্রাত্যহিক জীবনযাত্রায়ও। বৃদ্ধেরা সুবিধাভোগী, বার্ধক্য এক ধরনের কায়েমী স্বার্থ—এসব তরুণের মনগড়া অভিযোগ মাত্র। আমেরিকার সংবাদ—ওই সচ্ছল সুখী দেশে বয়স যাহাদের পঁয়ষট্টির ঊর্ধ্বে তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই দুঃখী। ব্যাপারটা অবশ্যই আনুপাতিক। দুঃখী তাঁহারা স্বদেশের যুবকদের তুলনায়, অন্য দেশের বৃদ্ধদের সঙ্গে ভাগ্যের মাপে নয়। তাঁহাদের থাকিবার জায়গা কম, কম আনন্দে বাঁচিয়া থাকিবার সামর্থ্যও। কারণ, দেশে দর বাড়িতেছে, চিকিৎসার খরচ বাড়িতেছে, কর বাড়িতেছে। অথচ পেনসন কম। সবচেয়ে বড় কথা—দেশে বৃদ্ধের সংখ্যা বর্ধমান। কিছুকাল আগে ব্রিটেন হইতেও এই ধরনের একটি খবর ভাসিয়া আসিয়াছিল। সরকারী খয়রাতিতে দিন চলে না, শীতে বৃদ্ধেরা দুর্দশাগ্রস্ত। হাসপাতালে তাঁহারা চট করিয়া ঠাঁই পান না। সেখানকার শয্যা আগে তরুণদের জন্য, তারপর বৃদ্ধের।

স্বভাবতই ইউরোপ-আমেরিকায় আজ দীর্ঘশ্বাস। সেই "গুড ওল্ড ডেজ", যখন পুত্র পুরু আপন যৌবনের বিনিময়ে পিতা যযাতির জরা গ্রহণ করিতেন, বৃদ্ধ নরপতি ডেভিডের শীতল অঙ্গে তাপসঞ্চারের জন্য নগ্ন তরুণীদল নিযুক্ত হইতেন, সেই পুরানো দিন আজ যেন স্বপ্ন। বয়সের তখন অন্য সম্মান। সম্মান—বয়স নিজেই। সুতরাং, তাহা আদায় করার জন্য কাহারও বার্ট্রান্ড রাসেল কিংবা জেনারেল দ্য গল হইতে হইত না, পক্ককেশ, আর কুঞ্চিত ত্বকের সামনে তরুণের মাথা আপনি হেঁট হইত। সেকালে বৃদ্ধের বচন গ্রাহ্য, অন্তত প্রকাশ্যে কেহ তাহা অমান্য করিত না। বার্ধক্য দ্বিতীয় শৈশবের মতো। সুতরাং, শ্রদ্ধা এবং মমতার চিহ্ন হিসাবে বৃদ্ধের জন্য অন্য নিয়ম। ইংরাজী প্রবাদে আছে—বৃদ্ধ এবং পর্যটকেরা "আপন অধিকার বলেই" মিথ্যা বলিবার অধিকারী। আজ পরম সত্য বলিলেও প্রবণতা নাকি সন্দেহের দৃষ্টিতে তাকানো! অবশ্য এটা ঠিক, বৃদ্ধ মাত্রই আজ কোনও দেশে নিন্দা বা অবহেলার পাত্র নহেন। আরব্য উপন্যাসের সমুদ্রের সেই বৃদ্ধের মতো এখনও কিন্তু বৃদ্ধ তরুণ সিন্ধবাদের ঘাড়ে চড়িয়া আছেন। এবং সিন্ধবাদেরা সানন্দে তাঁহাদের বহন করে। মার্কো-পোলো-কথিত মধ্য-এশিয়ার পর্বত-নিবাসী সেই মহাবৃদ্ধের মতো বৃদ্ধও আছেন যাঁহাদের নির্দেশে তরুণ প্রাণ নিজেদের উৎসর্গ করিতে রাজী। গণ্যমান্য বিশিষ্ট বৃদ্ধেরা নহেন, উপলক্ষ এখানে সাধারণ আটপৌরে বৃদ্ধ এবং বৃদ্ধার দল, যাঁহারা সাধারণ সন্তানের সাধারণ পিতা-মাতা অথবা পিতামহ-পিতামহী। যাঁহারা বড়দিনে আপন পুত্র অথবা পৌত্রের নিকট হইতে একখানা রঙিন কার্ড পাইলে মনে করেন—বাপের ভাগ্যি।

এ তো সকলেই জানেন, জীবমাত্রেরই বার্ধক্য নিয়তি। মৃত্যু আগাইয়া আসিয়া যাহাদের কাড়িয়া লইয়া যায় তাহাদের কথা ভিন্ন। অন্যথায় জরার আগে মানুষ ধীরে ধীরে জরার দিকেই আগাইয়া যায়। সবুজ পাতা হলুদ হয়, তাহার পর এক সময় ঝরিয়া পড়ে। আজিকার তরুণ জানেন না, কিন্তু আজিকার বৃদ্ধেরা প্রায় প্রত্যেকে জানেন, তারুণ্য ভ্রান্তিতে পূর্ণ, যৌবন কাটিয়াছে সংগ্রামে, বার্ধক্যে অতএব অনুতাপ। সানন্দে এই নিয়তিকে যাঁহারা মানিয়া লইতে পারেন তাঁহারা অবশ্যই অনুতাপে দগ্ধ হন না। কিন্তু তাহার জন্যও কিছু শর্ত থাকে। কেননা, মানুষ জীবমাত্র। তাহার বাঁচিয়া থাকাটা বার্ধক্যেও লড়াই। চিরযৌবন, কায়কল্প—বোধ হয় এই যুদ্ধের মীমাংসা নয়। হাজার বৎসর যৌবনভোগের পর যযাতির ঘোষণা—কামাবস্তুর উপভোগে কামের উপশম হয় না। দীর্ঘ হইতে দীর্ঘতর জীবনভোগের বাসনাও সম্ভবত কাম। রবীন্দ্রনাথের "ইচ্ছাপূরণ" গল্পের পাঠক জানেন—বার্ধক্যে কৈশোর অথবা কৈশোরে বার্ধক্য দুই-ই সমান বিড়ম্বনা। সুতরাং, শান্তি এবং সান্ত্বনা সবই এই জীবনের পরিধিতেই খোঁজা ভাল। বার্ধক্যের বিস্তার, যাহাকে কোনও কোনও চিকিৎসক বলেন—দীর্ঘায়িত জীবন নয়, দীর্ঘায়িত মৃত্যু,—তাহা বোধ হয় খুব কম মানুষই প্রার্থনা করেন। সাধারণ মানুষের প্রার্থনা—শান্তিপূর্ণ আনন্দময় শেষ জীবন। সেটা কি কোনও সরকার দিতে সমর্থ? অবসরের বয়স বাড়াইলে, কিংবা সরকারী খয়রাতির বিধান রাখিলেই সমস্যার ষোল আনা মীমাংসা? বৃদ্ধদের জন্য নির্দিষ্ট হোম বা পিঁজরাপোল কি আপন-ঘরের বিকল্প? প্রশ্নগুলি বোধ হয় এ দেশেও ভাবিবার মতো। কেননা—এদেশেও আয়ু বাড়িতেছে এবং যৌথ পরিবার নামক বার্ধক্যের বারাণসী ক্রমেই ভাঙনের মুখে।

ষৎকিঞ্চিৎ

সম্পাদক আছেন, সহ-সম্পাদক আছেন। তাহা ছাড়া সম্পাদকীয় বিভাগে আছেন আরও আট জন। একুনে এই খাতে খরচ বছরে পঞ্চাশ হাজার টাকা। তবু কাগজ ছাপা হয় না। কাগজ মানে দৈনিক বা সাপ্তাহিক নয়, পনেরো দিন অন্তর অন্তর কয়টি পাতা। নাম—মিউনিসিপ্যাল গেজেট। ১৯২৪ সনে প্রতিষ্ঠিত এবং কখনও কখনও কোন সম্পাদকের হাতের স্পর্শে অতি-বিখ্যাত এই কাগজটি ছিল আদিতে সাপ্তাহিক। পরিচালক কলিকাতা পৌরসভা। একালে সর্ব ব্যাপারেই তাহার গদাইলস্করী চাল, স্বভাবতই স্থির হইল সাপ্তাহিকের বদলে পাক্ষিক কাগজই ভাল,—নয়তো সময়ে কাগজ ছাপা বড়ই শক্ত ব্যাপার। গেজেট পাক্ষিক হইয়াছে ১৯৭০ সনে। তবু তাহার মুখ বড়-একটা দেখা যায় না। গত বছর চব্বিশটির জায়গায় ছাপা হইয়াছে মাত্র ছয়টি সংখ্যা। সেপ্টেম্বর

ভুতুড়ে কাগজ

হইতে এ পর্যন্ত নাকি একটিও দিনের আলো দেখে নাই। অথচ সম্পাদকীয় বিভাগ কিন্তু বহাল তবিয়তে। বলা যাইতে পারে, শুধু সম্পাদকীয় বিভাগ কাগজ ছাপিতে পারে না, তাহার জন্য ছাপাখানাও চাই। শত্রুর মুখে ছাই, পৌরসভার ছাপাখানাও আছে বইকী! সেখানে নাকি নয়জন কর্মী সুদ্ধ গেজেট ছাপার কাজ করেন। তবু কেন গেজেট নাই, অতঃপর এই প্রশ্নের উত্তর বোধ হয় একটাই, কাগজটির পরিচালক—কলিকাতা পৌরসভা। "ছাপাখানার ভূত" বলিয়া একটা কথার চল আছে, কলিকাতা পৌরসভা হাতে-কলমে দেখাইল—সম্পূর্ণ ভুতুড়ে কাগজও হইতে পারে। সম্পাদক, প্রকাশক, মুদ্রাকর সকলেই নিয়মিত কাজ করিবেন, কিন্তু কাগজ থাকিবে সম্পূর্ণ অদৃশ্য।

ভোটের প্রশ্ন, জোটের প্রশ্ন, সব ছাপিয়ে শান্তি-অশান্তির প্রশ্ন

রাজ্যে রাজনীতি

বরুণ সেনগুপ্ত

নির্বাচন নিয়ে দলগুলি ব্যস্ত, নির্বাচন নিয়ে নেতারা ব্যগ্র, নির্বাচন নিয়ে সরকার চিন্তিত, নির্বাচন নিয়ে আমরা খবরকাগজওয়ালারাও এখন টগবগিয়ে চলছি—কিন্তু আমার মনে হয় পশ্চিমবঙ্গের সাধারণ মানুষের কাছে আজ সবচেয়ে বড় প্রশ্ন নির্বাচন নয়। তাঁদের কাছে বোধ হয় সবচেয়ে বড় প্রশ্ন হল শান্তি ও শৃংখলা। তাঁরা বোধ হয় সবচেয়ে বেশী করে জানতে চান, এই খুনোখুনি থামবে কিনা, এই অরাজক অবস্থার অবসান ঘটবে কিনা, পশ্চিমবঙ্গে আবার একটু শান্তি ফিরে আসবে কিনা, এই প্রতিপদে প্রতিমুহূর্তে অনিশ্চয়তার ভয়াল অভিশাপ বাংলা দেশ কাটিয়ে উঠতে পারবে কিনা।

আমার ধারণা, আগামী নির্বাচনকেও পশ্চিম বাংলার সাধারণ মানুষ সেই দৃষ্টিতেই দেখছেন। নির্বাচনে কে জিতবেন, কোন্ দল ক্ষমতায় আসবেন, কার সরকার গঠিত হবে—এসব প্রশ্নের চেয়েও অনেক অনেক বেশী যে প্রশ্নটা শুনতে পাই সেটাও ওই শান্তি ও অশান্তির প্রশ্ন। সব কিছুর উপরে সাধারণ মানুষের মুখে একটিই জিজ্ঞাসা—নির্বাচনের পর কি পশ্চিমবঙ্গে শান্তি ফিরে আসবে? তেমন কোনও আশা কি করা যায়?

আমার মনে হয়, হারজিতের প্রশ্নটাও পশ্চিম বাংলার সাধারণ মানুষ সেইভাবেই দেখছেন। প্রায়ই শুনতে পাই, হ্যাঁ মশাই, ওরা জিতলে এই অরাজকতা দমন করতে পারবে? অথবা, ওরা যদি আবার আসে তাহলে কি এই খুনোখুনি আরও বাড়বে, তাহলে কি আরও বেশী মারামারি কাটাকাটি হবে?

জানি, পশ্চিমবঙ্গের বহু রাজনৈতিক নেতা বলবেন, তুমি বাপু জিনিসটাকে বড় বেশী বাড়িয়ে দেখছ; শান্তি ও শৃংখলা আজ পশ্চিমবঙ্গের মানুষের সামনে একটা প্রশ্ন বটে, কিন্তু তার চেয়ে বড় বড় প্রশ্ন নিয়েও তাঁরা চিন্তিত এবং ভাবিত। সি পি এমের বহু নেতা আমাকে বলেছেন, তাঁদের মতে এবারের নির্বাচনে রাজ্যের সাধারণ মানুষের সামনে সবচেয়ে বড় প্রশ্ন হল অর্জিত অধিকার রক্ষার প্রশ্ন, মেহনতী মানুষের গণতান্ত্রিক অধিকারকে বাঁচিয়ে রাখার প্রশ্ন এবং যুক্তফ্রন্ট ভাঙ্গার চক্রান্তকারী অজয় মুখার্জি ও তাঁর সহযোগীদের শায়েস্তা করার প্রশ্ন। আট পার্টির অনেক নেতার মুখে আবার শুনি, এবারের নির্বাচনে এখানকার সাধারণ মানুষের সামনে সবচেয়ে বড় প্রশ্ন হল, কী করে দাঙ্গাবাজ সি পি এম এবং প্রতিক্রিয়ার তল্পীবাহক দুই কংগ্রেসকেই পরাজিত করা যায়। আবার নব এবং বাংলা কংগ্রেসের নেতারা অনেকে বলেন: এবারের নির্বাচনে পশ্চিমবঙ্গের সাধারণ মানুষের সামনে প্রশ্ন হল কী করে রাজ্যে সি পি এমকে হারানো যায় এবং কেন্দ্রে ইন্দিরা গান্ধীর নেতৃত্বে প্রগতির জয়যাত্রাকে অব্যাহত রাখা যায়। আদি কংগ্রেসের নেতা মোরারজী দেশাই সেদিন বলছিলেন: পশ্চিমবঙ্গের সব লোক কিছুতেই বুঝতে পারছে না, দিল্লিতে সব ঠিক করতে না পারলে এ রাজ্যে শান্তি আনা সম্ভব নয়, বুঝতেই পারছে না যে, এ রাজ্যেরও প্রধান কর্তব্য যে-কোনও প্রকারে ইন্দিরা গান্ধীকে হটানো—কারণ ইন্দিরা গান্ধীকে না হটানো গেলে কোনও কমিউনিস্ট পার্টিকেই শায়েস্তা করা যাবে না।

আমার মত একজন সাধারণ মানুষের কিন্তু ধারণা, এ রাজ্যের অধিকাংশেরই মূল প্রশ্ন ভিন্ন। তাঁরা জানতে চান, পশ্চিমবঙ্গে শান্তি ফিরে আসবে কি না। যদিও কীভাবে অশান্তি, হাঙ্গামা ও অরাজকতাকে পরাজিত করা যেতে পারে সে সম্পর্কে সবাই একমত নন, যদিও কারা বা কে নির্বাচনে জিতলে হাঙ্গামা-হুজ্জুতি বন্ধ হতে পারে সে ব্যাপারে নানা জনের নানা চিন্তা এবং যদিও কোনও দল বা জোট নির্বাচনে জিতে সরকার গঠন করতে পারলেই হাঙ্গামা ও খুনোখুনি থামবে বলেই সকলে ভরসা করতে পারছেন না।

*

খুব সঙ্গত কারণেই পশ্চিমবঙ্গের মানুষ আজ শান্তি ও শৃংখলা নিয়ে এত বেশী চিন্তিত। কারণ, প্রতিদিন প্রতি মুহূর্তে, দৈনন্দিন জীবনের প্রতি পদে তাঁরা বুঝতে পেরেছেন শান্তি ও শৃংখলার মূল্য কত বেশী—অরাজকতা, হানাহানি, মারামারি কত বড় অভিশাপ। সবাই যে এখনও এইসবের প্রত্যক্ষ শিকার হয়েছেন তেমন নয়। কিন্তু সকলেই আজ আতংকিত, কারণ প্রতি মুহূর্তেই অনিশ্চয়তা এবং কেউ জানেন না কে কখন কীভাবে তার শিকার হবেন। যুক্তি নয়, তর্ক নয়—জীবনের বাস্তব অভিজ্ঞতার তাগিদেই তাঁরা আজ বুঝেছেন শান্তি ও শৃংখলার মূল্য কত বেশী।

হঠাৎ কখন কোথায় ঝাঁকে ঝাঁকে বোমা এসে পড়বে কেউ জানেন না, কার গলা কাটার জন্য কে কোথায় গোপনে প্রস্তুত হচ্ছে তাও একেবারেই অজানা। কোন্ স্কুলের উপর যে কবে অতর্কিত হামলা হবে তাও সম্পূর্ণ অজ্ঞাত। যে কোনও এলাকায় যানবাহন যে কোনও সময় বন্ধ হয়ে যেতে পারে, যে কোনও দলের ছেলেরা যে কোনও পাড়ায় হঠাৎ 'বন্ধ' ঘোষণা করতে পারেন এবং যে কোনও হামলাবাজ যে কোনও অপরাধ করে কর্তৃপক্ষকে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ প্রদর্শনপূর্বক অনায়াসে ঘুরেফিরে বেড়াতে পারে। এই যেখানে রাজ্যের অবস্থা সেখানে সাধারণ মানুষের প্রধান প্রশ্ন আইন ও শৃংখলা ছাড়া আর কীই-বা হতে পারে!

বলতে পারেন, বেকারীও বড় প্রশ্ন। নিশ্চয়ই তা একটা বড় প্রশ্ন। বলতে পারেন, প্রগতি মৌলিক প্রশ্ন। নিশ্চয়ই তা মৌলিক প্রশ্ন। বলতে পারেন, গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষা সবচেয়ে আশু প্রশ্ন। নিশ্চয়ই সেটা আশু প্রশ্ন। কিন্তু সব প্রশ্নের উপরেই কি জীবনের প্রশ্ন নয়? সব প্রশ্নের মূলেই কি মানুষের প্রাণের প্রশ্ন নয়? যাঁর কাছে মানুষের জীবনের মূল্য নেই তিনি কি সমাজের কল্যাণ করতে পারেন?

বেশ কয়েক বছর আগে, একবার রাশিয়া গিয়েছিলাম। তখন রুশ-চীন বিরোধ সবে শুরু হয়েছে। বিরোধের একটা বিষয়, শান্তি নিয়ে রাশিয়ার বাড়াবাড়ি। একদিন একটা বিমানবন্দরে বসে একজন তরুণ রুশ সাংবাদিকের সঙ্গে এই নিয়ে আলোচনা করছিলাম। আমি বললাম: দেখ, আমারও মনে হয় তোমরা শান্তি নিয়ে বাড়াবাড়ি করছ। আমেরিকা, ইংল্যান্ড প্রভৃতির সঙ্গে শান্তি নিয়ে বেশী মাথামাথি করছ। এদের সঙ্গে বড্ড বেশী রফা করছ। আমি যতটুকু মারকসবাদ পড়েছি তাতেও দেখছি এটা মারকসবাদসম্মত কাজ নয়।

রুশ সাংবাদিক জবাব দিলেন: দেখ, আমি তাত্ত্বিক বিতর্কে যেতে চাই না। কারণ, মূলত এ জিনিসটা আমাদের কাছে তাত্ত্বিক ব্যাপারই নয়। তুমি বলছ, এটা মারকসবাদসম্মত নয়। নাও হতে পারে। একজন সাধারণ রাশিয়ানের কাছে প্রশ্নটাই তা নয়। এটা তাঁদের জীবনের প্রশ্ন। জীবনের অভিজ্ঞতার প্রশ্ন। ধর, আমাদের পরিবারের কথা। আমার বাবা, কাকা, দুভাই, তিন ভগ্নীপতি, মামারা দুজন যুদ্ধে মারা গিয়েছেন। যুদ্ধের নাম শুনলে আমি, আমার মা, আমার বোনেরা শিউরে উঠব না? শান্তির জন্য আমরা আকুল আবেদন জানাব না? আমরা আবার যুদ্ধ চাইতে পারি? তাই, যুদ্ধ অনিবার্য, যুদ্ধ হবেই, যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হতেই হবে—একথা আর যিনিই বলতে পারুন বর্তমান কোনও রুশ-নেতার পক্ষে বলা সম্ভব নয়।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ রাশিয়ার ঘরে ঘরে যে কান্নার রোল তুলেছিল পশ্চিমবঙ্গের খুনোখুনি এখনও বাংলার ঘরে ঘরে সেই অবস্থার সৃষ্টি করেনি বটে; তবে ইতিমধ্যেই এ রাজ্যের সাধারণ মানুষ এই অরাজকতা, এই খুনোখুন, এই দাঙ্গাহাঙ্গামার আতংকে শিহরিত। তাই আজ যদি এখানে কোনও নেতা বলেন, খুনোখুনি অনিবার্য, দাঙ্গাহাঙ্গামা চলবেই এবং ও নিয়ে এত শংকিত বা বিচলিত হওয়ার কিছুই নেই—তাহলে সাধারণ মানুষ বোধ হয় তাকে স্বাভাবিক মানুষ বলে গ্রহণ করতে পারবেন না।

*

আমাদের দুর্ভাগ্য পশ্চিমবঙ্গে যাঁরা নেতা বলে পরিচিত তাঁরা সাধারণ মানুষের মনোভাব সঠিকভাবে বুঝতে পারছেন না। তাই, কেউ মানুষের প্রাণের বিনিময়েও ভোট সংগ্রহের জন্য এলাকা দখল করতে যাচ্ছেন, কেউ-বা হুংকার দিচ্ছেন খুনকা বদলা খুন, কেউ কেউ আবার শুধু সিট ভাগাভাগির কলহেই মত্ত, কেউ-বা গণতন্ত্র রক্ষা করতে ব্যস্ত!

বাংলা দেশের আশু সমস্যার কথা ভাবলে কি কেউ শুধু আসন নিয়ে, ভোট পাওয়ার জন্য বা গদি দখলের চিন্তায় মগ্ন থাকতে পারতেন?

নব নায়িকা

মাদ্রিদ, ২১ জানুয়ারি:—'আনসা' নামক একটি সংবাদ পরিবেশক সংস্থা জানিয়েছে যে, আমেরিকার পরলোকগত প্রেসিডেন্টের পত্নী শ্রীমতী জ্যাকোলিন ওনাসিস দুইখানি আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্রে নায়িকার ভূমিকা গ্রহণ করতে সম্মত হয়েছেন।

এই সংবাদে আরও প্রকাশ, এই দুইখানি ছবির কোনও ছবিতেই যৌন-আবেদন থাকবে না। শ্রীমতী ওনাসিস এই শর্ত আরোপ করেছেন যে, যদি তিনি চলচ্চিত্রের কোনও দৃশ্যকে "অতি কামাবেগপূর্ণ" বলে বিবেচনা করেন তাহলে তিনি ক্যামেরার সামনে দাঁড়াবেন না।

স্পেনেই এই দুইখানি ছবি তোলা হবে; তবে অন্যান্য দেশের চলচ্চিত্র সংস্থাও এই চলচ্চিত্র নির্মাণে সহায়তা করবে।

আপাতত আর কোনও বিস্তৃত বিবরণ জানা যায়নি। —ইউ এন আই

বিদ্রোহী পি এস পি দলে বিদ্রোহ

অভিযোগ, পালটা অভিযোগ

স্টাফ রিপোর্টার

পশ্চিমবঙ্গের 'বিদ্রোহী' প্রজা সমাজতন্ত্রী দলে 'বিদ্রোহ' দেখা দিয়েছে এবং ওই দলটি ভাঙনের মুখে এসে দাঁড়িয়েছে।

বৃহস্পতিবার কলকাতায় ওই দলের কার্যকরী সমিতি এক সভায় মিলিত হয়ে ঘোষণা করেছেন: তাঁরা আট পার্টি জোটে আছেন এবং থাকবেনও। প্রস্তাবে বলা হয়েছে, এই দলের কোন সদস্যকেই প্রস্তাবিত গণতান্ত্রিক ফ্রন্ট বা তথাকথিত সমাজবাদী সংহতি কমিটিতে যোগ দিতে কিংবা যোগদানের ব্যাপারে আলোচনা করার অনুমতি দেওয়া হয়নি।

অন্যদিকে বিদ্রোহী পি এস পি'র কার্যকরী সমিতির ৫ জন সদস্য এদিন একটি বিবৃতি দিয়ে বলেছেন, তাঁরা দলের ওই প্রস্তাব মানতে বাধ্য নন। এবং কোনমতেই তাঁরা শ্রীঅজয়কুমার মুখোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে প্রস্তাবিত ফ্রন্ট ও সমাজবাদী সংহতি ত্যাগ করবেন না। বিক্ষুব্ধ পি এস পি'র কার্যকরী সমিতির সদস্য সংখ্যা ২১। ওই পাঁচজন সদস্য এদিনের বৈঠকে যোগ দেননি। এঁরা হচ্ছেন সর্বশ্রী সুধীর দাশ, ভজন দাশগুপ্ত, গোবিন্দ মাঝি, অমলেন্দু রায় এবং অরুণ মিত্র।

ওই পাঁচজন নেতার পক্ষে শ্রীঅরুণ মিত্র এক বিবৃতিতে জানান, তাঁদের অনুপস্থিতিতে ওই প্রস্তাব পাশ করার জন্য তাঁরা প্রতিবাদ জানাচ্ছেন। শ্রীমিত্র বলেন, কথা ছিল বৃহস্পতিবার দলের কার্যকরী সমিতির বৈঠক হবে না। পরলোকগত সমাজতন্ত্রী নেতা নাথ পাই-এর স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শনের জন্য এদিনের সভা স্থগিত থাকবে। দলের পক্ষ থেকে সক্রিয় সদস্য শ্রীযতীন ঘোষের মাধ্যমে সভা স্থগিত রাখার ওই প্রস্তাব দেওয়া হয়েছিল এবং তাঁদের সেই মর্মে একটি স্বাক্ষরও করিয়ে নেওয়া হয়েছিল।

পক্ষান্তরে বিদ্রোহী পি এস পি'র যুগ্ম সম্পাদক শ্রীঅশোক দাশগুপ্ত আমাদের জানান, এদিন শ্রীনাথ পাইয়ের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শনের জন্য কার্যকরী সমিতির বৈঠক স্থগিত রাখার কোন কথা ছিল না। যাঁরা একথা বলছেন তাঁরা অসত্য বলছেন। কোন একজন সদস্য ওইরূপ স্থগিত রাখার একটি প্রস্তাব করে চিঠি পাঠিয়েছিলেন, কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে, বৈঠক স্থগিত রাখা হয়েছে। বৈঠকের শুরুতে শ্রীপাই-এর স্মৃতিতে দুই মিনিট নীরবতা পালন করা হয়।

বিদ্রোহী পি এস পি'র কার্যকরী সমিতির এদিনের বৈঠকে সভাপতিত্ব করেন শ্রীবিদ্যুৎ বসু। বৈঠকে অন্যান্যদের মধ্যে কাঁথির শ্রীবলাইদাস মহাপাত্র এবং শ্রীরাধারমণ অধিকারী উপস্থিত ছিলেন।

বৈঠকে গৃহীত একটি প্রস্তাবে পশ্চিমবঙ্গের সমস্ত সমাজতন্ত্রী পার্টিকে, বিশেষ করে সরকারী প্রজা সমাজতন্ত্রী দলকে সি পি এম ও কংগ্রেসকে পরাজিত করার জন্য আট পার্টি জোটে যোগ দিতে অনুরোধ জানানো হয়।

কালিদহ উন্নয়নে

পশ্চিমবঙ্গকে ১০ লাখ টাকা ঋণ মঞ্জুর

বিশেষ সংবাদদাতা

নয়াদিল্লি, ২১ জানুয়ারি—কলকাতার কাছে কালিদহের উন্নয়ন কাজে কেন্দ্রীয় গৃহনির্মাণ ও শহর উন্নয়ন সংক্রান্ত অর্থ করপোরেশন বর্তমান আর্থিক বছরে পশ্চিমবঙ্গ সরকারকে ১০ লক্ষ টাকা ঋণ দিতে সম্মত হয়েছেন। ওখানে ৩০৫টি প্লট উন্নয়নের একটি প্রকল্পও হাতে নেওয়া হয়েছে। এই প্রকল্পে মোট ৪৪ লক্ষ ১৫ হাজার টাকা বিনিয়োগ করা হবে বলে আশা করা যাচ্ছে।

পুলিশ অফিসার বরখাস্তের আদেশ খারিজ

নয়াদিল্লি, ২১ জানুয়ারি—দিল্লি পুলিশের সাব-ইনসপেকটর শ্রীসরদারি লালকে চাকুরি থেকে বরখাস্ত করে ভারত সরকার যে আদেশ দিয়েছিলেন, সুপ্রিম কোরট তা আজ খারিজ করে দিয়েছেন।

১৯৬৭ সালে এপ্রিলে দিল্লি পুলিশ ধর্মঘটে নেতৃত্ব করার অভিযোগে ওই অফিসারের প্রতি বরখাস্তের আদেশ জারি হয়।

এর বিরুদ্ধে শ্রীসরদারি লাল দিল্লি হাইকোরটে একটি রিট আবেদন করলে হাইকোরট বরখাস্ত আদেশ সমর্থন করেন। সুপ্রিম কোরট হাইকোরটের আদেশও খারিজ করে দেন। —পি টি আই

মাদরাজ হাইকোরটে

ইন্দিরা গান্ধী ও করুণানিধির বিরুদ্ধে আবেদন খারিজ

মাদরাজ, ২১ জানুয়ারি—লোকসভা ও তামিলনাড়ু বিধানসভা ভেঙে দেওয়ার পর কেন্দ্রে শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর প্রধানমন্ত্রী থাকা এবং তামিলনাড়ুতে শ্রী এম করুণানিধির মুখ্যমন্ত্রী থাকার যৌক্তিকতা চ্যালেনজ করে মাদরাজ হাইকোরটে যে আবেদন পেশ করা হয়, মাদরাজ হাইকোরটের ফুল বেনচ আজ তা অগ্রাহ্য করেছেন। —ইউ এন আই

সবচেয়ে জনপ্রিয় অভিনেতা, অভিনেত্রী

হলিউড, ২১ জানুয়ারি—হলিউড ফরেন প্রেস অ্যাসোসিয়েশন আয়োজিত এক সমীক্ষায় জানা গিয়েছে, ১৯৭০ সনের সব চেয়ে জনপ্রিয় অভিনেত্রী ও অভিনেতা যথাক্রমে বারবারা স্ট্রেস্যানড ও ক্লিনট ইসটউড। সমীক্ষা পরিচালনা করেন রয়টার সংবাদ-সংস্থা। এই সমীক্ষায় ৪৪টি দেশের সিনেমা-দর্শকদের মতামত নেওয়া হয়েছিল।

১৯৬৮ সনে প্রথম এই সমীক্ষার ব্যবস্থা করা হয়। শ্রীমতী বারবারা স্ট্রেস্যানড ('হ্যালো ডলি', 'ফানি গার্ল'-খ্যাত) এবার নিয়ে পর পর দুবার জনপ্রিয়তম অভিনেত্রী রূপে চিহ্নিত হলেন। —রয়টার

সম্পাদক সমীপেষু

[পত্র প্রেরকদের নিজস্ব বক্তব্য। মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নন।]

নির্বাচন ও সরকারী কর্মচারী

পশ্চিমবঙ্গের আসন্ন নির্বাচন সম্পর্কে ভারপ্রাপ্ত অফিসার শ্রীরাঘবন মহাশয়ের বিবৃতি দেখে সাধারণ মানুষ এবং সরকারী কর্মচারীরা বিভ্রান্ত। পশ্চিমবঙ্গের সরকারী কর্মচারীদের মধ্যে শতকরা ৮০ (আশী) জনকে আগামী আসন্ন নির্বাচন কার্যে গ্রহণ করবার ব্যবস্থা হচ্ছে।

শ্রীরাঘবন কি জানেন না পশ্চিমবঙ্গের সরকারী কর্মচারীদের শতকরা ৬০ (ষাট) জন কোনো না কোনো বিশেষ রাজনৈতিক দলের সক্রিয় সদস্য? এবং বিশেষ রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গীর গোঁড়া সমর্থক? রাজনৈতিক দলের সক্রিয় সদস্যের দ্বারা কিরূপে অবাধ নিরপেক্ষ ও সুষ্ঠুভাবে নির্বাচন সম্পন্ন হবে? বাকী ৪০ (চল্লিশ) ভাগ সরকারী কর্মচারী বিশেষ কোন রাজনৈতিক দলের না হলেও বর্তমান অনিশ্চিত অবস্থায় নির্বাচনের দায়িত্ব নিতে অবশ্যই অক্ষম।

এই অনিশ্চিত পরিস্থিতিতে সরকারী কর্মচারী দ্বারা নির্বাচন পরিচালনার ব্যবস্থা হলে নির্বাচন বানচাল হতে বাধ্য। সৎ নিরপেক্ষ সরকারী কর্মচারীদের সরকার কোন সময়েই রক্ষা করতে পারে না। এই ভয়াবহ অবস্থাতেও রক্ষা করতে সক্ষম হবেন কি? তাছাড়া, প্রত্যেক কর্মচারীর মতামত না নিয়ে কাউকেই যেন পোলিং বা প্রিসাইডিং অফিসার নিযুক্ত করা না হয়।

বর্তমান পরিস্থিতিতে একান্তই যদি নির্বাচন পরিচালনা করতেই হয়, তা হলে সরকার বা নির্বাচন কমিশনের উচিত প্রত্যেক নির্বাচন কেন্দ্র থেকেই স্থানীয় ব্যক্তিদের মধ্য থেকে পোলিং ও প্রিসাইডিং অফিসার নিযুক্ত করা। বিভিন্ন নির্বাচন কেন্দ্রে নির্বাচন পরিচালনা করবার জন্য স্থানীয় ব্যক্তিদের অগ্রাধিকার দিতে হবে। প্রত্যেক নির্বাচন কেন্দ্রেই বহু শিক্ষিত বেকার ব্যক্তি পাওয়া যাবে। —মহাদেব মণ্ডল, হুগলী।

চুঙ্গিপ্রথা—শুরুতেই

সংবাদে প্রকাশ, চুঙ্গি প্রবর্তনের পর থেকে ৩৭ দিনে ৮০ লক্ষ টাকা কর আদায় হয়েছে। কর্তৃপক্ষ অনুমান করেছিলেন ক্রমাগত আরও আয় বাড়বে। শুরু না হতেই এই সর্ষের মধ্যে ভূত দেখা যাচ্ছে। সংবাদে প্রকাশ, হুগলীতে দুর্নীতির দায়ে দুজন গ্রেফতার হয়েছেন—একটি ঘটনায় ১,৯৯০ টাকা প্রতারণা করা হয়েছে। যতদূর মনে পড়ে, আরও একটি দুর্নীতির খবর বেরিয়েছিল বসিরহাট থেকে।

চুঙ্গি প্রবর্তনের সূচনায়—ঐ বিভাগে প্রচুর লোক নিয়োগ হতে পারে এই আশা নিয়ে কয়েক সহস্র বেকার দরখাস্ত করেছিলেন। একটি খবরে পড়েছিলাম, সরকারী দফতরে যারা "সারপ্লাস" তাদেরই নিয়োগ করা হবে ঐ বিভাগে। নতুন রক্ত ঐ বিভাগে ঢুকেছেন কিনা আমার জানা নেই। দুর্নীতির ব্যামো সরকারী সব দফতরেই ঢুকে আছে। প্রতিদিন এতগুলি টাকা আদায়ের মধ্য থেকে—অভ্যাসবশত ঐ টাকা আত্মসাৎ করার লোভ সংবরণ করতে পারেন নি কর্মীরা। একদিন হয়তো শুনবো, চুঙ্গিতে যে কর আদায় হচ্ছে, তাতে ঐ বিভাগের খরচা কুলিয়ে সরকারের মোটা টাকা লোকসান যাচ্ছে।

আমার একান্ত অনুরোধ—ঐ দফতরকে ঢেলে সাজুন। নতুন রক্ত ঢোকান—দেশে সৎ, নির্লোভ, চরিত্রবান শিক্ষিত যুবকের অভাব নেই। প্রতি চেক পোস্টের উপর ডিটেকটিভ ডিপার্টমেন্টের লোকদের নজর রাখার উপদেশ দিন। এই লাভজনক বিভাগটি ডুবতে দেবেন না। —প্রদীপকুমার রায় ২৪ পরগণা।

কে দায়ী?

আমি একজন কলকাতাবাসী গরিব বেকার যুবক। আজ প্রায় ৬।৭ বৎসর ধরে বসে আছি। যদিও XI ক্লাস পর্যন্ত পড়েছি, তবুও আমাকে প্রায় অশিক্ষিতই বলা যায়। Post Office-এ যে কত পয়সা খরচ করলাম তার আর হিসেব নেই। কিন্তু আমার চাকুরী আর হয় না। সংসারে পাঁচটি প্রাণী। বাবার সামান্য আয়, এক বোন বিবাহযোগ্যা, ছোট ভাই সঙ্গদোষে খারাপ হয়ে যাচ্ছে, মা চিন্তায় পাগল আর আমি অশান্তিতে, চিন্তায় তিল তিল করে ধূপের মত শেষ হয়ে যাচ্ছি। শরীরে নানারকম রোগ দেখা দিচ্ছে। কি যে করি কিছুই ভেবে পাই না। আমি পৃথিবীতে জন্মেছি কি মরবার জন্য? আমার কি বাঁচার কোনো অধিকার নেই? এর কি কোনোই প্রতিকার নেই? তাহলে আমি কি করবো? অসৎ পথে টাকা রোজগার করবো? পারবো না, তাও বিবেকে বাধে। এখান থেকে যে চলে যাবো তাও আমাকে যেতে দেওয়া হবে না। তাহলে আমাকে এখানে কি আটকিয়ে মারা হবে? এর জন্য কে দায়ী? আমি? না আমার মা-বাবা? না এই সমাজ? না এই সরকার? —অশোক চক্রবর্তী কলকাতা-৪০।

পরীক্ষার্থীর বক্তব্য

আগামী ২৫ ফেব্রুয়ারি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের (১৯৭০ সিলেবাসের) পার্ট টু বি এ, বি-কম সাপ্লিমেনটারী পরীক্ষার দিন ধার্য হয়েছে। আমিও একজন পরীক্ষার্থী। তাই উক্ত পরীক্ষা বিষয়ে মফস্বল ছাত্র-ছাত্রীদের অসুবিধার কথা আপনার পত্রিকা মাধ্যমে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ তথা (বিশেষ করে পরীক্ষাসমূহের কণ্ট্রোলার) বিভিন্ন কলেজের (অনুমোদিত ফাইন্যাল ও সাপ্লিমেণ্টারী পরীক্ষা কেন্দ্র) অধ্যক্ষ ও পরিচালন কর্তৃপক্ষের দৃষ্টিগোচর করতে চাই। যথা:—

(১) এই পরীক্ষার গ্রহণ কেন্দ্র কলকাতাতেই হয়। এবং সেই কেন্দ্রের কথা পরীক্ষার মাত্র তিনদিন পূর্বে জানানো হয়। কিন্তু আমরা মফস্বল ছাত্র-ছাত্রীরা যাদের কলকাতার পরিবেশের সঙ্গে পরিচয়ের সম্যক অভাব, তাদের পক্ষে দুদিন বা তিনদিন আগে কলেজ থেকে "এডমিট কার্ড" নিয়ে কলকাতায় গিয়ে থাকবার যায়গা এবং পরীক্ষা কেন্দ্র খুঁজে বের করা অসুবিধাজনক। তাই আমাদের দাবি পরীক্ষা কেন্দ্রের ঘোষণা এবং 'এ্যাডমিট কার্ড' একই সঙ্গে স্ব স্ব কলেজের কর্তৃপক্ষকে জানানো উচিত (কলেজ বলতে যে কলেজের আমি পরীক্ষার্থী) অন্তত দশ দিন আগে।

(২) কলকাতায় বর্তমান আইন-শৃংখলাজনিত পরিস্থিতি উক্ত অঞ্চলের পরীক্ষার্থীদের কলকাতা কেন্দ্র সম্বন্ধে বিরূপ মনোভাবাপন্ন করে তুলেছে। তাঁদের দাবি, তাঁরা যে-যে কেন্দ্র থেকে পরীক্ষা (ফাইন্যাল) দিয়েছিলেন সেই সেই কেন্দ্র থেকে সাপ্লিমেণ্টারী পরীক্ষা গ্রহণের ব্যবস্থা হোক। —দীপককুমার হালদার, ২৪ পরগণা।

বাস অচল

পত্রলেখক শ্রীদিবানাথ সেনকে ধন্যবাদ, তিনি এই কলকাতার নাগরিকদের বৃহদংশের মনের কথাই ব্যক্ত করেছেন ("বাস অচল, মানুষের বিবেক": ২১-২২ জানুয়ারি)। সরকারী বাস-এর গায়ে স্লোগান সম্পর্কে ইতিপূর্বেও এই পত্রিকায় লেখালেখি হয়েছে, অথচ কোনও প্রতিকার হতে দেখি না। সম্প্রতি একটি বাস-এ স্লোগান পড়লাম—"কংগ্রেস নিপাত যাক!" নিপাত যাবে কি যাবে না জানি না। আমার শুধু প্রশ্ন, সরকারী বাস কি দলীয় সম্পত্তি? রাজনৈতিক দলের প্রচারের মাধ্যম হিসাবে তাকে ব্যবহার করা হয় কেন? শুধু কর্মীদের দোষ দিয়ে লাভ নেই, কর্তারাও এক্ষেত্রে দায়িত্ব এড়িয়ে যেতে পারেন না। যতদূর জানি, এই পরিবহণ সংস্থার মাথার উপর বড় আই-এ-এস অফিসার আছেন, যাঁর অনেক ক্ষমতা। জানি বা শুনেছি বটে, কিন্তু কার্যক্ষেত্রে তাঁর অস্তিত্বের প্রমাণ তো পাই না। —জ্যোতির্ময় বসু রায়, কলকাতা-২৯।

4A

বন্দে মাতরম
আনন্দবাজার পত্রিকা
শুক্রবার, ৮ মাঘ, ১৩৭৭

দিনের বাণী

মার পাদপদ্মে ফুল দিয়ে যখন সব ত্যাগ করতে লাগলাম, তখন বলতে লাগলাম, 'মা! এই লও তোমার শুচি, এই লও তোমার অশুচি; এই লও তোমার ধর্ম, এই লও তোমার অধর্ম; এই লও তোমার পাপ, এই লও তোমার পুণ্য; এই লও তোমার ভাল, এই লও তোমার মন্দ;—আমায় শুদ্ধা ভক্তি দাও।'

—শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস

ভোটের প্রশ্ন, জোটের প্রশ্ন, সব ছাপিয়ে শান্তি-অশান্তির প্রশ্ন

নির্বাচন নিয়ে দলগুলি ব্যস্ত, নির্বাচন নিয়ে নেতারা ব্যস্ত, নির্বাচন নিয়ে সরকার চিন্তিত, নির্বাচন নিয়ে আমরা খবরকাগজওয়ালারাও এখন উপায়ে চলছি—কিন্তু আমার মনে হয় পশ্চিমবঙ্গের সাধারণ মানুষের কাছে আজ সবচেয়ে বড় প্রশ্ন নির্বাচন নয়। তাদের কাছে বোধ হয় সবচেয়ে বড় প্রশ্ন হল শান্তি ও শৃংখলা। তাঁরা বোধ হয় সবচেয়ে বেশী করে জানতে চান, এই খুনোখুনি থামবে কিনা, এই অরাজক অবস্থার অবসান ঘটবে কিনা, পশ্চিমবঙ্গে আবার একটু শান্তি ফিরে আসবে কিনা, এই প্রতিপদে প্রতিমুহূর্তে অনিশ্চয়তার ভয়াল অভিশাপ বাংলা দেশ কাটিয়ে উঠতে পারবে কিনা।

আমার ধারণা, আগামী নির্বাচনকেও পশ্চিম বাংলার সাধারণ মানুষ সেই দৃষ্টিতেই দেখছেন। নির্বাচনে কে জিতবেন, কোন্ দল ক্ষমতায় আসবেন, কার সরকার গঠিত হবে—এসব প্রশ্নের চেয়েও অনেক অনেক বেশী যে প্রশ্নটা শুনতে পাই সেটাও ওই শান্তি ও অশান্তির প্রশ্ন। সব কিছুর উপরে সাধারণ মানুষের মুখে একটিই জিজ্ঞাসা—নির্বাচনের পর কি পশ্চিমবঙ্গে শান্তি ফিরে আসবে? ...

আতংকিত, কারণ প্রতি মুহূর্তেই অনিশ্চয়তা এবং কেউ জানে না কে কখন কীভাবে তার শিকার হবেন। যুক্তি নয়, তর্ক নয়—জীবনের বাস্তব অভিজ্ঞতার ছাপিয়েই তাঁরা আজ বলেছেন শান্তি ও শৃংখলার মূল্য বড় বেশী।

হঠাৎ কখন কোথায় কাকে যাকে বোমা এসে পড়বে কেউ জানেন না, কার গলা কাটার জন্য কে কোথায় গোপনে প্রস্তুত হচ্ছে তাও একেবারেই অজানা। কোন্ স্কুলের উপর যে কবে অতর্কিত হামলা হবে তাও সম্পূর্ণ অজানা। যে কোনও এলাকায় যানবাহন যে কোনও সময় বন্ধ হয়ে যেতে পারে, যে কোনও দলের ছেলেরা যে কোনও পাড়ায় হঠাৎ 'বন্ধ' ঘোষণা করতে পারেন এবং যে কোনও হত্যাকারী যে কোনও অপরাধ করে কর্তৃপক্ষকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে অনায়াসে ঘুরেফিরে বেড়াতে পারে। এই যেখানে রাজ্যের অবস্থা সেখানে সাধারণ মানুষের প্রধান প্রশ্ন আইন ও শৃংখলা ছাড়া আর কী-ই-বা হতে পারে!

বলতে পারেন, বেকারীও বড় প্রশ্ন। নিশ্চয়ই তা একটা বড় প্রশ্ন। বলতে পারেন, প্রগতি মৌলিক ...

... খুব সংগত কারণেই পশ্চিমবঙ্গের মানুষ আজ শান্তি ও শৃংখলা নিয়ে এত বেশী চিন্তিত। কারণ, প্রতিদিন প্রতি মুহূর্তে, দৈনন্দিন জীবনের প্রতি পদে তাঁরা বুঝতে পেরেছেন শান্তি ও শৃংখলার মূল্য কত বেশী—অরাজকতা, হানাহানি, মারামারির কত বড় অভিশাপ। সবাই যে এখনও এইসবের প্রত্যক্ষ শিকার হয়েছেন তেমন নয়। কিন্তু সকলেই ...

... পরিচিত তাঁরা সাধারণ মানুষের মনোভাব সঠিকভাবে বুঝতে পারছেন না। তাই কেউ মানুষের প্রাণের বিনিময়েও ভোট সংগ্রহের জন্য এলাকা দখল করতে যাচ্ছেন, কেউ-বা হুংকার দিচ্ছেন খুনের বদলা খুন, কেউ কেউ আবার শুধু সিট ভাগাভাগির কলহেই মত্ত, কেউ-বা গণতন্ত্র রক্ষা করতে ব্যস্ত।

বাংলা দেশের আজ সমস্যার কথা ভাবলে কি কেউ শুধু আসন নিয়ে, ভোট পাওয়ার জন্য বা গদি দখলের চিন্তায় মগ্ন থাকতে পারতেন?

নব নায়িকা

মাদ্রিদ, ২১ জানুয়ারি :— 'আলসা' নামক একটি সংবাদ পরিবেশক সংস্থা জানিয়েছে যে, আমেরিকার পরলোকগত প্রেসিডেন্টের পত্নী শ্রীমতী জ্যাকোলিন ওনাসিস দুইখানি আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্রে নায়িকার ভূমিকা গ্রহণ করতে সম্মত হয়েছেন।

এই সংবাদে আরও প্রকাশ, এই দুইখানি ছবির কোনও ছবিতেই যৌন-আবেদন থাকবে না। শ্রীমতী ওনাসিস এই শর্ত আরোপ করেছেন যে, যদি তিনি চলচ্চিত্রের কোনও দৃশ্যকে "অতি কামোদ্দীপক" বলে বিবেচনা করেন তাহলে তিনি ক্যামেরার সামনে দাঁড়াবেন না।

স্পেনেই এই দুইখানি ছবি তোলা হবে; তবে অন্যান্য দেশের চলচ্চিত্র সংস্থাও এই চলচ্চিত্র নির্মাণে সহায়তা করবে। আপাতত আর কোনও বিস্তৃত বিবরণ জানা যায়নি।

—ইউ এন আই

বিদ্রোহী পি এস পি দলে বিদ্রোহ

অভিযোগ, পাল্টা অভিযোগ
স্টাফ রিপোর্টার

পশ্চিমবঙ্গের "বিদ্রোহী" প্রজা সমাজতন্ত্রী দলে 'বিদ্রোহ' দেখা দিয়েছে এবং ওই দলটি ভাঙনের মুখে এসে দাঁড়িয়েছে।

বৃহস্পতিবার কলকাতায় ওই দলের কার্যকরী সমিতি এক সভায় মিলিত হয়ে ঘোষণা করেছেন : তাঁরা আট পার্টি জোটে আছেন এবং থাকবেনও। প্রস্তাবে বলা হয়েছে, এই দলের কোন সদস্যকেই প্রস্তাবিত গণতান্ত্রিক ফ্রন্ট বা তথাকথিত সমাজবাদী সংহতি কমিটিতে যোগ দিতে কিংবা যোগদানের ব্যাপারে আলোচনা করার অনুমতি দেওয়া হয়নি।

অন্যদিকে বিদ্রোহী পি এস পি'র কার্যকরী সমিতির ৫ জন সদস্য এদিন একটি বিবৃতি দিয়ে বলেছেন, তাঁরা দলের ওই প্রস্তাব মানতে বাধ্য নন। এবং কোনমতেই তাঁরা শ্রীঅজয়কুমার মুখোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে প্রস্তাবিত ফ্রন্ট ও সমাজবাদী সংহতি ত্যাগ করবেন না। বিক্ষুব্ধ পি এস পি'র কার্যকরী সমিতির সদস্য সংখ্যা ২১। ওই পাঁচজন সদস্য এদিনের বৈঠকে যোগ দেননি। এঁরা হচ্ছেন সর্বশ্রী সুধীর দাশ, অজন দাশগুপ্ত, গোবিন্দ মাঝি, অমলেন্দু রায় এবং অরুণ মিত্র।

ওই পাঁচজন নেতার পক্ষে শ্রীঅরুণ মিত্র এক বিবৃতিতে জানান, তাঁদের অনুপস্থিতিতে ওই প্রস্তাব পাশ করার জন্য তাঁরা প্রতিবাদ জানাচ্ছেন। শ্রীমিত্র বলেন, কথা ছিল বৃহস্পতিবার দলের কার্যকরী সমিতির বৈঠক হবে না।—পরলোকগত সমাজতন্ত্রী নেতা নাথ পাই-এর স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শনের জন্য এদিনের সভা স্থগিত থাকবে। দলের পক্ষ থেকে সক্রিয় সদস্য শ্রীযতীন ঘোষের মাধ্যমে সভা স্থগিত রাখার ওই প্রস্তাব দেওয়া হয়েছিল এবং তাঁদের সেই মর্মে একটি স্বাক্ষরও করিয়ে নেওয়া হয়েছিল।

পক্ষান্তরে বিদ্রোহী পি এস পি'র যুগ্ম সম্পাদক শ্রীঅশোক দাশগুপ্ত আমাদের জানান, এদিন শ্রীনাথ পাইয়ের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শনের জন্য কার্যকরী সমিতির বৈঠক স্থগিত রাখার কোন কথা ছিল না। যাঁরা একথা বলছেন তাঁরা অসত্য বলছেন। কোন একজন সদস্য ওইরূপ স্থগিত রাখার একটি প্রস্তাব করে চিঠি পাঠিয়েছিলেন, কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে, বৈঠক স্থগিত রাখা হয়েছে। বৈঠকের শুরুতে শ্রীপাই-এর স্মৃতিতে দুই মিনিট নীরবতা পালন করা হয়।

বিদ্রোহী পি এস পি'র কার্যকরী সমিতির এদিনের বৈঠকে সভাপতিত্ব করেন শ্রীবিদ্যুৎ বসু। বৈঠকে অন্যান্যদের মধ্যে কাঁথির শ্রীবলাইদাস মহাপাত্র এবং শ্রীরাধারমণ অধিকারী উপস্থিত ছিলেন।

বৈঠকে গৃহীত একটি প্রস্তাবে পশ্চিমবঙ্গের সমস্ত সমাজতন্ত্রী পার্টিকে, বিশেষ করে সংযুক্ত প্রজা সমাজতন্ত্রী দলকে সি পি এম ও কংগ্রেসকে পরাজিত করার জন্য আট পার্টি জোটে যোগ দিতে অনুরোধ জানানো হয়।

সবচেয়ে জনপ্রিয় অভিনেতা, অভিনেত্রী

হলিউড, ২১ জানুয়ারি—হলিউড ফরেন প্রেস অ্যাসোসিয়েশন আয়োজিত এক সমীক্ষায় জানা গিয়েছে, ১৯৭০ সনের সব চেয়ে জনপ্রিয় অভিনেত্রী ও অভিনেতা যথাক্রমে বারবারা স্ট্রেস্যান্ড ও ক্লিন্ট ইস্টউড। সমীক্ষা পরিচালনা করেন রয়টার সংবাদ-সংস্থা। এই সমীক্ষায় ৪৪টি দেশের সিনেমা-দর্শকদের মতামত নেওয়া হয়েছিল।

১৯৬৮ সনে প্রথম এই সমীক্ষার ব্যবস্থা করা হয়। শ্রীমতী বারবারা স্ট্রেস্যান্ড (হ্যালো ডলি, ফানি গার্ল-খ্যাত) এবার নিয়ে পর পর দুবার জনপ্রিয়তম অভিনেত্রী রূপে চিহ্নিত হলেন। —রয়টার

কাজিদহ উন্নয়নে

পশ্চিমবঙ্গকে ১০ লাখ টাকা ঋণ মঞ্জুর

বিশেষ সংবাদদাতা

নয়াদিল্লি, ২১ জানুয়ারি— কলকাতার কাছে কাজিদহের উন্নয়ণ কাজে কেন্দ্রীয় গৃহনির্মাণ ও শহর উন্নয়ন সংক্রান্ত অর্থ করপোরেশন বর্তমান আর্থিক বছরে পশ্চিমবঙ্গ সরকারকে ১০ লক্ষ টাকা ঋণ দিতে সম্মত হয়েছেন। ওখানে ৩০৫টি প্লট উন্নয়ণের একটি প্রকল্পও হাতে নেওয়া হয়েছে। এই প্রকল্পে মোট ৪৪ লক্ষ ১৫ হাজার টাকা বিনিয়োগ করা হবে বলে আশা করা যাচ্ছে।

পুলিশ অফিসার বরখাস্তের আদেশ খারিজ

নয়াদিল্লি, ২১ জানুয়ারি—দিল্লি পুলিশের সাব-ইনসপেক্টর শ্রীসরদারি লালকে চাকুরি থেকে বরখাস্ত করে ভারত সরকার যে আদেশ দিয়েছিলেন, সুপ্রিম কোর্ট তা আজ খারিজ করে দিয়েছেন।

১৯৬৭ সালে এপ্রিলে দিল্লি পুলিশ ধর্মঘটে নেতৃত্ব করার অভিযোগে ওই অফিসারের প্রতি বরখাস্তের আদেশ জারি হয়।

এর বিরুদ্ধে শ্রীসরদারি লাল দিল্লি হাইকোর্টে একটি রিট আবেদন করলে হাইকোর্ট বরখাস্ত আদেশ সমর্থন করেন। সুপ্রিম কোর্ট হাইকোর্টের আদেশও খারিজ করে দেন।

—পি টি আই

মাদরাজ হাইকোর্টে

ইন্দিরা গান্ধী ও করুণানিধির বিরুদ্ধে আবেদন খারিজ

মাদরাজ, ২১ জানুয়ারি—লোকসভা ও তামিলনাড়ু বিধানসভা ভেঙে দেওয়ার পর কেন্দ্রে শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর প্রধানমন্ত্রী থাকা এবং তামিলনাড়ুতে শ্রী এম করুণানিধির মুখ্যমন্ত্রী থাকার যৌক্তিকতা চ্যালেনজ করে মাদরাজ হাইকোর্টে যে আবেদন পেশ করা হয়, মাদরাজ হাইকোর্টের ফুল বেনচ আজ তা অগ্রাহ্য করেছেন।

—ইউ এন আই

বলদের বদলে

হলদিয়ায় কাজ

রাজ্য রাজনীতি

বরুণ সেনগুপ্ত

নির্বাচন ও সরকারী কর্মচারী

পশ্চিমবঙ্গের আসন্ন নির্বাচন সম্পর্কে ভারপ্রাপ্ত অফিসার শ্রীরাঘবন মহাশয়ের বিবৃতি দেখে সাধারণ মানুষ এবং সরকারী কর্মচারীরা বিভ্রান্ত। পশ্চিমবঙ্গের সরকারী কর্মচারীদের মধ্যে শতকরা ৮০ (আশী) জনকে আগামী আসন্ন নির্বাচন কার্যে গ্রহণ করবার ব্যবস্থা হচ্ছে। ...

... তাহলে আমাকে এখানে কি আটকিয়ে মারা হবে? এর জন্য কে দায়ী? আমি? না আমার মা-বাবা? না এই সমাজ? না এই সরকার? —অশোক চক্রবর্তী, কলকাতা-৪০।

পরীক্ষার্থীর বক্তব্য

আগামী ২৫ ফেব্রুয়ারি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের (১৯৭০ সিলেবাসের) পার্ট টু বি-এ, বি-কম সাপ্লিমেন্টারী পরীক্ষার দিন ধার্য হয়েছে। আমিও একজন পরীক্ষার্থী। ...

সম্পাদক সমীপেষু

[পত্র প্রেরকদের নিজস্ব বক্তব্য। অভিমতের জন্য সম্পাদক দায়ী নন।]

ষৎকিঞ্চিৎ

বার্ধক্য

চুক্তিপ্রথা—শুদ্ধেষু

কে দায়ী?

ভুতুড়ে কাণ্ড

অগ্রগতির পথে বাধা পুঁজিপতিরা
— ইন্দিরা

ফৈজাবাদ (উত্তর প্রদেশ), ২১ জানুয়ারি—প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী আজ এখানে এক নির্বাচনী সভায় বলেন : মুষ্টিমেয় কয়েকজনের হাতে সম্পদ কেন্দ্রীভূত হওয়ার যে প্রবণতা বর্তমানে দেখা যাচ্ছে, তা রোধ করতে এবং সেই সঙ্গে সমাজের সর্বশ্রেণীর লোকদের পরিকল্পিত উন্নয়নের সুযোগ-সুবিধা ভোগ করতে দিতে তাঁর দল বদ্ধপরিকর।

শ্রীমতী গান্ধী বলেন : তাঁর সরকার সমাজবাদের দিকে এগিয়ে চলেছেন। তাঁদের এই অগ্রগমন রোধ করতে পুঁজিপতি, বড় বড় সংবাদপত্রের মালিক, রাজা ও মহারাজারা এখন কোমর বেঁধে লেগেছেন। এঁদের এই দুরভিসন্ধি বানচাল করে দেওয়ার জন্য তিনি জনগণের সমর্থন চান।

তিনি দুঃখ প্রকাশ করে বলেন, মুসলমানরা তাঁদের ছেলে-মেয়েদের মাতৃভাষায় প্রাথমিক শিক্ষা দেওয়ার জন্য যে দাবি জানিয়ে আসছেন, তা এখনও পূরণ করা হয়নি। তাঁদের প্রতি যাতে ন্যায় বিচার হয়, তার ব্যবস্থা করা হবে।

প্রধানমন্ত্রী তাঁর আট দিনের ঝটিকা নির্বাচনী সফরের শেষ পাদে বিহার থেকে এখানে এসেছেন। বিহারে তিনি মজঃফরপুর, বস্তিয়া ও পাটনার জনসভায় ভাষণ দেন। সর্বত্রই তিনি বিপুলভাবে অভিনন্দিত হন।

—ইউ এন আই

ডি এমকে-নব কংগ্রেস আলোচনায় অচলাবস্থা

মাদরাজ, ২১ জানুয়ারি—তামিলনাড়ুতে লোকসভা ও বিধানসভা আসন বণ্টন নিয়ে নব কংগ্রেস ও ডি এম কের মধ্যে যে আলোচনা হচ্ছিল অচলাবস্থার মধ্যে তা শেষ হয়েছে বলে নব কংগ্রেস নেতা শ্রী সি সুব্রহ্মণ্যম জানিয়েছেন।

তিনি জানান কাল তামিলনাড়ু নব কংগ্রেস কর্ম সমিতির জরুরী বৈঠকে বিষয়টি পেশ করা হবে।

ডি এম কে সভাপতি বলেন, তাঁরা নব কংগ্রেসকে ৫ থেকে ৭টি লোকসভা আসন এবং ১০ থেকে ১৫টি বিধানসভা আসন দিতে চেয়েছিলেন। কিন্তু তাঁরা সন্তুষ্ট হন নি। তাই আলোচনা অচলাবস্থার মধ্যে শেষ হয়ে যায়।

ডি এম কে ইন্দিরাজীর প্রগতিশীল নীতিগুলি সমর্থন করবে

ডি এম কে এর সভাপতি শ্রী এম করুণানিধি আজ এখানে বলেছেন যে, প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী গান্ধী লোকসভার নির্বাচনে জয়লাভ করে আবার ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হলে ডি এম কে তাঁর প্রগতিশীল নীতিগুলিকে সমর্থন করতে দ্বিধা করবে না।

তিনি সাংবাদিকদের বলেন, রাজ্যে নব কংগ্রেস ও তাঁর দলের মধ্যে আলোচনা চূড়ান্তভাবে ব্যর্থ হলেও প্রধানমন্ত্রীর প্রগতিশীল নীতিগুলির প্রতি দলের সমর্থন অব্যহত থাকবে।

—পি টি আই ও ইউ এন আই

কে সি পন্থের বিরুদ্ধে সি বি গুপ্ত

নয়াদিল্লি, ২১ জানুয়ারি—আদি কংগ্রেস নেতা শ্রী সি বি গুপ্ত আজ এক বিবৃতিতে বলেছেন, তিনি উত্তর প্রদেশের নৈনিতাল লোকসভা কেন্দ্রেই দাঁড়াবেন। তাঁর এই সিদ্ধান্তের কোন নড়চড় হবে না। এই আসনে তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী হচ্ছেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র দফতরের রাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রী কে সি পন্থ।

আচার্য জে বি কৃপালনী কয়েকটি দলের সমর্থিত প্রার্থী হিসাবে আসন্ন নির্বাচনে আগরা (সাধারণ) লোকসভা আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন। ১৯৫২ সাল থেকে এই কেন্দ্র থেকে নির্বাচিত হয়ে আসছেন শেঠ অচল সিং (নব কংগ্রেস)।

নেপালে ভারতের রাষ্ট্রদূত ও প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী শ্রীরাজ বাহাদুর নব কংগ্রেস প্রার্থী হিসাবে রাজস্থানের ভরতপুর লোকসভা কেন্দ্রে দাঁড়াচ্ছেন। এই কেন্দ্রে তাঁর বিরুদ্ধে লড়বেন বি কে ডি প্রার্থী ভরতপুরের মহারাজা ব্রিজেন্দ্র সিং।

—ইউ এন আই ও পি টি আই

শান্তিনিকেতনে শ্রীদেবনাথের স্মরণে শোকমিছিল

নিজস্ব সংবাদদাতা

শান্তিনিকেতন ২১ জানুয়ারি। অজ্ঞাত আততায়ীর ছোরায় নিহত বিশ্বভারতীর কর্মী ধীরেশরঞ্জন দেবনাথের মৃতদেহ আজ সন্ধ্যায় সৎকার করা হয়। উপাচার্য ও কর্মসচিবকে সঙ্গে রেখে এক বিরাট শোকমিছিল আশ্রম পরিক্রমা করে। শ্রীদেবনাথের স্মরণে আজ বিশ্বভারতীর সব বিভাগ বন্ধ ছিল।

আজ বীরভূমের জেলাশাসক ও বর্ধমান বিভাগের ডি-আই-জি শান্তিনিকেতনে এসে এই হত্যাকাণ্ড সম্পর্কে বিশ্বভারতী কর্তৃপক্ষের সঙ্গে বৈঠকে বসেন। শান্তিনিকেতনবাসী ও প্রতিষ্ঠানের ভবিষ্যৎ নিরাপত্তা সম্পর্কেও তাঁদের আলোচনা হয়।

আততায়ীকে ধরার জন্য পুলিশ কুকুর নিয়োগ করা হয়, কিন্তু এইদিন সন্ধ্যা পর্যন্ত কাউকে গ্রেফতার করা যায়নি।

তির্যক

—মন তুমি কৃষিকাজ জাননা।

আদির চরকার দাবিতে নব কংগ্রেসের আপত্তি

নয়াদিল্লি, ২১ জানুয়ারি—শাসক কংগ্রেস দল (অর্থাৎ নব কংগ্রেস) আসন্ন নির্বাচনে আদি কংগ্রেস দলকে নির্বাচনী প্রতীক হিসাবে চরকা ব্যবহার করতে দেওয়ার বিরোধিতা করেন।

নব কংগ্রেস দলের সাধারণ সম্পাদক শ্রী এইচ এন বহুগুণা গতকাল এই সম্পর্কে মুখ্য নির্বাচন কমিশনার শ্রী এস পি সেনবর্মার কাছে একখানি চিঠি লিখে জানিয়েছেন যে, শ্রীনিজলিঙ্গাপ্পার পরিচালিত দল চরকাকে তাঁদের দলের নির্বাচনী প্রতীক হিসাবে ব্যবহার করার জন্য যে অনুরোধ করেছেন যদি তাঁদের দলকে (বিরোধী কংগ্রেস দলকে) সেই অনুসারে এই প্রতীক চিহ্ন ব্যবহার করতে দেওয়া হয় তাহলে নির্বাচনের সময় শাসক কংগ্রেস দল তাঁদের নিজস্ব পতাকা ব্যবহার করতে পারবেন না। কারণ এই পতাকায় চরকা আছে। সুতরাং এর ফলে খুবই বিভ্রান্তির সৃষ্টি হবে।

—ইউ এন আই

রায়ের নকল আগে পাই

প্রথম পৃষ্ঠার সপ্তম কলমের পর

একজন পদস্থ অফিসার টেলিফোন ধরে রায়ের সারাংশ শুনে বিচলিত হয়ে পড়েন। মুহূর্ত বিলম্ব না করে তিনি স্বরাষ্ট্র সচিব শ্রী বি আর গুপ্তের কাছে ছোটেন। শ্রীগুপ্ত খবরটি জানান মুখ্যসচিব শ্রী এন সি সেনগুপ্তকে। শ্রীসেনগুপ্ত সঙ্গে সঙ্গে তা জানিয়ে দেন মুখ্য উপদেষ্টা শ্রীঘোষকে। আই-জি শ্রীপ্রসাদ বসুকেও ফোনে তা জানিয়ে দেওয়া হয়।

মুখ্যসচিব, স্বরাষ্ট্র সচিব এবং আই-জি—এঁরা সবাই তখন দিল্লি যাওয়ার জন্য ব্যস্ত। যাত্রা মুখে এই ধরণের খবরের জন্য তাঁরা কিছু হকচকিয়ে যান। তবু যা হয়, দিল্লি গিয়েই পরামর্শ করে স্থির করা যাবে ভেবে পূর্ব নির্ধারিত কর্মসূচি অনুযায়ী ওইদিন সন্ধ্যার বিমানে তাঁরা দিল্লি রওনা হয়ে যান। সেখানে মুখ্যসচিবগণের সম্মেলনে তাঁরা যোগ দেবেন।

এদিকে রায়ের খবরটি মহাকরণে এসে পৌঁছানোর কয়েক মিনিটের মধ্যেই পদস্থ অফিসার থেকে শুরু করে সাধারণ কর্মচারী মহলে তা দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে এবং সর্বত্র চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করে। এরপর কী হবে? অ্যাডিশনাল আই-জি শ্রীদুর্গাগতি ভট্টাচার্য—যাঁর মামলার ফলে এই রায় তিনিই কি এবার আই-জি হবেন? অথবা সরকার উচ্চতর আদালতে রায়ের বিরুদ্ধে আপীল করে স্টে অরডার চাইবেন? এবং স্টে অরডার পেলে আপাতত শ্রীপ্রসাদ বসুই আই-জি থেকে যাবেন? তারপর অন্য কেউ আই-জি হবেন? এই সব প্রশ্নে মহাকরণের ঘরে ঘরে নানা জল্পনা-কল্পনা চলতে থাকে।

আমার বলার নেই কিছু—দুর্গাগতিবাবু

ওদিকে এদিন সন্ধ্যায় বেকার রোডের বাড়িতে ঢুকতেই পাশের ঘরে দুর্গাগতিবাবু টেলিফোনের রিসিভারে হাত চাপা দিয়ে বললেন, 'ওখানে গিয়ে বসুন। 'এক্ষুণি আসছি'। প্রাক্তন আই-জি শ্রী এস এম ঘোষ থেকে শুরু করে অনেকেই তাঁকে এদিন টেলিফোন করেন।

শ্রীভট্টাচার্য বললেন : আমার নিজের আর কিছু বলার নেই। যা কিছু হবার কোরটেই হয়েছে। তবে রেডিওতে শুনে অনেকে আমাকে অভিনন্দন জানিয়েছেন।

ড্রইংরুমে দুর্গাগতিবাবুর পাশে বসে কথা বলছিলাম। এরই মাঝে লক্ষ্য করলাম দুর্গাবাবুর পত্নী শ্রীমতী গৌরী ভট্টাচার্যও টেলিফোনের রিসিভার তুলে বলছেন 'এ অভিনন্দন ওর একার নয়, এটা আপনাদের সকলের'।

রাজ্যের আই-জি নির্বাচনের ব্যাপারে বিচারপতি শ্রীসব্যসাচী মুখোপাধ্যায় বৃহস্পতিবার যখন তাঁর রায় পড়ছিলেন তখন দুর্গাগতিবাবু হাইকোরটেই উপস্থিত ছিলেন। উপস্থিত ছিলেন অনেক সরকারী অফিসার ও পুলিশের বড়কর্তা। বিচারপতির রায়ে জয়ের কথা শুনে তিনি আনন্দে ছুটে চলে যান বার-লাইব্রেরিতে। সেখানে কয়েকজন ব্যারিসটারকে তিনি এই খবরটি দেন। তার পরেই চলে আসেন আলিপুরে বেকার রোডে তাঁর কোয়ার্টারে। শ্রীভট্টাচার্য এখন ছুটিতে আছেন।

স্মরজিৎবাবু সদলবলে আদি কংগ্রেসে এলেন

স্টাফ রিপোরটার

পশ্চিমবঙ্গের অন্যতম প্রবীণ নব কংগ্রেস নেতা শ্রীস্মরজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায় আদি কংগ্রেসে যোগ দিয়েছেন।

বৃহস্পতিবার কলকাতায় আদি কংগ্রেস নেতা শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেন একথা জানান। শ্রীসেন বলেন, স্মরজিৎবাবুর সঙ্গে নদীয়ার আরও ৩০০ জন নব কংগ্রেসকর্মীও আদি কংগ্রেসে চলে এসেছেন।

স্মরজিৎবাবু পশ্চিমবঙ্গের প্রাক্তন মন্ত্রী। কংগ্রেস বিভক্ত হওয়ার পর তিনি নব কংগ্রেসে যোগ দেন। এই দলের এ আই সি সি ও পি সি সি র-ও সদস্য ছিলেন। তিনি এখন এই দলের সক্রিয় ও প্রাথমিক সদস্য পদও ত্যাগ করলেন।

পদত্যাগের কারণ বর্ণনায় শ্রীবন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন : নব কংগ্রেসে মধ্যে অগণতান্ত্রিক নীতি ও গোষ্ঠী শাসন বাসা বেঁধেছে এবং প্রদেশ (নব) নেতৃত্বের মধ্যে প্রতিক্রিয়াশীল ও সমাজতন্ত্র বিরোধী শক্তির অনুপ্রবেশ ঘটেছে।

স্মরজিৎবাবু নব কংগ্রেসের দক্ষিণপন্থী কমিউনিসট দলের সঙ্গে নির্বাচনী আঁতাত করায় নীতির বিরুদ্ধাচরণ করে ইতিপূর্বেই প্রদেশ কংগ্রেস কার্যনির্বাহক কমিটির সদস্যপদ ত্যাগ করেছিলেন।

যুব কংগ্রেস কর্মীর পদত্যাগ

নিজস্ব সংবাদদাতা

চন্দননগর, ২১ জানুয়ারি—হুগলি জেলা যুব কংগ্রেসের (আদি) সাধারণ সম্পাদকের পদে শ্রীজয়ন্ত দত্ত ইসতফা দিয়েছেন বলে জানা গিয়েছে।

হাওড়া-সালকিয়া রুটে ট্রাম উঠে গিয়েছে। এবার সেই লাইন তোলার কাজ শুরু হয়েছে। ফটো—ফটো-ফেয়ার, সালিখা

নির্বাচনী ইস্তাহার

নব কংগ্রেসের সমালোচনায় সি পি আই

বিশেষ সংবাদদাতা

নয়াদিল্লি, ২১ জানুয়ারি—সি পি আই তার নির্বাচনী ইসতাহারে নব কংগ্রেসের তীব্র সমালোচনা করেছে। তাতে বলা হয়েছে, কায়েমী স্বার্থ, একচেটে কারবারি ও সামন্ততন্ত্রের অনুকূলে নব কংগ্রেস "আপস এবং নরম হওয়ার" নীতি অনুসরণ করে চলেছে।

আজ এখানে প্রচারিত এই ইসতাহারে বাম ও গণতান্ত্রিক শক্তিগুলিকে নিয়ে নতুন লোকসভা গঠনের আহবান জানানো হয়েছে। নতুন লোকসভা, সি পি আই-এর সংকল্প অনুযায়ী জরুরী সাংবিধানিক ও অন্যান্য সংস্কারের কাজ রূপায়িত করবে এবং সুপ্রিম কোরটের উপর লোকসভার কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করবে।

দলের সাধারণ সম্পাদক শ্রীরাজেশ্বর রাও আজ এখানে এক সাংবাদিক বৈঠকে বলেন, তাঁর দল নব কংগ্রেসের সঙ্গে কেন্দ্রে কোয়ালিশন সরকারের কথা ভাবছে না। সি পি আই বাম ও গণতান্ত্রিক শক্তি নিয়ে সরকার গঠনে বিশ্বাসী। কিন্তু তাতে সময় লাগবে।

সি পি আই মহাজোটকেই সবচেয়ে বড় বিপদ বলে মনে করে। শ্রীরাও আরও বলেন, জনসঙ্ঘ ফ্যাসীবাদী দল হিসাবে বেড়ে উঠছে এবং সি পি এম এই বিপদ সম্পর্কে সচেতন নয়।

নব কংগ্রেস উন্নয়নের পুঁজিবাদী রাস্তা নিয়েছে বলে নিন্দা করা হয়েছে। ফলে একচেটিয়া রাইশক্তিশালী হচ্ছে।

এস এস পি ও সি পি এমের ভূমিকা সম্পর্কে নিন্দা করে বলা হয়েছে, এস এস পি থেকে যারা বেরিয়ে আসবে তাদের সঙ্গে কথা বলতে সি পি আই রাজী। সি পি এমের বিভেদপন্থী নীতিরও নিন্দা করা হয়েছে।

সি পি আই চায় বিচারপতিকে বরখাস্ত করার ক্ষমতা সংসদের থাকা উচিত।

ইসতাহারে আরও বলা হয়েছে, একক সংখ্যাগরিষ্ঠ দল হিসাবে লোকসভায় ফিরে এসে নব কংগ্রেস সব সমস্যার সমাধান করতে পারবে বলে শ্রীমতী গান্ধী ভেবে থাকলে খুব ভুল করেছেন। শুধু বাম ও গণতান্ত্রিক শক্তির মোরচাই তা পারবে।

সি পি আই সম্পত্তির অধিকার সরাসরি বিলোপের পক্ষপাতী নয়। তারা চায়, বড়লোকদের অধিকার বেঁধে দেওয়ার জন্য সংবিধান সংশোধন।

বিভিন্ন দাবি : (১) আনুপাতিক প্রতিনিধি, (২) ১৮ বছরেই ভোটের অধিকার, (৩) রাজ্যপাল পদলোপ, (৪) রাজ্যসভা লোপ, (৫) রাজ্যকে আরও ক্ষমতাদান প্রভৃতি। বিদেশী ব্যাংক রাষ্ট্রায়ত্তও তাদের দাবি।

ওড়িশা বিধান সভা ভাঙার সুপারিশ অনুমোদিত

প্রথম পৃষ্ঠার পঞ্চম কলমের পর

শ্রীসেনবর্মা ওড়িশায় লোকসভার নির্বাচনের তারিখ ৫ মারচ ইতিমধ্যেই স্থির করেছেন।

ওড়িশা হচ্ছে তৃতীয় রাজ্য যেখানে একই সঙ্গে লোকসভা ও বিধানসভায় নির্বাচন হবে। বাকি দুটি রাজ্য হল পশ্চিম বাংলা ও তামিলনাড়ু।

মন্ত্রিসভা রাষ্ট্রপতির সুপারিশের সঙ্গে একমত যে, বর্তমান পরিস্থিতিতে ওড়িশায় স্থায়ী সরকার গঠন সম্ভব নয়।

আশা করা যাচ্ছে, ওড়িশা বিধানসভা ভেঙে দিয়ে রাষ্ট্রপতি আগামীকালই নোটিশ জারি করবেন এবং একই সঙ্গে বিধানসভা ও লোকসভা নির্বাচনের নির্দেশ দেবেন।

কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার ওই সিদ্ধান্তে সাধারণভাবে রাজ্যের রাজনৈতিক দলগুলি খুশি।

প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী ও স্বতন্ত্র পারটির নেতা শ্রী আর এন সিংদেও বলেন, রাজনৈতিক অনিশ্চয়তার শেষ পর্যন্ত অবসান ঘটলো। এতে আমি খুশি।

প্রাক্তন উপমুখ্যমন্ত্রী ও জন কংগ্রেসের নেতা শ্রীপবিত্রমোহন প্রধান বলেন, আমাদের দাবি মানা হয়েছে দেখে আমরা খুশি।

কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার সিদ্ধান্ত জানার কিছুক্ষণ পরেই স্বতন্ত্র পারটির নেতৃদ্বয় শ্রী আর এন সিংদেও ও শ্রী কে পি দেও প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী ও আদি কংগ্রেস নেতা শ্রীসদাশিব ত্রিপাঠীর সঙ্গে দেখা করে দু দলের মধ্যে নির্বাচনী বোঝাপড়ার বিষয় নিয়ে আলোচনা করেন।

—পি টি আই ও ইউ এন আই

পি এস পির ৮ জন প্রার্থী সম্পর্কে সিদ্ধান্ত

বিশেষ সংবাদদাতা

নয়াদিল্লি, ২১ জানুয়ারি—প্রজা সমাজতন্ত্রী দলের কেন্দ্রীয় সংসদীয় বোরড আজ লোকসভার আসন্ন নির্বাচনে দলের ৮ জন প্রার্থীর নাম চূড়ান্তভাবে স্থির করেছেন।

এই ৮ জনের মধ্যে ওড়িশার ৪ জন, উত্তর প্রদেশের ৩ জন এবং পানজাবের ১ জন আছেন। অবশিষ্ট প্রার্থীদের সম্পর্কে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য ২৪ ও ২৫ জানুয়ারি বোরডের আবার বৈঠক বসছে।

দলের জয়েণ্ট সেক্রেটারি শ্রীসুরেন্দ্র মোহন জানান, পারটি ৭০।৮০টি লোকসভার আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবে।

বাতিল লোকসভার ২ জন পি এস পি সদস্য শ্রীসুরেন্দ্রনাথ দ্বিবেদী ও শ্রীসমরেন্দ্রনাথ কুণ্ডু কেন্দ্রপাড়া ও বালেশ্বর কেন্দ্রে পুনরায় দলের প্রার্থী মনোনীত হয়েছেন। ওড়িশা থেকে লোকসভার পি এস পি-র অপর দু জন প্রার্থী হলেন শ্রীবিশ্বনাথ পণ্ডিত ও শ্রীবাইধর বেহারা। এঁরা যথাক্রমে কটক ও জেপুর থেকে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন।

নির্বাচনী রণক্ষেত্রে কে কোথায়

নয়াদিল্লি, ২১ জানুয়ারি—ভূতপূর্ব কেন্দ্রীয় উপমন্ত্রী শ্রীভানুপ্রকাশ সিং জনসংঘের টিকিটে ভূপাল থেকে লোকসভার পুনর্নির্বাচনে দাঁড়াচ্ছেন। তিনি সম্প্রতি নব কংগ্রেস থেকে পদত্যাগ করেন।

শ্রীসিং এক বিবৃতিতে বলেন, একমাত্র জনসংঘই শান্তিপূর্ণ পদ্ধতির মাধ্যমে এবং জাতীয় স্বার্থ কোনভাবেই বিসর্জন না দিয়ে সামাজিক—বৈষয়িক পরিবর্তন আনতে পারে বলে তাঁর ধারণা। এখবর ইউ এন আই-এর।

• • •

কানপুরের খবর : আসন্ন লোকসভা নির্বাচনে প্রজা সমাজতন্ত্রী দল উত্তর প্রদেশ থেকে ২১টি আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবে বলে দলের ইউ পি ইউনিটের চেয়ারম্যান শ্রীবলওয়ান সিং জানান।

তিনি বুধবার এখানে সাংবাদিকদের কাছে বলেন, এই মাসের শেষাশেষি দলের প্রার্থীতালিকা প্রকাশ করা হবে।

তিনি আরও বলেন, রাইবেরিলী নির্বাচনকেন্দ্রে তাঁর দল এস এস পি নেতা শ্রীরাজনারায়ণকে সমর্থন করবেন। এই কেন্দ্রে শ্রীরাজনারায়ণ প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী গান্ধীর সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন। ইউ এন আই এ খবর দিয়েছেন।

• • •

চণ্ডিগড়ের খবর : হরিয়ানা কংগ্রেসের (নব) সাধারণ সম্পাদক শ্রীবানারসী দাসগুপ্ত বৃহস্পতিবার এখানে বলেন, লোকসভা নির্বাচনে তাঁর দল তাঁদের বর্তমান পাঁচজন সদস্যকে তাঁদের পুরাতন নির্বাচনকেন্দ্র থেকেই দাঁড় করাবেন বলে সিদ্ধান্ত করেছেন।

এই পাঁচজন হলেন : কেন্দ্রীয় রেলমন্ত্রী শ্রীগুলজারিলাল নন্দ (কাইথাল), যোগাযোগ দফতরের রাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রীশের সিং (ঝাজ্জর), শ্রীরণধীর সিং (রোটাক), শ্রীমাধোরাম শরমা (করনাল) এবং শ্রীদলবীর সিং (সিরসা—সংরক্ষিত)।

শ্রীদাশগুপ্ত দাবি করেন যে, তাঁর দল লোকসভায় হরিয়ানার ন'টি আসনেই জয়ী হবেন। তিনি বলেন, তাঁদের 'প্রগতিমূলক ও সমাজতান্ত্রিক কর্মসূচীর' জন্যই তাঁদের দলের জয় অবশ্যম্ভাবী। এখবর ইউ এন আই-এর।

• • •

ভূপাল থেকে আমাদের নিজস্ব সংবাদদাতা জানাচ্ছেন :

বিদিশা (মধ্যপ্রদেশ) থেকে রাজ্যসভায় নির্বাচিত জনসংঘের বর্তমান সদস্য শ্রীনিরঞ্জন ভারমা চার পারটি জোটের সিদ্ধান্তে চরম অসন্তোষ প্রকাশ করেন। বিদিশা নির্বাচনকেন্দ্র থেকে প্রার্থী হিসাবে বৃহৎ সংবাদপত্র মালিক ও শিল্পপতি শ্রীরামনাথ গোয়েংকাকে দাঁড় করানোর ব্যাপারে জনসংঘের সম্মতিদানে তিনি অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হয়েছেন।

শ্রীভারমা বুধবার স্থানীয় হিন্দি দৈনিকের জনৈক সাংবাদিককে বলেন, তিনি শ্রীগোয়েংকার বিরুদ্ধে দাঁড়াবেন এবং দরকার হলে তাঁর বেশ কিছুসংখ্যক অনুগামীদের নিয়ে তিনি জনসংঘ থেকে বেরিয়ে আসবেন।

• • •

কোচিনের খবর : মারসবাদী নেতা শ্রীনামবুদিরিপাদ বৃহস্পতিবার এখানে বলেন, আসন্ন নির্বাচন হবে জাতীয় নির্বাচন এবং তাঁর দল জাতীয় নীতির ভিত্তিতে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবে। সুতরাং কেরলে এস এস পি-র সঙ্গে তাঁদের দলের কোন সমঝোতা হতে পারে না; কারণ, 'প্রতিক্রিয়াশীলদের' সঙ্গে সমঝোতা করাই হল এস এস পি-র জাতীয় নীতি যাকে সি পি এম কিছুতেই মেনে নিতে পারে না। ইউ এন আই খবরটি দিয়েছেন।

শ্রীযতীন চক্রবর্তী বালুরঘাটে দাঁড়াচ্ছেন

স্টাফ রিপোরটার

আর এস পি নেতা শ্রীযতীন চক্রবর্তী এবার বালুরঘাট থেকে দাঁড়াচ্ছেন।

তিনি প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন পশ্চিম দিনাজপুরের বালুরঘাট বিধানসভা কেন্দ্র থেকে। এজন্য আজ বৃহস্পতিবার ভোরের বাসেই তাঁর বালুরঘাট রওনা হয়ে যাওয়ার কথা।

দক্ষিণ ফ্রানসে বিমান দুর্ঘটনা

১৯ জন আরোহীর মৃত্যু

প্যারিস, ২১ জানুয়ারি—আজ দক্ষিণ ফ্রানসে এক বিমান দুর্ঘটনায় ফরাসী আণবিক শক্তি কমিশনের ৭ জন উচ্চপদস্থ অফিসার, ৪ জন সামরিক অফিসার ও অপর ৮ জন লোক নিহত হয়েছেন বলে আশংকা করা হচ্ছে। আজ সকাল থেকে ঐ বিমানটি নিখোঁজ হয়। সন্ধ্যায় বিমানটির ধ্বংসাবশেষের খোঁজ মেলে। আকাশে বিমানটিতে বিস্ফোরণ ঘটে। ১৯ জন আরোহীর কেহই বেঁচে নেই বলে মনে হচ্ছে।

—এ এফ পি

তরুণদের প্রতি মুখ্য নির্বাচনী কমিশনারের আবেদন

নিজস্ব প্রতিনিধি

মুখ্য নির্বাচনী কমিশনার শ্রীশ্যামাপ্রসন্ন সেনবর্মা দেশের যুব সমাজ, বিশেষ করে পশ্চিমবঙ্গের তরুণদের কাছে আবেদন জানিয়েছেন, তাঁরা যেন মুহূর্তকাল থেমে প্রাপ্ত বয়স্ক ভোটাধিকারের অর্থনৈতিক তাৎপর্য অনুধাবন করেন।

তিনি মনে করেন, স্বাধীনতার পর বিগত ২৩ বছর গণতন্ত্র যেভাবে চলেছে তা দেখে যুবসমাজ সম্ভবত মোহমুক্ত হয়েছেন। তাঁরা হয়ত গণতন্ত্র ও নির্বাচনে আস্থা হারিয়েছেন এবং নতুন চিন্তাধারার দিকে ঝুঁকেছেন। তাঁদের ধারণা, এই গণতন্ত্র দারিদ্র্য দূর করতে এবং সামাজিক-অর্থনৈতিক সুবিচার আনতে সক্ষম নয়।

শ্রীসেনবর্মা মনে করেন, দেশের সংবিধানের প্রস্তাবনায় রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক সুবিচারের যে কথা আছে, উপযুক্ত প্রতিনিধিদের সংসদে পাঠাতে পারলে তার মাধ্যমে শান্তিপূর্ণ সমাজবিপ্লব ঘটানো সম্ভব।

ডঃ মহতাব নব কংগ্রেসে যোগ দিলেন

প্রথম পৃষ্ঠার তৃতীয় কলমের পর

তা জানা যায়নি। তবে সংখ্যাটা খুব কম হবে না।

জনকংগ্রেস নেতা ডাঃ হরেকৃষ্ণ মহতাব, শ্রীবনমালী পটনায়ক, শ্রীশান্তনুকুমার দাশ গতকাল রাত্রে রাজভবনে প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে কথাবার্তা বলেছেন।

রাঁচি যাওয়ার প্রাক-মুহূর্তে বিমানবন্দরে সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে প্রধানমন্ত্রী জানান জনকংগ্রেসের নেতাদের সঙ্গে আলোচনার ফলাফল যাই ঘটুক—অপ্রত্যাশিত কিছু নয়। জনকংগ্রেসের কতজন নব কংগ্রেসে যোগ দিচ্ছেন তা তিনি জানেন না। 'এ ব্যাপারে স্থানীয় নেতাদের জিজ্ঞেস করাই ভালো।'

জনকংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক শ্রীসুরেন্দ্র পটনায়কও প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে আলাদাভাবে দেখা করেছেন। পরে তিনি সাংবাদিকদের বলেন কয়েকজন দলত্যাগ করলেও জনকংগ্রেস যেমন ছিল তেমনি থাকবে।

শ্রীবনমালী পটনায়ক সাংবাদিকদের জানিয়েছেন গতকাল রাত্রেই তিনি জনকংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদকের কাছে তাঁর পদত্যাগপত্র পাঠিয়ে দিয়েছেন।

উৎকল প্রদেশ (নব) কংগ্রেস কমিটির আহ্বায়ক শ্রীবিনায়ক আচার্য বলেন, জনকংগ্রেসের কয়েকজন নব কংগ্রেসে যোগ দিচ্ছেন বলে সরকারীভাবে কোন চিঠি তিনি পাননি।

জনকংগ্রেসীদের নব কংগ্রেসে যোগদান সম্পর্কে প্রধানমন্ত্রী

প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী গতকাল রাত্রে এখানে এক সাংবাদিক সম্মেলনে জানান—জনকংগ্রেসের নব কংগ্রেসভুক্তির কোন প্রস্তাব এখন পর্যন্ত আসেনি।

এক প্রশ্নের জবাবে শ্রীমতী গান্ধী বলেন ডঃ হরেকৃষ্ণ মহতাবের মত নেতারা নব কংগ্রেসে যোগ দিলে দলের কর্মীরা আপত্তি তুলবেন বলে তিনি মনে করেন না।

প্রধানমন্ত্রী বলেন—শ্রীবিজু পট্টনায়কের নব কংগ্রেসে যোগদানের কোন প্রশ্নই ওঠে না।

প্রধানমন্ত্রী এক প্রশ্নের জবাবে জানান—কাউকে দলে টানার কোন চেষ্টা তিনি করছেন না। তবে তাঁদের নীতি ও আদর্শ যাঁরা সমর্থন করেন তাঁরাই তাঁদের পাশে আসতে পারেন।

ফারনানডেজ-পাতিল প্রতিদ্বন্দ্বিতা হলে পরিণাম গুরুতর হবে
— মধু লিমায়ে

বিশেষ সংবাদদাতা

নয়াদিল্লি, ২১ জানুয়ারি—এস এস পি নেতা শ্রীমধু লিমায়ে আজ এখানে সাংবাদিকদের কাছে বলেন, আদি কংগ্রেসপ্রার্থী শ্রী এস কে পাতিল দক্ষিণ বোমবাই নির্বাচন কেন্দ্রে এস এস পি-র শ্রীজরজ ফারনানডেজের সঙ্গে যদি প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন তাহলে তার 'ফল গুরুতর' হবে।

গুরুতর পরিণাম কি হতে পারে তা তিনি অবশ্য পরিষ্কার করে বলেননি। তবে তিনি এইটুকু বলেন, দক্ষিণ বোমবাই নির্বাচন কেন্দ্র নিয়ে আলোচনার আর কিছু নেই। (এস এস পি সাধারণ সম্পাদক শ্রীফারনানডেজ গত লোকসভা নির্বাচনে শ্রীপাতিলকে পরাজিত করে এই কেন্দ্র থেকেই নির্বাচিত হন)।

শ্রীলিমায়ে প্রেস ক্লাব অব ইনডিয়াতে এক সাংবাদিক বৈঠকে বলেন, জনসংঘ, স্বতন্ত্র পারটি ও আদি কংগ্রেসের সঙ্গে তাঁর দল জোটবদ্ধ হলেও কেন্দ্রে ওই তিন দলকে নিয়ে সরকার গঠনের ব্যাপারে এস এস পি কোন প্রতিশ্রুতি দেয়নি। তিনি বলেন, তাঁদের পথের সবচেয়ে বড় বাধা হল শ্রীমতী গান্ধীর সরকার। সেই সরকারকে অপসারিত করার জন্যই এই জোট। তিনি আরও বলেন, এই বাধা অপসারিত হওয়া মাত্রই এস এস পি সময় নির্দিষ্ট একটি কর্মসূচী রূপান্তরিত করার জন্য অন্যান্য দলকে নিয়ে কেন্দ্রে সরকার গঠনের চেষ্টা করবে।

এক প্রশ্নের জবাবে এস এস পি নেতা বলেন, ১৯৬৭ সালের নির্বাচনের মত এই নির্বাচনেও বৈদেশিক মুদ্রা একটা বিরাট ভূমিকা নেবে বলে তিনি সন্দেহ করছেন। পশ্চিম এবং পূর্ব উভয় ব্লক থেকে এখানে অঢেল টাকা এসে পৌঁছবে।

২৫ জানুয়ারি পর্যন্ত ভোটার হওয়া চলবে

নিজস্ব প্রতিনিধি

আসন্ন মধ্যবর্তী নির্বাচনে ভোটার তালিকায় নামভুক্ত করার মেয়াদ ২৫ জানুয়ারি পর্যন্ত বাড়ানো হয়েছে। ওইদিন বিকাল পাঁচটা পর্যন্ত যাঁরা দরখাস্ত করবেন তাঁদের নাম ভোটার তালিকায় তোলা হবে।

যাঁরা নাম তালিকাভুক্ত করতে চান তাঁদের ৬নং ফরমে দরখাস্ত করতে হবে। ইলেকটোরাল রেজিসট্রেশন অফিসে দশ পয়সা দিয়ে ওই ফরম পাওয়া যাবে। কলকাতায় ২নং চারচ লেনে ডেপুটি চিফ ইলেকটোরাল অফিসার ও জেলাগুলিতে সাব ডিভিশনাল ম্যাজিসট্রেটরা ইলেকটোরাল রেজিসট্রেশন অফিসার হিসাবে কাজ করছেন। ৬নং ফরমের অনুরূপ টাইপ করা, ছাপানো বা হাতে লেখা ফরমে দরখাস্ত করলে তাও গৃহীত হবে।

পঃ বঙ্গে লোক গণনা ১ ফেবরুয়ারি শুরু

প্রথম পৃষ্ঠার সপ্তম কলমের পর

রাখতে চান। এজন্য কর্মী লাগবে আশি হাজার।

গৃহহীন, রাস্তা বা ফুটপাত বাসিন্দাদের কিন্তু গোনা হচ্ছে পশ্চিমবঙ্গ সমেত সমগ্র দেশে একই সঙ্গে একই দিনে—৩১ মারচ।

তারপর ১ থেকে ৪ এপরিল পর্যন্ত ভারতের অন্যান্য রাজ্যের সঙ্গে একই সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গেও চলবে লোকগণনার তালিকা রিভিশন। এবং এ বছর ১ এপরিল ভারতের মোট লোকসংখ্যা কত হল তারই ভিত্তিতে বের হবে সেনসাস রিপোরট। পশ্চিমবঙ্গে লোকগণনা আগে আরম্ভ হলেও ফল একই সঙ্গে ঘোষণা করা হবে।

এবার সেনসাসে তিনটি নতুন জিনিস জানতে চাওয়া হচ্ছে। (১) বর্তমানে যেখানে বাস করছেন তার আগে কোথায় ছিলেন। এর দ্বারা জনসংখ্যার এক জায়গা থেকে আর এক জায়গায় চলাচলের হার পাওয়া যাবে। (২) চাকরির বাইরে অন্য কোন রোজগার আছে কিনা। (৩) গত বছর কোন সন্তান হয়েছে কিনা—এ থেকে তাঁরা বের করবেন বয়স গ্রুপ হিসাবে জন্মহার।

তাইহোকুর বিমান দুর্ঘটনায় নেতাজীর মৃত্যু হয়নি

বোমবাই, ২১ জানুয়ারি—নেতাজীর দেহরক্ষী বলে বর্ণিত শ্রীওসমান প্যাটেল আজ এখানে খোসলা কমিশনের কাছে বলেন, ১৯৪৫ সালের ১৮ আগসট তাইহোকুতে বিমান দুর্ঘটনায় নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুর মৃত্যু হয় নি। তিনি শ্রীরাসবিহারী বসুর পত্নী ও অন্য দুজন জাপানী অফিসারকে সঙ্গে নিয়ে সেখান থেকে অন্য জায়গায় যান।

শ্রীপ্যাটেল বলেন, ১৯৪৫ সালে ১৮ আগসট তিনি বিমানে নেতাজীর সঙ্গ নেন। নেতাজী, কঃ হবিবুর রহমন ও তাঁকে নিয়ে বিমানটি সিঙ্গাপুর ত্যাগ করে। তেল নেবার জন্য সায়গনে কিছুক্ষণ থামার পর বিমানটি তাইহোকুতে অবতরণ করে। বিমানঘাঁটিতে নেতাজীর সঙ্গে শ্রীমতী বসু তাঁর দুই ছেলে এবং ২ জন জাপানী অফিসার ক্যাপটেন নিকাসে ও শ্রীসোমানের সাক্ষাৎ হয়।

পরলোকে ডঃ মতিলাল দাশ

স্টাফ রিপোরটার

আলিপুরের অবসরপ্রাপ্ত জজ ডঃ মতিলাল দাশ বৃহস্পতিবার তাঁর নিউ আলিপুরের বাড়িতে পরলোকগমন করেছেন। তিনি রক্তচাপে ভুগছিলেন। বয়স হয়েছিল ৭১।

ডঃ দাশের আদি নিবাস ছিল পূর্ব পাকিস্তানের খুলনা জেলার দাইভাগনা গ্রামে। তিনি কৃতী ছাত্র, এম এ পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণীতে প্রথম এবং আইনের স্নাতক হন প্রথম শ্রেণীতে।

ডঃ দাশ বহু দেশ ভ্রমণ করে 'বিশ্ব পরিক্রমা' রচনা করেন। তিনি কবিতা, গল্প, উপন্যাসও রচনা করেছেন। অনেক আইন গ্রন্থেরও তিনি রচয়িতা। ডঃ দাশের স্ত্রী, ছয় পুত্র, চার কন্যা বর্তমান।

এবারের বার্ষিক সংখ্যা আনন্দবাজার প্রকাশিত হবে বর্ধিত কলেবরে, বিশিষ্ট ও বৈচিত্র্যময় রচনার সম্ভারে সংকলনরূপে।

অগ্রগতির পথে বাধা পুঁজিপতিরা

— ইন্দিরা

ফৈজাবাদ (উত্তর প্রদেশ), ২১ জানুয়ারি—প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী আজ এখানে এক নির্বাচনী সভায় বলেন : মুষ্টিমেয় কয়েকজনের হাতে সম্পদ কেন্দ্রীভূত হওয়ায় যে প্রবণতা সম্প্রতি দেখা যাচ্ছে, তা রোধ করতে এবং সেই সঙ্গে সমাজের সর্ব-শ্রেণীর লোকদের পরিকল্পিত উন্নয়নের সুযোগ-সুবিধা ভোগ করতে দিতে তাঁর দল বদ্ধপরিকর।

শ্রীমতী গান্ধী বলেন : তাঁর সরকার সমাজবাদের দিকে এগিয়ে চলেছেন। তাঁদের এই অগ্রগমন রোধ করতে পুঁজিপতি, বড় বড় সংবাদপত্রের মালিক, রাজা ও মহারাজারা এখন কোমর বেঁধে লেগেছেন। এঁদের এই দুরভিসন্ধি বানচাল করে দেওয়ার জন্য তিনি জনগণের সমর্থন চান।

তিনি দুঃখ প্রকাশ করে বলেন, মুসলমানরা তাঁদের ছেলে-মেয়েদের মাতৃভাষায় প্রাথমিক শিক্ষা দেওয়ার জন্য যে দাবি জানিয়ে আসছেন, তা এখনও পূরণ করা হয়নি। তাঁদের প্রতি যাতে ন্যায় বিচার করা হয় তার ব্যবস্থা করা হবে।

প্রধানমন্ত্রী তাঁর আট দিনের ঝটিকা নির্বাচনী সফরের শেষ পর্যায়ে বিহার থেকে এখানে এসেছেন। বিহারে তিনি মজঃফরপুর, বস্তিয়া ও পাটনায় জনসভায় ভাষণ দেন। সর্বত্রই তিনি বিপুলভাবে অভিনন্দিত হন।

—ইউ এন আই

ডি এম কে-নব কংগ্রেস আলোচনায় অচলাবস্থা

মাদ্রাজ, ২১ জানুয়ারি—তামিলনাড়ুতে লোকসভা ও বিধানসভা আসন বণ্টন নিয়ে নব কংগ্রেস ও ডি এম কের মধ্যে যে আলোচনা হচ্ছিল অচলাবস্থার মধ্যে তা শেষ হয়েছে বলে নব কংগ্রেস নেতা শ্রী সি সুব্রহ্মণ্যম জানিয়েছেন।

তিনি জানান: কাল তামিলনাড়ু নব কংগ্রেস কর্ম সমিতির জরুরী বৈঠকে বিষয়টি পেশ করা হবে।

ডি এম কে সভাপতি বলেন, তাঁরা নব কংগ্রেসকে ৫ থেকে ৭টি লোকসভা আসন এবং ১০ থেকে ১৫টি বিধানসভা আসন দিতে চেয়েছিলেন। কিন্তু তাঁরা সন্তুষ্ট হন নি। তাই আলোচনা অচলাবস্থার মধ্যে শেষ হয়ে যায়।

ডি এম কে ইন্দিরাজীর প্রগতিশীল নীতিগুলি সমর্থন করবে

ডি এম কে এর সভাপতি শ্রী এম করুণানিধি আজ এখানে বলেছেন যে, প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী গান্ধী লোকসভার নির্বাচনে জয়লাভ করে আবার ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হলে ডি এম কে তাঁর প্রগতিশীল নীতিগুলিকে সমর্থন করতে দ্বিধা করবে না।

তিনি সাংবাদিকদের বলেন, রাজ্যে নব কংগ্রেস ও তাঁর দলের মধ্যে আলোচনা চূড়ান্তভাবে ব্যর্থ হলেও প্রধানমন্ত্রীর প্রগতিশীল নীতিগুলির প্রতি দলের সমর্থন অব্যাহত থাকবে।

—পি টি আই ও ইউ এন আই

কে সি পন্থের বিরুদ্ধে সি বি গুপ্ত

নয়াদিল্লি, ২১ জানুয়ারি—আদি কংগ্রেস নেতা শ্রী সি বি গুপ্ত আজ এক বিবৃতিতে বলেছেন, তিনি উত্তর প্রদেশের নৈনিতাল লোকসভা কেন্দ্রেই দাঁড়াবেন। তাঁর এই সিদ্ধান্তের কোন নড়চড় হবে না। এই আসনে তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী হচ্ছেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র দফতরের রাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রী কে সি পন্থ।

আচার্য জে বি কৃপালনী কয়েকটি দলের সমর্থিত প্রার্থী হিসাবে আসন্ন নির্বাচনে আগরা (সাধারণ) লোকসভা আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন। ১৯৫২ সাল থেকে এই কেন্দ্র থেকে নির্বাচিত হয়ে আসছেন শেঠ অচল সিং (নব কংগ্রেস)।

নেপালে ভারতের রাষ্ট্রদূত ও প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী শ্রীরাজ বাহাদুর নব কংগ্রেস প্রার্থী হিসাবে রাজস্থানের ভরতপুর লোকসভা কেন্দ্রে দাঁড়াচ্ছেন। এই কেন্দ্রে তাঁর বিরুদ্ধে লড়বেন বি কে ডি-প্রার্থী ভরতপুরের মহারাজা ব্রিজেন্দ্র সিং।

—ইউ এন আই ও পি টি আই

শান্তিনিকেতনে শ্রীদেবনাথের স্মরণে শোকমিছিল

নিজস্ব সংবাদদাতা

শান্তিনিকেতন ২১ জানুয়ারি। অজ্ঞাত আততায়ীর ছোরায় নিহত বিশ্বভারতীর কর্মী ধীরেশরঞ্জন দেবনাথের মৃতদেহ আজ সন্ধ্যায় সংকার করা হয়। উপাচার্য ও কর্ম-সচিবকে সঙ্গে রেখে এক বিরাট শোকমিছিল আশ্রম পরিক্রমা করে। শ্রীদেবনাথের স্মরণে আজ বিশ্বভারতীর সব বিভাগ বন্ধ ছিল।

আজ বীরভূমের জেলাশাসক ও বর্ধমান বিভাগের ডি-আই-জি শান্তিনিকেতনে এসে এই হত্যাকাণ্ড সম্পর্কে বিশ্বভারতী কর্তৃপক্ষের সঙ্গে বৈঠকে বসেন। শান্তিনিকেতনবাসী ও প্রতিষ্ঠানের ভবিষ্যৎ নিরাপত্তা সম্পর্কেও তাঁদের আলোচনা হয়।

আততায়ীকে ধরার জন্য পুলিশ কুকুর নিয়োগ করা হয়, কিন্তু এইদিন সন্ধ্যা পর্যন্ত কাউকে গ্রেফতার করা যায়নি।

তির্যক

—মন তুমি কৃষিকাজ জাননা।

আদির চরকার দাবিতে নব কংগ্রেসের আপত্তি

নয়াদিল্লি, ২১ জানুয়ারি—শাসক কংগ্রেস দল (অর্থাৎ নব কংগ্রেস) আসন্ন নির্বাচনে আদি কংগ্রেস দলকে নির্বাচনী প্রতীক হিসাবে চরকা ব্যবহার করতে দেওয়ার বিরোধিতা করেন।

নব কংগ্রেস দলের সাধারণ সম্পাদক শ্রী এইচ এম বহুগুণা গতকাল এ সম্পর্কে মুখ্য নির্বাচন কমিশনার শ্রী এস পি সেনবর্মার কাছে একখানি চিঠি লিখে জানিয়েছেন যে, শ্রীনিজলিঙ্গাপ্পার পরিচালিত দল চরকাকে তাঁদের দলের নির্বাচনী প্রতীক হিসাবে ব্যবহার করার জন্য যে অনুরোধ করেছেন যদি তাঁদের দলকে (বিরোধী কংগ্রেস দলকে) সেই অনুসারে এই প্রতীক চিহ্ন ব্যবহার করতে দেওয়া হয় তাহলে নির্বাচনের সময় শাসক কংগ্রেস দল তাঁদের নিজস্ব পতাকা ব্যবহার করতে পারবেন না। কারণ এই পতাকায় চরকা আছে। সুতরাং এর ফলে খুবই বিভ্রান্তির সৃষ্টি হবে।

—ইউ এন আই

রায়ের নকল আগে পাই

প্রথম পৃষ্ঠার সপ্তম কলমের পর

একজন পদস্থ অফিসার টেলিফোন ধরে রায়ের সারাংশ শুনে বিচলিত হয়ে পড়েন। মুহূর্ত বিলম্ব না করে তিনি স্বরাষ্ট্র সচিব শ্রী বি আর গুপ্তের কাছে ছোটেন। শ্রীগুপ্ত সংবাদটি জানান মুখ্যসচিব শ্রী এন সি সেনগুপ্তকে। শ্রীসেনগুপ্তও সঙ্গে সঙ্গে তা জানিয়ে দেন মুখ্য উপদেষ্টা শ্রীঘোষকে। আই-জি শ্রীপ্রসাদ বসুকেও ফোনে তা জানিয়ে দেওয়া হয়।

মুখ্যসচিব, স্বরাষ্ট্র সচিব এবং আই-জি—এঁরা সবাই তখন দিল্লি যাওয়ার জন্য ব্যস্ত। যাত্রা মুখে এই ধরনের খবরের জন্য তাঁরা কিছু হকচকিয়ে যান। তবু যা হয়, দিল্লি গিয়েই পরামর্শ করে স্থির করা যাবে ভেবে পূর্ব নির্ধারিত কর্মসূচি অনুযায়ী ওইদিন সন্ধ্যার বিমানে তাঁরা দিল্লি রওনা হয়ে যান। সেখানে মুখ্যসচিবগণের সম্মেলনে তাঁরা যোগ দেবেন।

এদিকে রায়ের খবরটি মহাকরণে এসে পৌঁছানোর কয়েক মিনিটের মধ্যেই পদস্থ অফিসার থেকে শুরু করে সাধারণ কর্মচারী মহলে তা দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে এবং সর্বত্র চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করে। এরপর কী হবে? অ্যাডিশনাল আই-জি শ্রীদুর্গাগতি ভট্টাচার্য—যাঁর মামলার ফলে এই রায় তিনিই কি এবার আই-জি হবেন? অথবা সরকার উচ্চতর আদালতে রায়ের বিরুদ্ধে আপীল করে স্টে অরডার চাইবেন? এবং স্টে অরডার পেলে আপাতত শ্রীপ্রসাদ বসুই আই-জি থেকে যাবেন? তারপর অন্য কেউ আই-জি হবেন? এই সব প্রশ্নে মহাকরণের ঘরে ঘরে নানা জল্পনা-কল্পনা চলতে থাকে।

আমার বলার নেই কিছু—দুর্গাগতিবাবু

ওদিকে এদিন সন্ধ্যায় বেকার রোডের বাড়িতে ঢুকতেই পাশের ঘরে দুর্গাগতিবাবু টেলিফোনের রিসিভারে হাত চাপা দিয়ে বললেন, 'এখানে একটু বসুন। একটু আসছি'। প্রাক্তন আই-জি শ্রী এস এম ঘোষ থেকে শুরু করে অনেকেই তাঁকে এদিন টেলিফোন করেন।

শ্রীভট্টাচার্য বললেন: আমার নিজের আর কিছু বলার নেই। যা কিছু বলার কোরটেই হয়েছে। তবে রেডিওতে শুনে অনেকে আমাকে অভিনন্দন জানিয়েছেন।

ড্রইংরুমে দুর্গাগতিবাবুর পাশে বসে কথা বলছিলাম। এরই মাঝে কলকাতা কলেজের দুর্গাবাবুর পত্নী শ্রীমতী গৌরী ভট্টাচার্য ও টেলিফোনের রিসিভার তুলে বলছেন 'এ অভিনন্দন ওর একার নয়, এটা আপনাদের সকলের'।

রাজ্যের আই-জি নিয়োগের ব্যাপারে বিচারপতি শ্রীসব্যসাচী মুখার্জি বৃহস্পতিবার যখন তাঁর রায় পড়ছিলেন তখন দুর্গাগতিবাবু হাইকোর্টেই উপস্থিত ছিলেন। উপস্থিত ছিলেন অনেক সরকারী অফিসার ও পুলিশের বড়কর্তা। বিচারপতির রায় পড়ার কথা শুনে তিনি আনন্দে ছুটে চলে যান লাইব্রেরিতে। সেখানে কয়েকজন ব্যারিস্টারকে তিনি এই খবরটি দেন। তার পরেই চলে আসেন আলিপুরে লেকের রোডে তাঁর কোয়ার্টারে। শ্রীভট্টাচার্য এখন ছুটিতে আছেন।

স্মরজিৎবাবু সদলবলে আদি কংগ্রেসে এলেন

স্টাফ রিপোর্টার

পশ্চিমবঙ্গের অন্যতম প্রবীণ নব কংগ্রেস নেতা শ্রীস্মরজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায় আদি কংগ্রেসে যোগ দিয়েছেন।

বৃহস্পতিবার কলকাতায় আদি কংগ্রেস নেতা শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র সেন একথা জানান। শ্রীসেন বলেন, স্মরজিৎবাবুর সঙ্গে নদীয়ার আরও ৩০০ জন নব কংগ্রেসকর্মীও আদি কংগ্রেসে চলে এসেছেন।

স্মরজিৎবাবু পশ্চিমবঙ্গের প্রাক্তন মন্ত্রী। কংগ্রেস বিভক্ত হওয়ার পর তিনি নব কংগ্রেসে যোগ দেন। এই দলের এ আই সি সি ও পি সি সি র-ও সদস্য ছিলেন। তিনি এখন এই দলের সক্রিয় ও প্রাথমিক সদস্য পদও ত্যাগ করলেন।

পদত্যাগের কারণ বর্ণনায় শ্রীবন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন : নব কংগ্রেসে মধ্যে অগণতান্ত্রিক নীতি ও গোষ্ঠী শাসন বাসা বেঁধেছে এবং প্রদেশ (নব) নেতৃত্বের মধ্যে প্রতিক্রিয়াশীল ও সমাজতন্ত্র বিরোধী শক্তির অনুপ্রবেশ ঘটেছে।

স্মরজিৎবাবু নব কংগ্রেসের দক্ষিণপন্থী কমিউনিস্ট দলের সঙ্গে নির্বাচনী আঁতাত করায় নীতির বিরুদ্ধাচরণ করে ইতিপূর্বেই প্রদেশ কংগ্রেস কার্যনির্বাহক কমিটির সদস্য-পদ ত্যাগ করেছিলেন।

যুব কংগ্রেস কর্মীর পদত্যাগ

নিজস্ব সংবাদদাতা

চন্দননগর, ২১ জানুয়ারি—হুগলি জেলা যুব কংগ্রেসের (আদি) সাধারণ সম্পাদকের পদে শ্রীজয়ন্ত দত্ত ইসতফা দিয়েছেন বলে জানা গিয়েছে।

হাওড়া-সালকিয়া রুটে ট্রাম উঠে গিয়েছে। এবার সেই লাইন তোলার কাজ শুরু হয়েছে। ফটো—ফটো-ফেয়ার, সালিখা

নির্বাচনী ইস্তাহার

নব কংগ্রেসের সমালোচনায় সি পি আই

বিশেষ সংবাদদাতা

নয়াদিল্লি, ২১ জানুয়ারি—সি পি আই তার নির্বাচনী ইসতাহারে নব কংগ্রেসের তীব্র সমালোচনা করেছে। তাতে বলা হয়েছে, কায়েমী স্বার্থ, একচেটে কারবারি ও সামন্ততন্ত্রের অনুকূলে নব কংগ্রেস "আপস এবং নরম হওয়ার" নীতি অনুসরণ করে চলেছে।

আজ এখানে প্রচারিত এই ইসতাহারে বাম ও গণতান্ত্রিক শক্তিগুলিকে নিয়ে নতুন লোকসভা গঠনের আহ্বান জানানো হয়েছে। নতুন লোকসভা, সি পি আই-এর সংকল্প অনুযায়ী জরুরী মার্কসবাদী ও অন্যান্য সংস্কারের কাজ রূপায়িত করবে এবং সুপ্রিম কোরটের উপর লোকসভার কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করবে।

দলের সাধারণ সম্পাদক শ্রীরাজেশ্বর রাও আজ এখানে এক সাংবাদিক বৈঠকে বলেন, তাঁর দল নব কংগ্রেসের সঙ্গে কেন্দ্রে কোয়ালিশন সরকারের কথা ভাবছে না। সি পি আই বাম ও গণতান্ত্রিক শক্তি নিয়ে সরকার গঠনে বিশ্বাসী। কিন্তু তাতে সময় লাগবে।

সি পি আই মহাজোটকেই সবচেয়ে বড় বিপদ বলে মনে করে। শ্রীরাও আরও বলেন, জনসংঘ ফ্যাসীবাদী দল হিসাবে বেড়ে উঠছে এবং সি পি এম এই বিপদ সম্পর্কে সচেতন নয়।

নব কংগ্রেস উন্নয়নের পুঁজিবাদী রাস্তা নিয়েছে বলে নিন্দা করা হয়েছে, ফলে একচেটিয়া রাষ্ট্রশক্তিশালী হচ্ছে।

এস এস পি ও সি পি এমের ভূমিকা সম্পর্কে নিন্দা করে বলা হয়েছে, এস এস পি থেকে যারা বেরিয়ে আসবে তাদের সঙ্গে কথা বলতে সি পি আই রাজী। সি পি এমের বিভেদ-পন্থী নীতিরও নিন্দা করা হয়েছে।

সি পি আই চায় বিচারপতিকে বরখাস্ত করার ক্ষমতা সংসদের থাকা উচিত।

ইসতাহারে আরও বলা হয়েছে, একক সংখ্যাগরিষ্ঠ দল হিসাবে লোকসভায় ফিরে এসে নব কংগ্রেস সব সমস্যার সমাধান করতে পারবে বলে শ্রীমতী গান্ধী ভেবে থাকলে খুব ভুল করেছেন। শুধু বাম ও গণতান্ত্রিক শক্তির মোরচাই তা পারবে।

সি পি আই সম্পত্তির অধিকার সরাসরি বিলোপের পক্ষপাতী নয়। তারা চায়, বড়লোকদের অধিকার বেঁধে দেওয়ার জন্য সংবিধান সংশোধন।

বিভিন্ন দাবি : (১) আনুপাতিক প্রতিনিধি, (২) ১৮ বছরেই ভোটের অধিকার, (৩) রাজ্যপাল পদলোপ, (৪) রাজ্যসভা লোপ, (৫) রাজ্যকে আরও ক্ষমতাদান প্রভৃতি। বিদেশী ব্যাংক রাষ্ট্রায়ত্তও তাদের দাবি।

ওড়িশা বিধান সভা ভাঙার সুপারিশ অনুমোদিত

প্রথম পৃষ্ঠার পঞ্চম কলমের পর

শ্রীসেনবর্মা ওড়িশার লোকসভার নির্বাচনের তারিখ ৫ মার্চ ইতিমধ্যেই স্থির করেছেন।

ওড়িশা হচ্ছে তৃতীয় রাজ্য যেখানে একই সঙ্গে লোকসভা ও বিধানসভার নির্বাচন হবে। বাকি দুটি রাজ্য হল পশ্চিম বাংলা ও তামিলনাড়ু।

মন্ত্রিসভা রাষ্ট্রপতির সুপারিশের সঙ্গে একমত যে, বর্তমান পরিস্থিতিতে ওড়িশায় স্থায়ী সরকার গঠন সম্ভব নয়।

আশা করা যাচ্ছে, ওড়িশা বিধানসভা ভেঙে দিয়ে রাষ্ট্রপতি আগামীকালই নোটিশ জারি করবেন এবং একই সঙ্গে বিধানসভা ও লোকসভা নির্বাচনের নির্দেশ দেবেন।

কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার ওই সিদ্ধান্তে সাধারণভাবে রাজ্যের রাজনৈতিক দলগুলি খুশি।

প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী ও স্বতন্ত্র পারটির নেতা শ্রী আর এন সিংদেও বলেন রাজনৈতিক অনিশ্চয়তার শেষ পর্যন্ত অবসান ঘটলো। এতে আমি খুশি।

প্রাক্তন উপমুখ্যমন্ত্রী ও জন কংগ্রেসের নেতা শ্রীপবিত্রমোহন প্রধান বলেন, আমাদের দাবি মানা হয়েছে দেখে আমরা খুশি।

কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার সিদ্ধান্ত জানার কিছুক্ষণ পরেই স্বতন্ত্র পারটির নেতৃদ্বয় শ্রী আর এন সিংদেও ও শ্রী কে পি দেও প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী ও আদি কংগ্রেস নেতা শ্রীসদাশিব ত্রিপাঠীর সঙ্গে দেখা করে দুই দলের মধ্যে নির্বাচনী বোঝাপড়ার বিষয় নিয়ে আলোচনা করেন।

—পি টি আই ও ইউ এন আই

পি এস পির ৮ জন প্রার্থী সম্পর্কে সিদ্ধান্ত

বিশেষ সংবাদদাতা

নয়াদিল্লি, ২১ জানুয়ারি—প্রজা সমাজতন্ত্রী দলের কেন্দ্রীয় সংসদীয় বোরড আজ লোকসভার আসন্ন নির্বাচনে দলের ৮ জন প্রার্থীর নাম চূড়ান্তভাবে স্থির করেছেন।

এই ৮ জনের মধ্যে ওড়িশার ৪ জন, উত্তর প্রদেশের ৩ জন এবং পানজাবের ১ জন আছেন। অবশিষ্ট প্রার্থীদের সম্পর্কে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়ার জন্য ২৪ ও ২৫ জানুয়ারি বোরডের আবার বৈঠক বসছে।

দলের জয়েণ্ট সেক্রেটারি শ্রীসুরেন্দ্র মোহন জানান, পারটি ৭০।৮০টি লোকসভার আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবে।

বাতিল লোকসভার ২ জন পি এস পি সদস্য শ্রীসুরেন্দ্রনাথ দ্বিবেদী ও শ্রীসমরেন্দ্রনাথ কুণ্ডু কেন্দ্রপাড়া ও বালেশ্বর কেন্দ্রে পুনরায় দলের প্রার্থী মনোনীত হয়েছেন। ওড়িশা থেকে লোকসভায় পি এস পি-র অপর দু জন প্রার্থী হলেন শ্রীবিশ্বনাথ পণ্ডিত ও শ্রীবাইধর বেহারা। এঁরা যথাক্রমে কটক ও জেপুর থেকে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন।

নির্বাচনী রণক্ষেত্রে কে কোথায়

নয়াদিল্লি, ২১ জানুয়ারি—ভূতপূর্ব কেন্দ্রীয় উপমন্ত্রী শ্রীভানু প্রকাশ সিং জনসংঘের টিকিটে ভূপাল থেকে লোকসভার পুনর্নির্বাচনে দাঁড়াচ্ছেন। তিনি সম্প্রতি নব কংগ্রেস থেকে পদত্যাগ করেন।

শ্রীসিং এক বিবৃতিতে বলেন, একমাত্র জনসংঘই শান্তিপূর্ণ পদ্ধতির মাধ্যমে এবং জাতীয় স্বার্থ কোনভাবেই বিসর্জন না দিয়ে সামাজিক—বৈপ্লবিক পরিবর্তন আনতে পারে বলে তাঁর ধারণা। এখবর ইউ এন আই-এর।

কানপুরের খবর : আসন্ন লোকসভা নির্বাচনে প্রজা সমাজতন্ত্রী দল উত্তর প্রদেশ থেকে ২১টি আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবে বলে দলের ইউ পি ইউনিটের চেয়ারম্যান শ্রীবলওয়ন্ত সিং জানান।

তিনি বুধবার এখানে সাংবাদিকদের কাছে বলেন, এই মাসের শেষ-শেষি দলের প্রার্থী তালিকা প্রকাশ করা হবে।

তিনি আরও বলেন, রায়বেরেলী নির্বাচনকেন্দ্রে তাঁর দল এস এস পি নেতা শ্রীরাজনারায়ণকে সমর্থন করবেন। এই কেন্দ্রে শ্রীরাজনারায়ণ প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী গান্ধীর সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন। ইউ এন আই এ খবর দিয়েছেন।

চণ্ডীগড়ের খবর : হরিয়ানা কংগ্রেসের (নব) সাধারণ সম্পাদক শ্রীবানারসী দাসগুপ্ত বৃহস্পতিবার এখানে বলেন, লোকসভা নির্বাচনে তাঁর দল তাদের বর্তমান পাঁচজন সদস্যকে তাদের পুরাতন নির্বাচনকেন্দ্র থেকেই দাঁড় করাবেন বলে সিদ্ধান্ত করেছেন।

এই পাঁচজন হলেন : কেন্দ্রীয় রেলমন্ত্রী শ্রীগুলজারিলাল নন্দ (কাইথাল), যোগাযোগ দফতরের রাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রীশের সিং (ঝাজ্জর), শ্রীরণধীর সিং (রোটাক), শ্রীমাধোরাম শরমা (করনাল) এবং শ্রীদলবীর সিং (সিরসা—সংরক্ষিত)।

শ্রীদাশগুপ্ত দাবি করেন যে, তাঁর দল লোকসভায় হরিয়ানার দুটি আসনেই জয়ী হবেন। তিনি বলেন, তাঁদের 'প্রগতিমূলক ও সমাজতান্ত্রিক কর্মসূচীর' জন্যই তাঁদের দলের জয় অবশ্যম্ভাবী। এখবর ইউ এন আই-এর।

ভূপাল থেকে আমাদের নিজস্ব সংবাদদাতা জানাচ্ছেন :

বিদিশা (মধ্যপ্রদেশ) থেকে লোকসভায় নির্বাচিত জনসংঘের বর্তমান সদস্য শ্রীনিরঞ্জন ভারমা চার পার্টি জোটের সিদ্ধান্তে চরম অসন্তোষ প্রকাশ করেন। বিদিশা নির্বাচনকেন্দ্র থেকে প্রার্থী হিসবে বৃহৎ সংবাদপত্র মালিক ও শিল্পপতি শ্রীরামনাথ গোয়েংকাকে দাঁড় করানোর ব্যাপারে জনসংঘের সম্মতিদানে তিনি অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হয়েছেন।

শ্রীভারমা বুধবার স্থানীয় 'হিন্দি' দৈনিকের জনৈক সাংবাদিককে বলেন, তিনি শ্রীগোয়েংকার বিরুদ্ধে দাঁড়াবেন এবং দরকার হলে তাঁর বেশ কিছু-সংখ্যক অনুগামীদের নিয়ে তিনি জনসংঘ থেকে বেরিয়ে আসবেন।

কোচিনের খবর : মারকসবাদী নেতা শ্রীনাম্বুদিরিপাদ বৃহস্পতিবার এখানে বলেন, আসন্ন নির্বাচন হবে ত্রিকোণীয় নির্বাচন এবং তাঁর দল জাতীয় নীতির ভিত্তিতে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবে। সুতরাং কেরালে এস এস পি-র সঙ্গে তাদের দলের কোন সমঝোতা হতে পারে না। কারণ, 'প্রতিক্রিয়াশীলদের' সঙ্গে সমঝোতা করাই হল এস এস পি-র জাতীয় নীতি, যাকে সি পি এম কিছুতেই মেনে নিতে পারে না। ইউ এন আই খবরটি দিয়েছেন।

শ্রীযতীন চক্রবর্তী বালুরঘাটে দাঁড়াচ্ছেন

স্টাফ রিপোর্টার

আর এস পি নেতা শ্রীযতীন চক্রবর্তী এবার বালুরঘাট থেকে দাঁড়াচ্ছেন।

তিনি প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন পশ্চিম দিনাজপুরের বালুরঘাট বিধানসভা কেন্দ্র থেকে। একদল আজ বৃহস্পতিবার ভোরের বাসেই তাঁর বালুরঘাট রওনা হয়ে যাওয়ার কথা।

দক্ষিণ ফ্রান্সে বিমান দুর্ঘটনা

১৯ জন আরোহীর মৃত্যু

প্যারিস, ২১ জানুয়ারি—আজ দক্ষিণ ফ্রান্সে এক বিমান দুর্ঘটনায় ফরাসী আণবিক শক্তি কমিশনের ৭ জন উচ্চপদস্থ অফিসার, ৪ জন সামরিক অফিসার ও অপর ৮ জন লোক নিহত হয়েছেন বলে আশংকা করা হচ্ছে। আজ সকাল থেকে ঐ বিমানটি নিখোঁজ হয়। সন্ধ্যায় বিমানটির ধ্বংসাবশেষের খোঁজ মেলে। এ কারণে বিমানটিতে বিস্ফোরণ ঘটে ১৯ জন আরোহীর কেউই বেঁচে নেই বলে মনে হচ্ছে। —এ এফ পি

তরুণদের প্রতি মুখ্য নির্বাচনী কমিশনারের আবেদন

নিজস্ব প্রতিনিধি

মুখ্য নির্বাচনী কমিশনার শ্রীশ্যামাপ্রসাদ সেনবর্মা দেশের যুব সমাজ, বিশেষ করে ছাত্রসমাজের উদ্দেশ্যে আবেদন জানিয়েছেন, তাঁরা যেন মুহূর্তকাল থেমে প্রাপ্ত বয়স্ক ভোটাধিকারের অর্থনৈতিক তাৎপর্য অনুধাবন করেন।

তিনি মনে করেন, স্বাধীনতার পর বিগত ২৩ বছর গণতন্ত্র যেভাবে চলেছে তা দেশে যুবসমাজ সম্ভবত মোহমুক্ত হয়েছেন। তাঁরা হয়ত গণতন্ত্র ও নির্বাচনে আস্থা হারিয়েছেন এবং 'নতুন চিন্তাধারার দিকে ঝুঁকেছেন। তাঁদের ধারণা, এই গণতন্ত্র দারিদ্র্য দূর করতে এবং সামাজিক-অর্থনৈতিক সুবিচার আনতে সক্ষম নয়।

শ্রীসেনবর্মা মনে করেন, দেশের সংবিধানের প্রস্তাবনায় রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক সুবিচারের যে কথা আছে, উপযুক্ত প্রতিনিধিদের সংসদে পাঠাতে পারলে তার মাধ্যমে শান্তিপূর্ণ সমাজবিপ্লব ঘটানো সম্ভব।

ডঃ মহতাব নব কংগ্রেসে যোগ দিলেন

প্রথম পৃষ্ঠার তৃতীয় কলমের পর

তা জানা যায়নি। তবে সংখ্যাটা খুব কম হবে না।

জনকংগ্রেস নেতা ডাঃ হরেকৃষ্ণ মহতাব, শ্রীবনমালী পট্টনায়ক, শ্রীশান্তনুকুমার দাশ গতকাল রাতে রাজভবনে প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে কথাবার্তা বলেছেন।

রাঁচি ধাওয়ার প্রাক-মুহূর্তে বিমানবন্দরে সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে প্রধানমন্ত্রী জানান জনকংগ্রেসের নেতাদের সঙ্গে আলোচনার ফলাফল যাই ঘটুক—অপ্রত্যাশিত কিছু নয়। জনকংগ্রেসের কতজন নব কংগ্রেসে যোগ দিচ্ছেন তা তিনি জানেন না। এ ব্যাপারে স্থানীয় নেতারাই সিদ্ধান্ত নেবেন।

জনকংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক শ্রীসুরেন্দ্র পট্টনায়কও প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে আলাদাভাবে দেখা করেছেন। পরে তিনি সাংবাদিকদের বলেন, কয়েকজন দলত্যাগ করলেও জনকংগ্রেস থাকবে।

শ্রীবনমালী পট্টনায়ক সাংবাদিকদের জানিয়েছেন গতকাল রাত্রেই তিনি জনকংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদকের কাছে তাঁর পদত্যাগপত্র পাঠিয়ে দিয়েছেন।

উৎকল প্রদেশ (নব) কংগ্রেস কমিটির আহ্বায়ক শ্রীবিনায়ক আচার্য বলেন, জনকংগ্রেসের কয়েকজন নব কংগ্রেসে যোগ দিচ্ছেন বলে সরকারীভাবে কোন চিঠি তিনি পাননি।

জনকংগ্রেসীদের নব কংগ্রেসে যোগদান সম্পর্কে প্রধানমন্ত্রী

প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী গতকাল রাতে এখানে এক সাংবাদিক সম্মেলনে জানান—জনকংগ্রেসের নব কংগ্রেসভুক্তির কোন প্রস্তাব এখন পর্যন্ত আসেনি।

এক প্রশ্নের জবাবে শ্রীমতী গান্ধী বলেন ডঃ হরেকৃষ্ণ মহতাবের মত নেতারা নব কংগ্রেসে যোগ দিলে দলের কর্মীরা আপত্তি করবেন বলে তিনি মনে করেন না।

প্রধানমন্ত্রী বলেন—শ্রীবিজু পট্টনায়কের নব কংগ্রেসে যোগদানের কোন প্রশ্নই ওঠে না।

প্রধানমন্ত্রী এক প্রশ্নের জবাবে জানান—কাউকে দলে টানার কোন চেষ্টা তিনি করছেন না। তবে তাঁদের নীতি ও আদর্শ যাঁরা সমর্থন করেন তাঁরাই তাঁদের পাশে আসতে পারেন।

ফারনানডেজ-পাতিল প্রতিদ্বন্দ্বিতা হলে পরিণাম গুরুতর হবে

— মধু লিমায়ে

বিশেষ সংবাদদাতা

নয়াদিল্লি, ২১ জানুয়ারি—এস এস পি নেতা শ্রীমধু লিমায়ে আজ এখানে সাংবাদিকদের কাছে বলেন, আদি কংগ্রেসপ্রার্থী শ্রী এস কে পাতিল দক্ষিণ বোম্বাই নির্বাচন কেন্দ্রে এস এস পি-র শ্রীজর্জ ফারনানডেজের সঙ্গে যদি প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন তাহলে তার 'ফল গুরুতর' হবে।

গুরুতর পরিণাম কি হতে পারে তা তিনি অবশ্য পরিষ্কার করে বলেননি। তবে তিনি এইটুকু বলেন, দক্ষিণ বোম্বাই নির্বাচন কেন্দ্র নিয়ে আলোচনার আর কিছু নেই। (এস এস পি সাধারণ সম্পাদক শ্রীফারনানডেজ গত লোকসভা নির্বাচনে শ্রীপাতিলকে পরাজিত করে এই কেন্দ্র থেকেই নির্বাচিত হন)।

শ্রীলিমায়ে প্রেস ক্লাব অব ইনডিয়াতে এক সাংবাদিক বৈঠকে বলেন, জনসংঘ, স্বতন্ত্র পার্টি ও আদি কংগ্রেসের সঙ্গে তাঁর দল জোটবদ্ধ হলেও কেন্দ্রে ওই তিন দলকে নিয়ে সরকার গঠনের ব্যাপারে এস এস পি কোন প্রতিশ্রুতি দেয়নি। তিনি বলেন, তাঁদের পথের সবচেয়ে বড় বাধা হল শ্রীমতী গান্ধীর সরকার। সেই সরকারকে অপসারিত করার জন্যই এই জোট। তিনি আরও বলেন, এই বাধা অপসারিত হওয়া মাত্রই এস এস পি সমস্ত নির্দিষ্ট একটি কর্মসূচী রূপায়িত করার জন্য অন্যান্য দলকে নিয়ে কেন্দ্রে সরকার গঠনের চেষ্টা করবে।

এক প্রশ্নের জবাবে এস এস পি নেতা বলেন, ১৯৬৭ সালের নির্বাচনের মত এই নির্বাচনেও বৈদেশিক মুদ্রা একটা বিরাট ভূমিকা নেবে বলে তিনি সন্দেহ করছেন। পশ্চিম এবং পূর্ব উভয় ব্লক থেকে এখানে অনেক টাকা এসে পৌঁছবে।

২৫ জানুয়ারি পর্যন্ত ভোটার হওয়া চলবে

নিজস্ব প্রতিনিধি

আসন্ন মধ্যবর্তী নির্বাচনে ভোটার তালিকায় নামভুক্ত করার মেয়াদ ২৫ জানুয়ারি পর্যন্ত বাড়ানো হয়েছে। ওইদিন বিকাল পাঁচটা পর্যন্ত যাঁরা দরখাস্ত করবেন তাঁদের নাম ভোটার তালিকায় তোলা হবে।

যাঁরা নাম তালিকাভুক্ত করতে চান তাঁদের ৬নং ফরমে দরখাস্ত করতে হবে। ইলেকটোরাল রেজিসট্রেশন অফিসে দশ পয়সা দিয়ে ওই ফরম পাওয়া যাবে। কলকাতায় ২নং চারচ লেনে ডেপুটি চিফ ইলেকটোরাল অফিসার ও জেলাগুলিতে সাব ডিভিশনাল ম্যাজিসট্রেটরা ইলেকটোরাল রেজিসট্রেশন অফিসার হিসাবে কাজ করছেন। ৬নং ফরমের অনুরূপ টাইপ করা, ছাপানো বা হাতে লেখা ফরমে দরখাস্ত করলে তাও গৃহীত হবে।

পঃ বঙ্গে লোক গণনা ১ ফেব্রুয়ারি শুরু

প্রথম পৃষ্ঠার পঞ্চম কলমের পর

রাখতে চান। এজন্য কর্মী লাগবে আশি হাজার।

গৃহহীন, রাস্তা বা ফুটপাত বাসিন্দাদের কিন্তু গোনা হচ্ছে পশ্চিমবঙ্গ সমেত সমগ্র দেশে একই সঙ্গে একটি দিনে—৩১ মারচ।

তারপর ১ থেকে ৪ এপরিল পর্যন্ত ভারতের অন্যান্য রাজ্যের সঙ্গে একই সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গেও চলবে লোকগণনার তালিকা রিভিশন। এবং এ বছর ১ এপরিল ভারতের মোট লোকসংখ্যা কত হল তারই ভিত্তিতে বের হবে সেনসাস রিপোরট। পশ্চিমবঙ্গে লোকগণনা আগে আরম্ভ হলেও ফল একই সঙ্গে ঘোষণা করা হবে।

এবার সেনসাসে তিনটি নতুন জিনিস জানতে চাওয়া হচ্ছে। (১) বর্তমানে যেখানে বাস করছেন তার আগে কোথায় ছিলেন। এর দ্বারা জনসংখ্যার এক জায়গা থেকে আর এক জায়গায় চলাচলের হার পাওয়া যাবে। (২) চাকরির বাইরে অন্য কোন রোজগার আছে কিনা। (৩) গত বছর কোন সন্তান হয়েছে কিনা—এ থেকে তাঁরা বের করবেন বয়স গ্রুপ হিসাবে জন্মহার।

তাইহোকুর বিমান দুর্ঘটনায় নেতাজীর মৃত্যু হয়নি

বোম্বাই, ২১ জানুয়ারি—নেতাজীর দেহরক্ষী বলে বর্ণিত শ্রীওসমান প্যাটেল আজ এখানে খোসলা কমিশনের কাছে বলেন, ১৯৪৫ সালের ১৮ আগস্ট তাইহোকুতে বিমান দুর্ঘটনায় নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুর মৃত্যু হয় নি। তিনি শ্রীরাসবিহারী বসুর পত্নী ও অন্য দুজন জাপানী অফিসারকে সঙ্গে নিয়ে সেখান থেকে অন্য জায়গায় যান।

শ্রীপ্যাটেল বলেন, ১৯৪৫ সালে ১৮ আগস্ট তিনি বিমানে নেতাজীর সঙ্গী নেন। নেতাজী, কঃ হবিবুর রহমান ও তাঁকে নিয়ে বিমানটি সিঙ্গাপুর ত্যাগ করে। তেল নেবার জন্য সায়গনে কিছুক্ষণ থামার পর বিমানটি তাইহোকুতে অবতরণ করে। বিমানঘাঁটিতে নেতাজীর সঙ্গে শ্রীমতী বসু তাঁর দুই ছেলে এবং ২ জন জাপানী অফিসার ক্যাপটেন নিকাসে ও শ্রীসোমানের সাক্ষাৎ হয়।

পরলোকে ডঃ মতিলাল দাশ

স্টাফ রিপোর্টার

আলিপুরের অবসরপ্রাপ্ত জজ ডঃ মতিলাল দাশ বৃহস্পতিবার তাঁর নিজ আলিপুরের বাড়িতে পরলোকগমন করেছেন। তিনি রক্তচাপে ভুগছিলেন। বয়স হয়েছিল ৭১।

ডঃ দাশের আদি নিবাস ছিল পূর্ব পাকিস্তানের খুলনা জেলার দাইতলা গ্রামে। তিনি কৃতী ছাত্র, এম এ পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণীতে প্রথম এবং আইনের স্নাতক হন প্রথম শ্রেণীতে।

ডঃ দাশ বহু দেশ ভ্রমণ করে 'বিশ্ব পরিক্রমা' রচনা করেন। তিনি কবিতা, গল্প, উপন্যাসও রচনা করেছেন। অনেক আইন গ্রন্থেরও তিনি রচয়িতা। ডঃ দাশের স্ত্রী, ছয় পুত্র, চার কন্যা বর্তমান।

এবারের বার্ষিক সংখ্যা আনন্দবাজার প্রকাশিত হবে বর্ধিত কলেবরে, বিশিষ্ট ও বৈচিত্র্যময় রচনার সুচারু সংকলনরূপে।

অন্যান্য চিত্রগৃহে

বিনোদিনী — বাগবাজার — ১, ৪, ৭টা
পরিণীতা (বাংলা)

পূর্বাশা — ৪৬-২০০২ — ১, ৪৷, ৭৷
জনী মেরা নাম (৩য় সপ্তাহ)

রাধাশ্রী (বাতানুকূল) দমদম ৫৭-৩৩০৩ — ১, ৪, ৭
আয়ে দিন বাহারকে

জেম — প্রত্যহ বেলা ১১-৩০টায় চাঞ্চল্যকর গোয়েন্দা চিত্র
UPPER SEVEN THE MAN TO KILL (A)

অশোকা — বেহালা ৪৫-৪০১২ — ১২ ৩ ৬টা
মহারাজা (সঞ্জয়, নূতন)

অলকা — ৬৭-২০২৭
নেতাজী জন্মদিনে সকাল ৯াটায়
পথের পাঁচালী

নারায়ণী — আলমবাজার ৫৩-৩৩০৮ — ১টা ৫াটা
মেরা নাম জোকার (৪র্থ সপ্তাহ)

পার্বতী — হাওড়া ৬৭-২৮১১ — ১২. ৩. ৬৷
গীত (রঙীন) (২য় সপ্তাহ)

সুরশ্রী — ৩৫-৩৮০৬ — ১২, ৩, ৬
মন নিয়ে

শ্যামাশ্রী — হাওড়া ৬৭-৩১৫০ — ১২ ৩ ৬
শারাফৎ

রূপায়ন — সিনেমা ৪৫ ২৭০৬ — ২, ৬, ৮টা
মন নিয়ে

শ্যামলী — ৬৭-২৩০৮ — ১ ৪ ৭টা
কব কিঁউ আউর কাঁহা

রমা — বিরাটি — ১৬, ৩৬, ৬৮
গীত (৩য় সপ্তাহ)

যোগমায়া — হাওড়া ৬৭-২১২০ — ১২ ৪ ৩৫
এখানে পিঞ্জর

জয়া — ৩৭-৩৫৩৩ — ১ ৩ ৫-৩০
মেরা নাম জোকার (৫ম সপ্তাহ)

রূপম — ফোন: ৫৫-৪০৫৭ — ১ ৪ ৫ ৭টায়
মন নিয়ে

২য় গৌরবোজ্জ্বল সপ্তাহ
শ্রী কৃষ্ণ লীলা
কৃষ্ণা — নিউ সিনেমা — মিত্রা — রূপালী

সুপ্রভাতের উপর প্রতিদিন শনিবার বেলা ৪টা, রবিবার ও ছুটির দিন ২টা ও ৬টা
থারে শ্যামলী

বিশ্বরূপা — ৫৫-৩২৫২
বেগম মেরী বিশ্বাস
সর্বোত্তম নাট্যরূপে

রঙমহল — ফোন ৫৫-১৬১৯
বৃহস্পতি ও শনিবার ৬৷টায়, রবি ও ছুটির দিন ৩ ও ৬৷টায়
বাবাবদল

থিয়েটার ওয়ার্কশপের প্রযোজনায়
রাজরক্ত
২৫শে সোমবার সন্ধে ৬-৩০ রঙ্গনায়

৩১শ সপ্তাহ!
তপন সিংহের নির্ভীক ছবি!
প্রতিদ্বন্দ্বী
মিনার - বিজলী - ছবিঘর ও অন্যান্য চিত্রগৃহে

৪র্থ গৌরবোজ্জ্বল সপ্তাহ
মেরা নাম জোকার
মেট্রো — লোটাস — মেনকা
দর্পণা — গণেশ — ওরিয়েন্ট

ঋষিকেশ মুখার্জীর
গীত

৩য় জয়দৃপ্ত সপ্তাহ!
জনী মেরা নাম
প্রাচী - মনমোহিনী - বসুশ্রী - পূর্বশ্রী - খান্না

তারারা শোনে না

ফিরপো হোটেল

নান্দীকার
তিন পয়সার পালা
মঞ্জরী আমের মঞ্জরী

অভিনেত্রী
প্যারাডাইস

আজ উত্তম ও দ্বৈত চরিত্রে সর্বপ্রিয় অভিনীত
মন নিয়ে
সুরশ্রী — রূপম — আলেয়া রূপায়ন

৪২শ সপ্তাহ!
নিশিপদ্ম
শ্রী • প্রাচী • ইন্দিরা

সম্মিলিত ২৭শ ও শেষ সপ্তাহ!
মঞ্জরী অপেরা (A)
উত্তরা — উজ্জ্বলা
"SERGENT RYKER"

অরুণ রায়চৌধুরী প্রযোজিত
৭ম সপ্তাহ
রূপসী
পরিচালনা অজিত গাঙ্গুলী
সুর অনিল বাগচী
রাধা — পূর্ণ — পূরবী

নেতাজী জন্মোৎসব—১৯৭১
রবীন্দ্রসদন
নেতাজী ভবনের উন্নতিকল্পে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানসূচী
— বিশেষ আকর্ষণ —
নেতাজী সুভাষচন্দ্রের ঐতিহাসিক তথ্যচিত্র
* শনিবার ২৩শে জানুয়ারী, সকাল ৯-৪৫ মিঃ
তথ্যচিত্র : NETAJI IN ACTION 1939–44
এবং সারা ভারতের লোকসংগীত ও নৃত্য — ক্যালকাটা ইয়ুথ কয়ার।
* রবিবার, ২৪শে জানুয়ারী, সকাল ৯-৪৫ মিঃ
তথ্যচিত্র : NETAJI IN ACTION 1939–44
এবং
রবীন্দ্রনাথের নৃত্যনাট্য— 'চণ্ডালিকা'
— সুরমন্দির
* মঙ্গলবার, ২৬শে জানুয়ারী, সকাল ৯-৪৫ মিঃ
তথ্যচিত্র : NETAJI IN ACTION 1939–44
এবং
ঐতিহাসিক নাটক— 'সিরাজদৌল্লা'
— এম. জি. এণ্টারপ্রাইজ
টিকিট—২৫.০০ টাকা, ১০.০০ টাকা, ৫.০০ টাকা এবং ৩.০০ টাকা
প্রাপ্তিস্থান—নেতাজী ভবন, ৩৮/২ এলগিন রোড, কলিকাতা–২০ (৪৭-৩৭৪৫)
এবং রবীন্দ্র সদন
৩ টাকার টিকিট শো'র একদিন পূর্বে
(৪৩৪২)

জলপাইগুড়ি উচ্চাঙ্গ সংগীত সমাজের
সারারাত্রব্যাপী
সংগীত সম্মেলন
স্থান : বান্ধব নাট্য সমাজ (দীপ্তি সিনেমা)

আজ — এখানে পিঞ্জর — আজ
উত্তম কুমার — অপর্ণা সেন
পরিচালনা: যাত্রিক
সুর: ভূপেন হাজারিকা
রূপবাণী ০ ভারতী ০ অরুণা ০ ছায়া

আজ, স্বাগত হে মহারাজা!
মহারাজা
অপেরা - জেম - প্রিয়া - প্রভাত - খান্না

দিনপঞ্জিকা

আজ একাদশী

দৃক্সিদ্ধ পঞ্জিকা মতে—
শুক্রবার, ৮ মাঘ, ১৩৭৭ (২ মাঘ, ১৮৯২ শক), ২২ জানুয়ারি, ১৯৭১; ২৪ জেল্কেদ। দশমী দিবা ঘঃ ১।৪৮ মিঃ পর্যন্ত। অনুরাধানক্ষত্র শেষ রাত্রি ঘঃ ৫।১০ মিঃ পর্যন্ত। ঘঃ ৬।২২।৩৬ সেঃ গতে সূর্যোদয় এবং ৫।১৩।৩৪ সেঃ গতে সূর্যাস্ত। যাত্রা—শান্তি চন্দ্রদগ্ধা-দোষ নক্ষত্রামৃতযোগমাত্র। মুখ্যচান্দ্র পৌষ গৌণ মাঘ (কৃষ্ণপক্ষ)।

অন্য পঞ্জিকা মতে—
শুক্রবার, ৮ মাঘ, ১৩৭৭ (২ মাঘ, ১৮৯২ শক), ২২ জানুয়ারি ১৯৭১, ২৪ জেল্কেদ। দশমী দিবা ঘঃ ১০।০।১১ সেঃ পর্যন্ত। অনুরাধানক্ষত্র রাত্রি ঘঃ ২।১০।৩৯ সেঃ পর্যন্ত। ঘঃ ৬।২৫।১৬ সেঃ গতে সূর্যোদয় এবং ৫।১০।৫২ সেঃ গতে সূর্যাস্ত। যাত্রা—শান্তি নক্ষত্রামৃত-যোগ। মুখ্যচান্দ্র পৌষ গৌণ মাঘ (কৃষ্ণপক্ষ)।

রাজেশ্বরী কাঙ্কারিয়া নিবেদিত
উদয়শংকরের
শঙ্করস্কোপ
একাডেমী অফ ফাইন আর্টস-এ

গ্লোব
"দি লঙ্গেস্ট ডে" (ইউ)

বিড়লা প্ল্যানেটোরিয়াম

মানস
"CONQUERORS OF THE GOLDEN CITY" (A)

গুরু দত্ত ফিল্মসের
উমঙ্গ
রক্সি

তপন সাগিনা মাহাতো
দিলীপ-সায়রা-অমিল
রিগ্যাল

নিউ এম্পায়ার
২য় সপ্তাহ!!!
"রো হট রো কোল্ড" (A)

মাধবী
কালিকা

দি লাইটহাউস
JOHNNY BANCO '70
(ALIAS JOHNNY BANCO) EASTMANCOLOR
HORST BUCHHOLZ - SYLVA KOSCINA

শৈলারোহণ শিক্ষা শিবির : হিমালয়ান অ্যাসোসিয়েশন আয়োজিত বাঁকুড়ার শুশুনিয়া পাহাড়ে সপ্তম পর্বতারোহণ শিক্ষাক্রম গত ৩ জানুয়ারি শেষ হয়েছে। দারজিলিং হিমালয়ান মাউনটেনিয়ারিং ইনসটিটিউটের সহযোগিতায় গত ৩০ ডিসেম্বর শুরু হয়েছিল। দুজন শেরপা শিক্ষক শ্রীদোরজি লাটু ও শ্রীফু দোরজি ছাড়া স্থানীয় বিশিষ্ট পর্বতারোহী শ্রীমতী দীপালি সিংহ, শ্রীমানিক ব্যানার্জি ও শ্রীপ্রবীর লাহিড়ি শিক্ষকতা করেছিলেন। আটজন মহিলাসহ মোট ৪২ জন শিক্ষার্থী এই শিক্ষাক্রমে অংশ নেন। চিত্র : সুরজিৎ ঘোষাল

বেতার বার্তা

শুক্রবার—২২ জানুয়ারি

১ম অধিঃ—৬টা সময় সংকেত, বন্দেমাতরম্; ৬-৫ সুভাষিত; ৬-১০ সংগীতাঞ্জলি; ৬-৩০ বিশ্বনাথ দে—গীটার; ৬-৪০ ইং সংবাদ; ৬-৪৫ শাশ্বতবাণী; ৭-১০ আবহবার্তা ও অনুষ্ঠান পরিচিতি (বাং ও ইং); ৭-১৫ দেশবন্দনা; ৭-৩০ বাং সংবাদ; ৭-৪০ স্থানীয় সংবাদ (বাং); ৭-৪৫ প্রভাতভূষণ—রবীন্দ্রসংগীত; ৮টা লাবণ্যলেখা পালকল—লোকগীতি; ৮-১৪ অনুপম মুখোঃ—আধুনিক; ৮-৩০ চিন্ময় লাহিড়ী—খেয়াল; ৯টা বাং সংবাদ; ৯-৫ রবীন্দ্রসংগীত; ৯-১৫ আধুনিক; ৯-৩০ চিন্ময় লাহিড়ী—ঠুংরী; ৯-৪৫ অণিমা নাথ—রবীন্দ্রসংগীত; ১০টা হৈমন্তী শুক্লা—খেয়াল; ১০-৩০ উমর খাঁ—সরোদ; ১১টা সমাপ্তি। ২য় অধিঃ—১২-৩০ সময় সংকেত, রবীন্দ্রসংগীত; ১২-৫০ বাং সংবাদ; ১টা যুগলবন্দী : সেতার ও বাঁশী—বিভূতিভূষণ চট্টোঃ ও গৌর গোস্বামী; ১-৩০ সুগম সংগীত; ১-৪০ হিন্দী সংবাদ; ১-৫০ বিশ্বনাথ দে—গীটার; ২টা গীতিকা; ২-২৬ আবহবার্তা (ইং ও বাং); ২-৩০ বিদ্যার্থীদের জন্য (প্রথম শ্রেণী) ভারতপথিক : নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু, অনুপমা নারায়ণ [illegible]—লোকগীতি (শর্ট ওয়েভে); ২-৪৫ কল্পনা পাত্র—আধুনিক (শর্ট ওয়েভে); ২-৫০ বিশ্বনাথ দে—গীটার; ৩টা অণিমা নাথ—অতুলপ্রসাদের গান; ৩-১৫ কমলেশ ঘোষ—রবীন্দ্রসংগীত; ৩-৩০ সমাপ্তি। ৩য় অধিঃ—৫টা সময় সংকেত, নাসির জহিরুদ্দিন ডাগর ও নাসির ফৈয়াজুদ্দিন ডাগর—আলাপ, ধ্রুপদ ও ধামার; ৫-৩০ শচীন্দ্রনাথ চক্রঃ—গীত ও ভজন; ৫-৪৫ কল্পনা পাত্র—আধুনিক; ৬টা বিশ্বনাথ দে—গীটার; ৬-৫ স্থানীয় ঘোষণা ও আবহবার্তা (বাং); ৬-১০ মজদুরমণ্ডলী; ৬-৩০ নারায়ণ হালদার—লোকগীতি; ৬-৪০ তরজা; ৭টা পল্লী বেতারগোষ্ঠীর অনুষ্ঠান; ৭-৩০ বাং সংবাদ; ৭-৪৫ সমীক্ষা; ৭-৫০ স্থানীয় সংবাদ (বাং); ৮টা শরদ্ বর [illegible] বাংলা নাটক [illegible]; ৮-৫০ প্রভাতভূষণ—[illegible]গীতি; ৯টা সুনীল বন্দ্যোঃ—খেয়াল; ৯-৩০ অনুরোধের আসর (রবীন্দ্রসংগীত); ১০টা সংবাদ পরিক্রমা; ১০-৫ বাং সংবাদ; ১০-১৫ বেতার সংবাদ বিচিত্রা, [illegible] (শর্ট ওয়েভে); ১০-৩০ অনুরোধের আসর (রবীন্দ্রসংগীত); ১১টা আবহবার্তা ও সমাপ্তি।

খ : ১ম অধিঃ—৭-৩০ কলকাতা ক-এর অনুরূপ; ৮টা হিন্দী সংবাদ; [illegible]। ২য় অধিঃ—১টা সময় সংকেত, পাশ্চাত্ত্য সংগীত, সং; ১-৪০ পাশ্চাত্ত্য সংগীত; ২-৩০ মধ্য গতিতে ইংরেজী সংবাদ; ৩টা সমাপ্তি। ৩য় অধিঃ—৬টা ইং সংবাদ; ৬-৫ স্থানীয় ঘোষণা ও আবহবার্তা (ইং); ৬-১০ চিন্ময় লাহিড়ী—খেয়াল; ৬-৩০ উমর খাঁ—সরোদ; ৬-৪০ ত্রিপুরার উচ্চ অনুষ্ঠান; ৭টা কমলেশ ঘোষ—আধুনিক; ৭-১৫ বাণিজ্যবার্তা (ইং ও বাং), সং; ৭-২৫ কলকাতা ক-এর অনুরূপ; ৭-৫০ প্রভাতভূষণ—আধুনিক; ৮টা শচীন্দ্রনাথ চক্রঃ—গীত; ৮-১৫ অনুপ মুখোঃ—শ্যামাসংগীত; ৮-৩০ মৈত্রী শুক্লা—খেয়াল; ৮-৪৫ হিন্দী সংবাদ; ৯-১৫ ট্রুপস্ অনুষ্ঠান : অবকাশরঞ্জন (দিল্লি থেকে); ৯-৩০ বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য; ৯-৪৫ পাশ্চাত্ত্য সংগীত, সং; ১০-৩৫ চিন্ময় লাহিড়ী—খেয়াল; ১১টা আবহবার্তা ও সমাপ্তি। অন্যান্য অনুষ্ঠান কলকাতা ক-এর অনুরূপ।

ছোটলাইনের রেলকর্মী অন্য রেলে চাকরি পেতে পারেন

নিজস্ব প্রতিনিধি

হাওড়া-আমতা ও হাওড়া-শিয়াখালা রেল কর্মীদের পূর্ব ও দক্ষিণ-পূর্ব রেলে নেওয়া হবে; এস এস লাইট রেল কর্মীদের নেওয়া হবে উত্তর রেলে।

রেলমন্ত্রী শ্রীগুলজারিলাল নন্দ সম্প্রতি লোকসভার প্রাক্তন সদস্য শ্রীজ্যোতির্ময় বসুকে এক চিঠিতে ওই প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন বলে শ্রীবসু জানান।

অধুনালুপ্ত ওই তিনটি রেলপথের কর্মীরা ভারতীয় রেলপথের বেতন ও ভাতা পাবেন। তবে যে ক্ষেত্রে কর্মীদের সর্বশেষ বেতন ভারতীয় রেলপথের বেতনক্রম অপেক্ষা বেশি দেখা যাবে সে-ক্ষেত্রে পূর্বের বেতন বহাল রাখা হবে।

কলকাতায় কুকুর প্রদর্শনী

নিজস্ব প্রতিনিধি

রবিবার বিকেলে সেনট পলস গীর্জা প্রাঙ্গণে কুকুর প্রদর্শনী ও প্রতিযোগিতায় অন্য সবাইকে টেক্কা দিয়ে শ্রেষ্ঠ পুরস্কার পেল, শ্রীমতী এ ময়ারের সিলীক টেরিয়ারস। কুকুরটির জন্ম অসট্রেলিয়ায়। অন্যদিকে প্রদর্শনীর শ্রেষ্ঠ কুকুরী বলে বিবেচিত হোল শ্রীমতী [illegible] চন্দ্রের পিকিনিজ। এছাড়া নানা বিভাগে কৃতিত্ব দেখিয়ে বহু কুকুর পুরস্কার পায়। ইসটারন ইনডিয়া ন্যাশনাল কেনেল ক্লাব আয়োজিত এই প্রথম প্রদর্শনীতে প্রধান অতিথি ছিলেন প্রধান বিচারপতি শ্রী পি বি মুখারজি। শ্রীমতী মুখারজি অনুষ্ঠানে পুরস্কার বিতরণ করেন।

প্রতিযোগী কুকুরের মোট সংখ্যা ছিল ৬১। এর মধ্যে বিভিন্ন শ্রেণীর নানা বয়সী কুকুর ছিল। প্রতিযোগিতার বিচারক ছিলেন বোমবাইয়ের শ্রীমতী আর জে ওরুভলা।

আরও দুটি 'কার পার্কিং' এলাকা হচ্ছে

স্টাফ রিপোর্টার

কলকাতা পৌরসংস্থা আরও দুটি কার পার্কিং এলাকা ঘোষণা করছেন শিগগিরই। এর একটি নিউ মারকেট এলাকায়, অপরটি হবে লেক মারকেটের সামনে।

বর্তমানের তিনটি এলাকায় ফি আদায়ের ভার দিয়ে ঠিকাদারদের কাছ থেকে পৌরসংস্থা এক বছরের জন্য ৩ লাখ টাকা পেয়েছেন।

গঙ্গার জোয়ার ভাঁটা

	দিবা জোয়ার	রাত্রি আরম্ভ	দিবা ভাঁটা	রাত্রি আরম্ভ
শুক্রবার	৬-৩১	৬-৫৭	১১-৫	১১-০

শতবর্ষ আগে

দশ কোটী লোকের ভারতবর্ষে প্রজাদিগের দায়দায়িত্ব

দৈনিক 'সংবাদ প্রভাকর' পত্রিকা (২৯ জানুআরি ১৮৫৩) লিখেছেন : "এই ভারতবর্ষ দশ কোটী লোকের আবাস স্থান, সুতরাং রাজ্যের সকল আয় ব্যয় করিলেও প্রত্যেক প্রজার প্রত্যেক বিষয়ের তত্ত্বাবধারণ করা হয় না, এ কথা যথার্থ বটে, সুশিক্ষিত হইয়া সম্ভ্রান্ত প্রজা সকল স্বদেশ-মঙ্গল স্বদেশ-মঙ্গলপরায়ণ হওত সাধারণের শিক্ষা বিষয়ে বিহিত মনোযোগ না করিলে এবং সেই শিক্ষা গুণে তাহারাও স্বীয় স্বীয় ব্যবসায় বাণিজ্য প্রভৃতি বিবিধ কার্যপরায়ণ না হইলে কোনমতেই দেশের দুরবস্থা নিবারণ হইতে পারে না। রাজা সহস্র প্রকার সুনিয়ম করুন প্রজারা যদ্যপি আলস্যের অধীন ও অশিক্ষিত থাকে তবে সেই নিয়মে কোনরূপ উপকার হইবার সম্ভাবনা থাকে না। আর রাজা অন্যান্য নিয়ম করিলে প্রজারা বিশিষ্ট রূপে পরিশ্রমপরবশ হইলেও তাহার [illegible] সৌভাগ্য হয় না, কিন্তু আমারদিগের বর্তমান রাজপুরুষেরা কি করিতেছেন, এই স্থলে তাহার বিবেচনা করা আবশ্যক: তাঁহারা প্রজার উপকার বিষয়ে ব্যয় করেন না, এ কথা বলিতে পারি না। কারণ গবর্ণমেণ্টের ব্যয়ে স্থানে স্থানে অনেক বিদ্যালয়, চিকিৎসালয় প্রভৃতি সংস্থাপিত হইয়াছে, ফলতঃ আমারদিগের এই এক মহাদুঃখ যে ব্রিটিস রাজপুরুষেরা যে পরিমাণে এ দেশ হইতে রাজস্ব সংগ্রহ করেন সেই পরিমাণে প্রজার হিত বর্ধনে অনুরাগ করেন না, তাঁহারা এই বাঙ্গলা প্রভৃতি দেশ হইতে প্রতি বৎসর ১৩।১৪ কোটী টাকা প্রাপ্ত হয়েন, কিন্তু [illegible]। পাঠক মহাশয়েরা অন্যান্য বিষয়েও রাজপুরুষদিগের এইরূপ অবিবেচনা দৃষ্টি করিবেন।..."

—কল্পতরু সংকলন

অন্যান্য চিত্রগৃহে

ছায়াছবি তালিকা: ঝিলমিল — পারিণীতা (বাংলা); পূর্ণশ্রী — জনি মেরা নাম; রাধাশ্রী — আয়ে দিন বাহারকে; জেম — UPPER SEVEN THE MAN TO KILL (A); অশোকা — মহারাজা; অলকা — পথের পাঁচালী; নারায়ণী — মেরা নাম জোকার; পার্বতী — গীত; সুরশ্রী — মন নিয়ে; শ্যামাশ্রী — শরাফৎ; রূপায়ন — মন নিয়ে; শ্যামলী — কব কিঁউ আউর কাঁহা; রমা — গীত; যোগমায়া — এখানে পিঞ্জর; জয়া — মেরা নাম জোকার; রূপম — মন নিয়ে; শ্রী কৃষ্ণ লীলা।

বিশ্বরূপা — বেগম মেরী বিশ্বাস; রঙমহল — বাবাবদল; থিয়েটার ওয়ার্কশপের প্রযোজনায় — রাজরক্ত; ৩৯শ সপ্তাহ — প্রতিদ্বন্দ্বী (সত্যজিৎ রায়ের নির্মিত ছবি); মিনার-বিজলী-ছবিঘর; ৪র্থ গৌরবোজ্জ্বল সপ্তাহ — মেরা নাম জোকার; রামানন্দ সাগরের গীত; ৩য় জয়যুক্ত সপ্তাহ — জনি মেরা নাম; তুম হাসীন ম্যায় জোয়ান।

তারারা শোনে না; ফিরপো হোটেলে; নান্দীকার — তিন পয়সার পালা; অভিনেত্রী; আজ উত্তম ও সুচিত্রার চরিত্রে — মন নিয়ে; নিলিপ্দম; মঞ্জরী অপেরা; উত্তর ঃ ছেলে — "SERGENT RYKER"; ৭ম সপ্তাহ — রূপসী (অরুণ রায়চৌধুরী)।

নেতাজী জন্মোৎসব—১৯৭১ — রবীন্দ্রসদন — নেতাজী ভবনের উন্নতিকল্পে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানসূচী — NETAJI IN ACTION 1939–44 — 'চণ্ডালিকা' — 'সিরাজদ্দৌলা'।

জলপাইগুড়ি উচ্চাঙ্গ সংগীত সর্মাজের সারারাত্রব্যাপী সংগীত সম্মেলন।

আজ — কলামন্দিরে এখানে পিঞ্জর।

আজ, স্বাগত হে মহারাজা! — মহারাজা — অপেরা - জেম - প্রিয়া - প্রভাত - খান্না।

দিনপঞ্জিকা

আজ একাদশী

শঙ্কর স্কোয়াশ; গ্লোব — "দি লঙ্গেস্ট ডে"; বিড়লা প্লানেটোরিয়াম; মানস — "CONQUERORS OF THE GOLDEN CITY" (A); উমঙ্গ; তপন সিংহের সাগিনা মাহাতো; নিউ এম্পায়ার — "রো হট রো কোল্ড" (A); মাধবী; দি লাইটহাউস; JOHNNY BANCO (ALIAS JOHNNY BANCO) — HORST BUCHHOLZ · SILVA KOSCINA.

শৈলারোহণ শিক্ষা শিবির ঃ হিমালয়ান অ্যাসোসিয়েশন আয়োজিত বাঁকুড়ার শুশুনিয়া পাহাড়ে সপ্তম পর্বতারোহণ শিক্ষাক্রম গত ৩ জানুয়ারি শেষ হয়েছে। দার্জিলিং হিমালয়ান মাউন্টেনিয়ারিং ইনসটিটিউটের সহযোগিতায় গত ৩০ ডিসেম্বর শুরু হয়েছিল। দুজন শেরপা শিক্ষক শ্রীদোরজি লাটু ও শ্রীফু দোরজি ছাড়া স্থানীয় বিশিষ্ট পর্বতারোহী শ্রীমতী দীপালি সিংহ, শ্রীমানিক ব্যানার্জি ও শ্রীপ্রবীর লাহিড়ি শিক্ষকতা করছিলেন। আটজন মহিলাসহ মোট ৪২ জন শিক্ষার্থী এই শিক্ষাক্রমে অংশ নেন। চিত্র ঃ সরজিৎ ঘোষাল

বেতার বার্তা

শুক্রবার—২২ জানুয়ারি

১ম অধিঃ—৬টা সময় সংকেত, বন্দেমাতরম্; ৬-৫ সুভাষিত; ৬-১০ সংগীতাঞ্জলি; ৬-৩০ বিশ্বনাথ দে—গীটার; ৬-৪০ ইং সংবাদ; ৬-৪৫ পল্লীকথা; ৭-১০ আবহবার্তা ও অনুষ্ঠান পরিচিতি (বাং ও ইং); ৭-১৫ দেশ- ...

... ২-৩০ বিদ্যার্থীদের জন্য (দশম শ্রেণী) ভারতপথিক ঃ নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু, সম্পর্কে রূপক, নারায়ণ দলদার—লোকগীতি (শর্ট ওয়েভে); ২-৪৫ কল্পনা পাত্র—আধুনিক (শর্ট ওয়েভে); ২-৫০ বিশ্বনাথ দে—গীটার;

... ৩টা অণিমা দাস—অতুলপ্রসাদের গান; ৩-১৫ কমলেশ ঘোষ—রবীন্দ্রসংগীত; ৩-৩০ সমাপ্তি। ৩য় অধিঃ—৫টা সময় সংকেত, নাসির জাহিরুদ্দিন ডাগর ও নাসির ফৈয়াজুদ্দিন ডাগর—আলাপ, ধ্রুপদ ও ধামার; ৫-৩০ শচীন্দ্রনাথ চক্রঃ—গীত ও ভজন; ৫-৪৫ কল্পনা পাত্র—আধুনিক; ৬টা বিশ্বনাথ দে—গীটার; ৬-৫ স্থানীয় ...

... সংবাদ; ৯-১৫ উল্লেখ্য অনুষ্ঠান ঃ অবকাশরঞ্জন (দিল্লি থেকে); ৯-৩০ বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য; ৯-৪৫ পাশ্চাত্য সংগীত, সং; ১০-৩৫ চিন্ময় লাহিড়ী—খেয়াল; ১১টা আবহবার্তা ও সমাপ্তি ঃ অন্যান্য অনুষ্ঠান কলকাতা ক-এর অনুরূপ।

ছোটলাইনের রেলকর্মী অন্য রেলে চাকরি পেতে পারেন

নিজস্ব প্রতিনিধি

হাওড়া-আমতা ও হাওড়া-শিয়াখালা রেল কর্মীদের পূর্ব ও দক্ষিণ-পূর্ব রেলে নেওয়া হবে; এস এস লাইট রেল কর্মীদের নেওয়া হবে উত্তর রেলে।

রেলমন্ত্রী শ্রীগুলজারিলাল নন্দ সম্প্রতি লোকসভার প্রাক্তন সদস্য শ্রীজ্যোতির্ময় বসুকে এক চিঠিতে এই প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন বলে শ্রীবসু জানান।

অধুনালুপ্ত ওই তিনটি রেলপথের কর্মীরা ভারতীয় রেলপথের বেতন ও ভাতা পাবেন। তবে যে ক্ষেত্রে কর্মীদের সর্বশেষ বেতন ভারতীয় রেলপথের বেতনক্রম অপেক্ষা বেশি দেখা যাবে সে-ক্ষেত্রে পূর্বের বেতন বহাল রাখা হবে।

কলকাতায় কুকুর প্রদর্শনী

নিজস্ব প্রতিনিধি

রবিবার বিকেলে সেন্ট পলস গীর্জা প্রাঙ্গণে কুকুর প্রদর্শনী ও প্রতিযোগিতায় অন্য সবাইকে টেক্কা দিয়ে শ্রেষ্ঠ পুরস্কার পেল শ্রীমতী এ. মরারের 'সিলকি টেরিয়ারস'। কুকুরটির জন্ম অস্ট্রেলিয়ায়। অন্যদিকে প্রদর্শনীর শ্রেষ্ঠ কুকুরী বলে বিবেচিত হোল শ্রীমতী বীথিকা চন্দ্রের পিকিনিজ। এছাড়া নানা বিভাগে কৃতিত্ব দেখিয়ে বহু কুকুর পুরস্কার পায়। ইস্টার্ন ইন্ডিয়া ন্যাশনাল কেনেল ক্লাব আয়োজিত এই প্রথম প্রদর্শনীতে প্রধান অতিথি ছিলেন প্রধান বিচারপতি শ্রী পি বি মুখার্জি। শ্রীমতী মুখার্জি অনুষ্ঠানে পুরস্কার বিতরণ করেন।

প্রতিযোগী কুকুরের মোট সংখ্যা ছিল ৬১। এর মধ্যে বিভিন্ন শ্রেণীর নানা বরনী কুকুর ছিল। প্রতিযোগিতার বিচারক ছিলেন বোম্বাইয়ের শ্রীমতী আর এন ওয়ভলা।

আরও দুটি 'কার পারকিং' এলাকা হচ্ছে

স্টাফ রিপোর্টার

কলকাতা পৌরসংস্থা আরও দুটি কার পারকিং এলাকা ঘোষণা করেছেন শিগগিরই। এর একটি নিউ মার্কেট এলাকায় অপরটি হবে লেক মার্কেটের সামনে।

বর্তমানে তিনটি এলাকায় কার পারকিংয়ের ভার দিয়ে ঠিকাদারদের কাছ থেকে পৌরসংস্থা এক বছরের জন্য ৩ লাখ টাকা পেয়েছেন।

গঙ্গার জোয়ার | ভাঁটা

	জোয়ার		ভাঁটা	
	পূর্বাহ্ণ	অপরাহ্ণ	পূর্বাহ্ণ	অপরাহ্ণ
শুক্রবার	৬-০১	৬-৫৭	১১-৫	১১-৩

শতবর্ষ আগে

দশ কোটী লোকের ভারতবর্ষে প্রজাদিগের দায়দায়িত্ব

দৈনিক 'সংবাদ প্রভাকর' পত্রিকা (২৯ নভেম্বর, ১৮৭০) লিখেছেন ঃ "এই ভারতবর্ষ দশ কোটী লোকের আবাস স্থান, সুতরাং রাজ্যের সকল আয় ব্যয় করিলেও প্রত্যেক প্রজার প্রত্যেক বিষয়ের তত্ত্বাবধারণ করা হয় না। এ কথা যথার্থ বটে, সুশিক্ষিত হইয়া সমস্ত প্রজা সকল স্বদেশ-মঙ্গল, স্বদেশ-মঙ্গলপরায়ণ হওত সাধারণের শিক্ষা বিষয়ে বিহিত মনোযোগ না করিলে এবং সেই শিক্ষা গুণে তাহারাও স্বীয় স্বীয় ব্যবসায় বাণিজ্য প্রভৃতি বিবিধ কার্যপরায়ণ না হইলে কোনমতেই দেশের দুরবস্থা নিবারণ হইতে পারে না। রাজা সহস্র প্রকার সুনিয়ম করুন প্রজারা যদ্যপি আলস্যের অধীন ও অশিক্ষিত থাকে তবে সেই নিয়মে কোনরূপ উপকার হইবার সম্ভাবনা থাকে না। আর রাজা অন্যান্য নিয়ম করিলে প্রজারা বিশিষ্ট রূপে পরিশ্রমপরবশ হইলেও তাহারদিগের সৌভাগ্য হয় না, কিন্তু আমারদিগের বর্তমান রাজপুরুষেরা কি করিতেছেন, এই স্থলে তাহার বিবেচনা করা আবশ্যক। তাঁহারা প্রজার উপকার বিষয়ে ধার করেন না, এ কথা বলিতে পারি না। কারণ গবর্ণমেন্টের স্থানে স্থানে অনেক বিদ্যালয়, চিকিৎসালয় প্রভৃতি সংস্থাপিত হইয়াছে ফলতঃ আমারদিগের এই এক মহাদুঃখ যে ব্রিটিশ রাজপুরুষেরা যে পরিমাণে ভারত হইতে রাজস্ব সংগ্রহ করেন সেই পরিমাণে প্রজার হিত সাধনে অনুরাগ করেন না তাঁহারা এই বাঙ্গলা প্রভৃতি দেশ হইতে প্রতি বৎসর ১৩।১৪ কোটী টাকা প্রাপ্ত হয়েন কিন্তু..... পাঠক মহাশয়েরা অন্যান্য বিষয়েও রাজপুরুষদিগের এইরূপ অবিবেচনা দৃষ্টি করিবেন।..."

—কলপক্ষ (সংকলিত)

তরুণতীর্থ সম্মেলন : সর্বভারতীয় কিশোর সংস্থা তরুণতীর্থের কেন্দ্রীয় বার্ষিক সম্মেলন সম্প্রতি অনুষ্ঠিত হয় যথাক্রমে ৮৩।ডি কাকুলিয়া রোড ও প্রতাপচন্দ্র মেমোরিয়াল হলে। প্রথমদিন প্রতিনিধি সম্মেলনে ১৯৭১ সালের নতুন কেন্দ্রীয় কমিটি নির্বাচিত হয়। সভাপতি—দেবব্রত মনুন্সী, সাধারণ সম্পাদক—সমর মজুমদার, সাংগঠনিক সম্পাদক ও কোষাধ্যক্ষ—অধ্যাপক সৌমেন বাগচি, সাহিত্য সম্পাদক—অলোকরঞ্জন রায়, কৃষ্টি সম্পাদক—অধ্যাপক কল্যাণ ভট্টাচার্য, সমাজকল্যাণ সম্পাদক—ডাঃ প্রবীরকুমার সেনগুপ্ত। কেন্দ্রীয়-কর্মী—রত্না রায় (সাহিত্য) ও প্রদীপ ব্যানার্জি (সংগঠন)। দ্বিতীয়দিন প্রতাপ মেমোরিয়াল হলে প্রকাশ্য অধিবেশনে অনুষ্ঠিত হয়।

অস্ত্র বিক্রির প্রশ্নে ব্রিটিশ হঠকারিতার বিরুদ্ধে ভারতের হুঁশিয়ারি

সিংগাপুর, ২১ জানুয়ারি—ভারত ও কেনিয়ার পররাষ্ট্রমন্ত্রীদ্বয় আজ এই সতর্কবাণী উচ্চারণ করেছেন যে, ৮টি দেশের সমীক্ষক দলের সমীক্ষা কার্যচলাকালে ব্রিটেন দক্ষিণ আফরিকাকে অস্ত্রশস্ত্র বিক্রি করা শুরু করলে ভারত ও কেনিয়া কমনওয়েলথ সমীক্ষক দল থেকে বেরিয়ে আসবে।

শ্রীস্বর্ণ সিং সাংবাদিকদের বলেন, এই দলে ব্রিটেনও আছে। তাই মনে হয়, ওই সমস্যা নিয়ে পর্যালোচনা চলাকালে দক্ষিণ আফরিকাকে অস্ত্র বিক্রি করা হবে না।

শ্রীসিং বলেন' ব্রিটেনের দিক থেকে বিচার করতে গেলে বিষয়টি আইন সম্পর্কিত নয়। রাজনীতিঘটিত। রক্ষণশীল দলের সরকার গঠিত হওয়ার পরেই দক্ষিণ আফরিকাকে অস্ত্র বিক্রির কথা ওঠে। বহু বছর ব্রিটেন দক্ষিণ আফরিকাকে অস্ত্র বিক্রয় করে নি। শ্রমিক দলের সরকার একথা মনে করতেন না যে, অস্ত্র বিক্রির ব্যাপারে তাঁদের কোন আইনগত বাধ্যবাধকতা আছে।

কেনিয়ার পররাষ্ট্রমন্ত্রী জরজ ম্যংগেই বলেন, ব্রিটেন সমীক্ষক দলের কাজ শেষ হওয়ার আগেই দক্ষিণ আফরিকাকে অস্ত্র বিক্রয় শুরু করলে তা হবে 'অন্তর্ঘাতমূলক কাজ।' তিনি একটি সাক্ষাৎকার অনুষ্ঠানে বলেন, এই রকম একটি পরিস্থিতিতে আমরা কাজ চালাতে যে পারব না ব্রিটেন তা ভালভাবেই জানে।

গোপন চুক্তি নয়। সিংগাপুর থেকে এ এফ পির খবর, ব্রিটিশ প্রতিনিধি মহল থেকে এ কথা অস্বীকার করা হয়েছে যে, ৮টি দেশের সমীক্ষক দলের কাজ শেষ না হওয়া পর্যন্ত ব্রিটেন অস্ত্র বিক্রয় বন্ধ রাখবে বলে, কোন গোপন চুক্তি হয়েছে। ব্রিটিশ মহল বলেছেন, তাঁদের আশা সমীক্ষক দল তাঁদের সিদ্ধান্ত জানাতে ছয় মাসের বেশি সময় নেবেন না।

পূর্ণাঙ্গ সম্মেলনে

শ্রীস্বর্ণ সিং আজ ব্রিটেনকে সাফ এই কথা জানিয়ে দিয়েছেন এই কমিটি দক্ষিণ আফরিকার কাছে অস্ত্র বিক্রয়ের প্রশ্নটি এবং কমনওয়েলথের উপর এই অস্ত্র বিক্রয়ের সংঘাত কীরূপে হতে পারে, তাই অনুশীলন করে দেখার উদ্দেশ্যে এই কমিটি গঠন করা হয়েছে—এই কথা বুঝেই ভারত এই কমিটিতে যোগ দিতে রাজি হয়েছে।

গতকাল রাত্রিতে কমনওয়েলথ নেতাদের পূর্ণাঙ্গ সম্মেলনে বক্তৃতা প্রসঙ্গে শ্রীস্বর্ণ সিং এই কথা বলেন।

গতকাল রাত্রি সাড়ে আটটার সময় (স্থানীয় সময়) এই পূর্ণাঙ্গ সম্মেলন আরম্ভ হয় এবং রাত দুটার পর পর্যন্ত এই সম্মেলন চলতে থাকে।

গতকালের এই অধিবেশনে "দক্ষিণ আফরিকার পরিস্থিতি" সম্বন্ধে আলোচনা করা হয় এবং ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী শ্রীএডোয়ারড হীথ এবং কানাডার প্রধানমন্ত্রী শ্রীপিয়ের ত্রুদো সমেত ৯ জন বক্তা বক্তৃতা করেন।

শ্রীস্বর্ণ সিং বলেন, বিশ্বব্যাপী প্রতিরক্ষা সংক্রান্ত নীতি রূপায়ণের জন্য কমনওয়েলথ এবং অন্যান্য দেশের মত ব্রিটেনেরও নিজের বিবেচনা অনুযায়ী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা অবলম্বনের অধিকার আছে; কিন্তু তাহলেও আমরা আশা করি যে, এই গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নটি সম্পর্কে কমনওয়েলথের অন্তর্ভুক্ত বিভিন্ন দেশ যেসব মনোভাব প্রকাশ করেছে, আমাদের সকলের মতই ব্রিটেনও সেই মনোভাবের প্রতি যথাযোগ্য মনোযোগ অর্পণ করবেন।

তিনি আরও বলেন, আমরা আশা করি যে, এমন কোনও পরিস্থিতির উদ্ভব হবে না, যার ফলে এই কমিটি নিরর্থক হয়ে পড়বে; যদি পরিস্থিতির কোনওরূপ পরিবর্তন ঘটায় কিংবা নতুন কিছু বিবেচনা করে দেখার কথা ওঠায় এই কমিটির আর কোনও সার্থকতা না থাকে, তাহলে আমাদের অবস্থা আবার বিবেচনা করে দেখতে হবে।

রোডেসিয়ায় শ্বেতাঙ্গ শাসনের বিরোধিতা

রোডেসিয়া সম্পর্কে শ্রীস্বর্ণ সিং বলেন যে, রোডেসিয়ার যে বেআইনী সরকার ঐ দেশের অধিকাংশ অধিবাসীকে তাদের মৌলিক অধিকার থেকে বঞ্চিত করে রেখেছে, ভারত কোনওরূপ অবস্থাতেই সেই সরকার চালু রাখার ব্যবস্থা মেনে নেবে না।

অ্যাংগোলা, মোজাম্বিক প্রভৃতি যেসব দেশের জনসাধারণ তাদের স্বাধীনতা লাভের জন্য সংগ্রাম করছে, তাদের প্রতি শ্রীস্বর্ণ সিং পুনরায় ভারতের সর্বপ্রকার নৈতিক, রাজনৈতিক এবং বৈষয়িক সমর্থনের কথা ঘোষণা করেন।

এডওয়ারড হিথ। ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী এডওয়ারড হিথ বলেছেন, দক্ষিণ আফরিকাকে অস্ত্র বিক্রয় সম্পর্কে ব্রিটিশ নীতি নিয়ে যে ভুল বোঝাবুঝি ছিল, তা তিনি দূর করতে সক্ষম হয়েছেন। তিনি সাংবাদিকদের একথা জানান। দীর্ঘক্ষণের বিতর্ক শেষে তাঁকে অত্যন্ত ক্লান্ত দেখাচ্ছিল।

খসড়া ঘোষণাপত্র। পি টি আইয়ের খবর, কমনওয়েলথ নীতি সম্পর্কিত অনেকগুলি খসড়া ঘোষণাপত্র তৈরি করা হয়। কিন্তু ওইগুলির বর্ণবৈষম্যের নীতির সমর্থক দেশকে অস্ত্র বিক্রি নিষিদ্ধ করা সম্পর্কে লেখা অনুচ্ছেদ ব্রিটেনের কাছে গ্রহণযোগ্য বলে মনে হয়নি।

গিনির তৈরি খসড়া ঘোষণাপত্রটিই ওর মধ্যে ভাল বলে ব্রিটেনের কাছে মনে হয়েছে। তাহলেও 'কয়েকটি শব্দ' সম্পর্কে ব্রিটেনের আপত্তি আছে।

মনে করা হচ্ছে, নীতি সম্পর্কিত ঘোষণাপত্রটি প্রচার করার সম্ভাবনা খুবই কম। আগামীকাল সকালে আবার খসড়া ঘোষণাপত্রটি নিয়ে আলোচনা হবে।

শ্রীরামনিবাস মিরধা। ভারত মনে করে, ভারত মহাসাগর থেকে সমস্ত সামরিক ঘাটি ও বৈদেশিক উপস্থিতি সরিয়ে নিলেই তবে ওই এলাকাকে উত্তেজনামুক্ত রাখা যাবে। হস্তক্ষেপের প্রশ্নও উঠবে না।

ভারত মহাসাগরের নিরাপত্তা সম্পর্কে আলোচনায় যোগ দিয়ে ভারতের স্বরাষ্ট্র দফতরের রাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রীরামনিবাস মিরধা বলেন, ভারত মহাসাগরের নিরাপত্তার ব্যাপারে মতামত দেবার সবচেয়ে বেশি অধিকার রয়েছে উপকূলবর্তী দেশগুলির। কারণ এটি তাদেরই নিরাপত্তার প্রশ্ন।

—এ পি ও পি টি আই

"অজন্তা হাওয়াই"-এর বিজ্ঞপ্তি

সকল হাওয়াই চপ্পল প্রস্তুতকারক, স্টকিস্ট ও খুচরা দোকানদার এবং জনসাধারণ-এর জ্ঞাতার্থে বিজ্ঞাপিত করা হইতেছে, যে, গত ২রা নভেম্বর ১৯৭০ সালে ভারত সরকারের ট্রেড মার্ক রেজিস্ট্রেশন নং ২৩২৯০৯ দ্বারা রবারের হাওয়াই চপ্পল, সোলে বা স্ট্রাপে আমাদের জনপ্রিয় নাম এবং ট্রেড মার্ক "অজন্তা হাওয়াই" আমাদেরই নামে রেজিষ্ট্রিভুক্ত হইয়াছে।

এতদ্বারা "অজন্তা হাওয়াই" নাম এবং ট্রেড মার্ক নকল করিয়া যাহারা নকল হাওয়াই চপ্পল, সোল বা ফিতে প্রস্তুত করিবে/ষ্টক করিবে/দোকানে রাখিবে বা বিক্রয় করিবে তাহারা আইনত দণ্ডিত হইবে।

হাওয়াই চপ্পলে সেরা নাম

Ajanta HAWAI

২৩২৯০৯ নম্বরে ট্রেড মার্ক রেজেষ্ট্রিভুক্ত হইয়াছে।

বিনীত
ইস্টার্ন রবার ওয়ার্কস
৭-এ, বেন্টিঙ্ক স্ট্রীট, কলিকাতা-১
ফ্যাক্টরী: ৪৬/১এ, ডি সি দে রোড
কলিকাতা-১৫

সরকারী মূল্যবৃদ্ধি নীতির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ।

সাম্প্রতিক হোসিয়ারী কার্পাস সুতার দুঃষ্প্রাপ্যতা ও অযৌক্তিক মূল্যবৃদ্ধি রোধের জন্য পশ্চিমবঙ্গ সরকারের নিকট আবেদন-নিবেদনের ফলে গত ৯ই ডিসেম্বর, ১৯৭০ তারিখে কল্যাণী স্পিনিং মিলস্ (পশ্চিমবঙ্গ সরকারের প্রতিষ্ঠান) ১০০ পেটী ৪২ সুতা ১৮ টাকা ৪৫ পয়সা কেজি হিসাবে ও ৫০ পেটী ৪০ সুতা ১৪ টাকা ৫৮ পয়সা কেজি হিসাবে হোসিয়ারী শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলির মধ্যে বণ্টনের জন্য বেঙ্গল হোসিয়ারী ম্যানুফ্যাকচারার্স এসোসিয়েসনকে প্রদান করেন। পরিতাপের বিষয় যে, অধিক মুনাফা লাভের আশায় দুই দিন পরে, অর্থাৎ ১১-১২-৭০ তারিখে ঐ একই দ্রব্যের জন্য যথাক্রমে ১৮ টাকা ৯৮ পয়সা ও ১৫ টাকা ২৫ পয়সা দাবী করা হয়। উপায়ান্তর না থাকায় হোসিয়ারী প্রস্তুতকারকেরা ঐ অন্যায্য দাবী মানিতে বাধ্য হন।

পুনরায় গত ১৪ই জানুয়ারী, ১৯৭১-এ কল্যাণী স্পিনিং মিলস্ মাত্র ৫০ পেটী ঐ একই প্রকার ৪০ সুতার জন্য ১৫ টাকা ২৫ পয়সার পরিবর্তে ১৭ টাকা ১৩ পয়সা দাবী করেন। এই ক্ষেত্রেও অতিমুনাফা লাভের বশবর্তী হইয়া মাত্র ৪ দিন বাদে অর্থাৎ ১৮-১-৭১ তারিখে দর বাড়াইয়া ১৮ টাকা ৩২ পয়সা দাবী করেন।

বেঙ্গল হোসিয়ারী ম্যানুফ্যাকচারার্স এসোসিয়েসন হোসিয়ারী শিল্পে নিদারুণ সংকটকালে সরকারী প্রতিষ্ঠানের এইরূপ অন্যায় অযৌক্তিক অতিমুনাফা-আহরণ নীতির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ও ঐ অযৌক্তিক নীতির আমূল পরিবর্তন দাবী করিতেছে।

বেঙ্গল হোসিয়ারী ম্যানুফ্যাকচারার্স এসোসিয়েসন
কর্তৃক
সর্বসাধারণের জ্ঞাতার্থে প্রচারিত

(৬৯০০এ)

"এ বৎসর এই তো আকাশের অবস্থা... ...তবু মেশিনের জন্যেই এসব ধান হলো! গেল বৎসর ধানের চাষ করেছিলাম, ৮ বিঘে জমি... আমি মার খেয়েছি।"

বললেন হাওড়া জেলার বর্দা গাঁয়ের
শ্রী সুধীর চন্দ্র পরুই

"৮ বিঘে জমিতে ধান, নদী তার জল যোগাতে পারলো না...সে ধান মার খেলো। এ বৎসর এই তো আকাশের অবস্থা তবু মেশিনের জন্যে এ সব ধান হলো, তারপর আখ, আলু সবকিছুর চাষ আমাদের প্রচুর হচ্ছে। কুপার ইঞ্জিন কাজ প্রচুর করছে। ৪০ ফুট নদী থেকে জল তুলছে—এ রকম জল দিচ্ছে যে আমরা এক বিঘে জমি ৩ ঘন্টার মধ্যে একবারে জলে ভরিয়ে দিচ্ছি।"

COOPER কুপার ইঞ্জিনীয়ারিং লিমিটেড
৬৫৮ জে. এম্. রোড, পুনা-৪।

Shilpi CE-22a/70 (Barda-Howrah)

সভা / সমাবেশ

[অন্যভাবে উল্লেখ না থাকলে সূচিত সময় বিকাল বা সন্ধ্যা বোঝাবে]।

সর্বোদয় শান্তি পদযাত্রা : সকাল সাড়ে ৭টায় ভীম ঘোষ লেন সর্বোদয় ভবন থেকে শুরু হয়ে জগৎ মুখার্জি পারকে শেষ। **ইনডিয়ান কংগ্রেস অব রেডিওলজি** (২৪তম) সকাল ৯টায় আকাদেমি অব ফাইন আরটস প্রেক্ষাগৃহে উদ্বোধন। উদ্বোধক—রাজ্যপাল শ্রী এস এস ধাওয়ান। **সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ :** সাড়ে ৪টায় ব্রাহ্মসমাজ মহিলা ভবন ও হিন্দু বিধবাশ্রমের শিল্প প্রদর্শনীর উদ্বোধন। ৬টায় রামমোহন রায় স্মরণে বক্তৃতা সভা। বক্তা—শ্রীসৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর। **ইনডিয়ান চেম্বার অব কমারস :** ৪টায় ইনডিয়া এক্সচেনজ হলে (১০ তলায়) সাধারণ সভা। সভাপতি—শ্রীআর পি গোয়েংকা। **বিড়লা শিল্প সংগ্রহশালা :** ৪টায় চলচ্চিত্র প্রদর্শনী। **পূর্ব ও দক্ষিণ পূর্ব রেলপথের বৈদ্যুতিকরণের অস্থায়ী কর্মী সমন্বয় কমিটি :** পূর্ব রেলের জেঃ ম্যানেজারের কাছে গণডেপুটেশন। **রামকৃষ্ণ মিশন** (গোল পারক) সাড়ে ৬টায় বিবেকানন্দ হলে 'শ্রীমদ্ভাগবত' পাঠ ও আলোচনা।

পৌর আলো বিভাগের ইনসপেকটরদের বিক্ষোভ

স্টাফ রিপোরটার

মিউনিসিপ্যাল সারভিস কমিশন থেকে লোক নেওয়ার পৌর আলো বিভাগের ইনসপেকটরগণ দুদিন ধরে বিক্ষোভ দেখাচ্ছেন।

পৌর আইন অনুযায়ী যে নিয়োগগুলি সারভিস কমিশনের মাধ্যমে হওয়ার কথা কিছুকাল ধরেই তা হচ্ছে না। সম্প্রতি আলো বিভাগে একজন এসিসট্যানট ইনজিনিয়ারের জন্য সুপারিশ করে পাঠিয়েছেন কমিশন। ওই সংগে পৌর কমিশনারকে এক পত্রে সারভিস কমিশনের সুপারিশগুলি যে উপেক্ষিত হচ্ছে সে কথাও স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন কমিশনের চেয়ারম্যান।

পৌর কমিশনার ওই এসিসট্যানট ইনজিনিয়ারকে কাজে যোগ দিতে বললে বিভাগীয় ইনসপেকটরগণ তাঁকে বাধা দেন। তাঁদের দাবি—বিভাগীয় পদোন্নতির দ্বারা ওই পদ পূরণ করতে হবে। এদিকে কমিশনার তাদের দাবি না শুনে বৃহস্পতিবার তাঁকে কাজে যোগদানসূচক স্বাক্ষর করতে দেন। ইনসপেকটরগণ এই খবর পেয়ে এদিন কমিশনারের ঘরে গিয়ে বিক্ষোভ দেখান। এঁদের প্রতিনিধিদের নিয়ে কমিশনার পরে বৈঠক করবেন বলে কথা দেন।

বিজ্ঞানে নতুন ডি ফিল : শ্রীঅমিয়াংশু চট্টোপাধ্যায় কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বিজ্ঞানে ডি ফিল ডিগ্রি লাভ করেছেন। তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ডঃ এ কে শর্মার অধীনে গবেষণা করেন। শ্রীচট্টোপাধ্যায় ব্যারাকপুরের কাছে শিউলি গ্রাম নিবাসী শ্রীগণেশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের মধ্যম পুত্র।

নব বাংলা কংগ্রেসের আলোচনা ভেঙে গেল

প্রথম পৃষ্ঠার পর

পাননি। অজয়বাবু দক্ষিণ চব্বিশ পরগণায় মগরাহাট অঞ্চল থেকে অধিক রাত্রি পর্যন্ত কলকাতা ফেরেননি।

নতুন ফ্রনট গড়ার জন্য সিদ্ধার্থবাবুর প্রস্তাব?

নব কংগ্রেসের সংগে বাংলা কংগ্রেস নেতাদের এদিন আনুষ্ঠানিকভাবে কোন বৈঠক না হলেও শ্রীসিদ্ধার্থশংকর রায় এক সময় সুশীলবাবুর সংগে দেখা করেন। নব কংগ্রেস ওয়ারকিং কমিটির সদস্য সিদ্ধার্থবাবু সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে একথা জানান। একজন সাংবাদিক বিজয়বাবুকে প্রশ্ন করেন, কোন কোন মহলে সি পি আই ও ফরওয়ারড ব্লকের সংগে পরোক্ষ বোঝাপড়ার ব্যাপারে আপনাদের কথাবার্তা চলছে বলে শোনা যাচ্ছে তা কি ঠিক?

বিজয়বাবু বলেন, এখনও কারও সংগে আমাদের কোন কথাবার্তা হয়নি। কেউ আমার আসনে যদি স্বেচ্ছায় প্রার্থী না দেন, তবে বলার কিছু থাকে না। প্রসঙ্গত তিনি বলেন, তবে সামগ্রিকভাবে আট পারটি জোটের সংগে তাঁরা কথা বলবেন না।

এই কথার সূত্র ধরে সিদ্ধার্থবাবু বলেন,—একটা কথা বলে দেওয়া ভাল। আমি আজ সুশীলবাবুকে গিয়ে বলি, সি পি এম জোটকে পরাস্ত করার জন্য নব কংগ্রেস, বাংলা কংগ্রেস, ফরওয়ারড ব্লক ও সি পি আই নিয়ে কোন ফ্রনট গড়া হলে বিবেচনা করে দেখবেন কি? এর উত্তরে সুশীলবাবু সরাসরি বলে দেন,—না। এবং এ ব্যাপারে দলের সংগে তাঁর আলোচনারও দরকার নেই। কেন না, দলের নির্দেশ স্পষ্ট।

আগেও একবার ভেঙে ছিল

রাষ্ট্রপতি লোকসভা ভেঙে দেওয়ার কদিন পর আটাশ ডিসেমবর জোট বাঁধার প্রশ্নে প্রথম নব কংগ্রেস ও বাংলা কংগ্রেসের আলোচনা শুরু হয়। কদিন ধরে ছয়দফা বৈঠকের পর সাত জানুয়ারি দুই দলের আলোচনা ভেঙে যায়। দিল্লি থেকে রাজ্য নব কংগ্রেস নেতারা ঘুরে আসার পর আবার বারো জানুয়ারি দুই দলের নেতারা একই প্রশ্নে আলোচনায় বসেন। সেদিন রাত্রে দুই দলের এক যুক্ত বিবৃতিতে স্থায়ী সরকার গঠন ও পশ্চিমবংগকে রাজনৈতিক অস্থিরতা ও অর্থনৈতিক অধোগতির হাত থেকে বাঁচানোর জন্য যৌথভাবে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতার সংকল্প ঘোষণা করা হয়। তারপর (সরকারী) বিদ্রোহী পি এস পি'র একাংশ ও সোস্যালিসট পারটি প্রভৃতি দলকে নিয়ে একটি গণতান্ত্রিক জোট গড়ার আলোচনা অনেক দূর এগিয়ে যায়। বুধবার রাত্রের বৈঠকের পরও নব কংগ্রেস মহল থেকে জানানো হয়—প্রস্তাবিত জোটের নাম, নির্বাচনী ইসতাহার ও আসন ভাগাভাগির বিষয় মোটামুটি স্থির হয়ে গিয়েছে।

তবে বৃহস্পতিবার রাত্রে বিজয়বাবু বলেন, আদি কংগ্রেসের সংগে গোপনে আসনের ব্যাপারে বোঝাপড়ার অভিযোগ বুধবার রাত্রে বাংলা কংগ্রেস নেতাদের কাছে করা হলে তাঁরা অস্বীকার করেন এবং 'চটেমোটে' যান। তিনি জানান, ওই গোপন বোঝাপড়ার ব্যাপারে জেলা কংগ্রেস নেতারা তাঁদের কাছে সুস্পষ্ট অভিযোগ করেন। আদি কংগ্রেসকে আসন দিয়ে দেওয়া হবে, এই অভিযোগকে কেন্দ্র করে নব কংগ্রেস কর্মী মহলে বেশ ক্ষোভের সৃষ্টিও হয়।

আর আলোচনা নয়

এক প্রশ্নের উত্তরে বিজয়বাবু বলেন, বাংলা কংগ্রেসের সংগে তাঁদের আর কোন আলোচনার সম্ভাবনা নেই। নব কংগ্রেসের প্রার্থী তালিকা প্রকাশ করতে তিন-চারদিন সময় লাগবে। এজন্য চব্বিশ জানুয়ারি রবিবার তাঁদের দলের প্রদেশ কর্মসমিতির বৈঠক ডাকা হয়েছে।

নব কংগ্রেস কয়টি আসনে প্রার্থী দেবে, জানতে চাওয়া হলে তিনি বলেন, ১৮০ থেকে ২০০ হতে পারে। আবার সেরকম মনে হলে বিধানসভার ২৮০টি আসনেই তাঁরা প্রার্থী দিতে পারেন। এ ব্যাপারে এখনও পর্যন্ত পাকাপাকি কিছু স্থির হয়নি। তিনি জানান, পি এস পি, এস এস পি'র একাংশ প্রভৃতি দলগুলির সম্পর্কে তাঁদের মনোভাব কি হবে, তা পরে কথাবার্তার পর নির্ধারিত হবে।

সাংবাদিকদের সংগে বিজয়বাবুর কথাবার্তার সময় সিদ্ধার্থবাবু, পূরবী মুখারজি, কৃষ্ণকুমার শুক্লা, ইলা পালচৌধুরী, ডঃ দেবীপ্রসাদ চ্যাটারজি প্রভৃতি উপস্থিত ছিলেন। রাজ্য নব কংগ্রেসের অন্যতম সাধারণ সম্পাদক তরুণকান্তি ঘোষ তার কমিনিট আগে সেখান থেকে চলে যান। অজয়বাবুদের সংগে নব কংগ্রেসের বোঝাপড়ার ব্যাপারে দীর্ঘদিন ধরে তিনি চেষ্টা চালাচ্ছিলেন।

সামাজিক ন্যায়বিচারের প্রতিশ্রুতি

বিজয়বাবু তাঁর বিবৃতিতে অভিযোগ করেন, দুদলে আলোচনার সময় একথা পরিষ্কার হয়ে ওঠে যে, পশ্চিমবংগে দক্ষিণ প্রতিক্রিয়া এবং সিনডিকেট (আদি কংগ্রেস) ও তার সংগীদের সংগে সমস্ত সম্পর্ক মুছে ফেলতে বাংলা কংগ্রেস সত্যি সত্যি আগ্রহী নয়। তিনি বলেন, শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর নেতৃত্বে কংগ্রেস সুনির্দিষ্ট সমাজতান্ত্রিক কর্মসূচী রূপায়ণ করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। এই অবস্থায় "সিনডিকেটের সংগে গোপনে বা অন্যভাবে যে দল বোঝাপড়া করতে চায়" তার সংগে তাঁদের জোটবাঁধা সম্ভব নয়। তাই তাঁরা শ্রীমতী গান্ধীর নেতৃত্বে সমাজতান্ত্রিক আদর্শ ও কংগ্রেসের প্রগতিশীল নীতির ভিত্তিতে দক্ষিণ প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিকে পরাস্ত করার জন্য ও আইন শৃংখলা হীনতার বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য জনগণের নির্দেশ প্রার্থনা করছেন। সত্যি সত্যি সমাজতন্ত্র, গণতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতায় বিশ্বাস করে এমন ব্যক্তি বা দলের সহযোগিতা আশা করি। আমরা স্থায়ী সরকার, পরিচ্ছন্ন প্রশাসন ও সামাজিক ন্যায়বিচারের প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি।

সংযুক্ত বামপন্থী ফ্রনটে আসন বন্টন নিয়ে আলোচনা

বৃহস্পতিবার কলকাতায় সংযুক্ত বামপন্থী ফ্রনটের এক বৈঠকে আসন বণ্টন নিয়ে আলোচনা হয়। সৈয়দ বদরুদ্দোজা সাহেব এখনও তাঁদের প্রার্থী তালিকা পেশ না করায় ফ্রনটও তালিকা প্রকাশ করতে পারছেন না।

ফ্রনটের একজন মুখপাত্র জানান, ২৩ জানুয়ারি নাগাদ তাঁরা প্রার্থী তালিকা প্রকাশ করতে পারবেন।

আসানসোলে নব কংগ্রেস কর্মীদের দাবি

নিজস্ব সংবাদদাতা

আসানসোল, ২১ জানুয়ারি—এখানকার কংগ্রেস (নব) কর্মীরা মংগলবার এক সম্মেলনে প্রস্তাব নেন, স্থানীয় পাঁচটি বিধানসভা আসন ও একটি লোকসভা আসন তাঁদের জন্য ছেড়ে দেওয়া না হলে বাঙলা কংগ্রেসের বা অন্য কোন দলের সংগে জোটবাঁধা তাঁরা মানবেন না। এই সভায় টাউন কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক শ্রীদীপ্তিময় আইচ সভাপতিত্ব করেন।

দুজন রাজনৈতিক কর্মী খুন

প্রথম পৃষ্ঠার পর

কারখানায় সি পি এম ও সি পি আই কর্মীদের মধ্যে জোর উত্তেজনা দেখা দেয়। দু পক্ষের মধ্যে মারামারিও শুরু হয়ে যায়। কর্তৃপক্ষ এদিনের জন্য কারখানা বন্ধ করে দেন।

নকশালী ঘাঁটিতে পুলিশের হানা, লড়াই

এর পর খবর রটে যায় সি পি এম-এর তিনজন কর্মীকে নকশাল যুবকেরা তুলে নিয়ে গিয়েছে। থানা থেকে সি আই ও ও সি সশস্ত্র পুলিশ বাহিনী নিয়ে বাটানগরের অদূরে উলুডাঙ্গায় একটি নকশালী ঘাঁটিতে যান। সেখানে প্রায় পনেরোজন যুবকের সংগে পুলিশের লড়াই বাধে। বোমা পাইপগান ইত্যাদি নিয়ে নকশালীরা লড়াই চালিয়ে যায়। শেষে পুলিশের গুলিতে একজন আহত হয়ে পড়ে যেতে অন্যেরা পালাবার চেষ্টা করে। পুলিশ আহত যুবকের কাছ থেকে পাইপগান ও বোমা পেয়েছে। ওই সময় পুলিশ তাড়া করে আরও একজন আহত সহ মোট ৬ জনকে গ্রেফতার করে।

পুলিশ সূত্রে আরও বলা হয়, সি পি এম কর্মীদের অপহরণের কোন অভিযোগ পাওয়া যায়নি। এটা নিছক গুজব বলে পুলিশের সন্দেহ। এ সম্পর্কে পুলিশী তদন্ত চলছে।

মেমারিতে হামলার ঘটনা

এদিন বিকালে বর্ধমানের মেমারিতে হামলায় নিহত শ্রীপাল (৪০) বারহাটি হাই স্কুলের শিক্ষক। স্কুল থেকে বাড়ি ফেরার পথে তিনি আক্রান্ত হন। ঘটনাস্থলেই তাঁর মৃত্যু ঘটে।

রাত্রে কলকাতায় নব কংগ্রেস সূত্রে অভিযোগে বলা হয়, এটি সি পি এম সমর্থকদেরই কাজ। বিকাল চারটা নাগাদ শ্রীপাল বাড়ি ফিরছিলেন।

নব কংগ্রেস সূত্রে আরও বলা হয়, শ্রীপাল স্থানীয় নব কংগ্রেসের নির্বাচনী অভিযানে নেতৃত্ব করছিলেন। আজ শুক্রবার শ্রীমতী পূরবী মুখারজি প্রমুখ নব কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ বর্ধমান যাচ্ছেন।

চিৎপুরে হাঙ্গামা, পুলিশের গুলি

এদিন দুপুর থেকে বিধান সরণি এবং রাধাকান্ত দেব লেনের মুখে সি পি এম-নকশালদের মধ্যে প্রায় তিন ঘণ্টা ধরে বোমাবাজি চলে। পুলিশের একটি অয়ারলেস ভ্যান ঘটনাস্থলে পৌঁছলে পুলিশের উপরও বোমা পড়ে বলে পুলিশ অভিযোগ করে।

পুলিশ ওই সময় হাঙ্গামাকারীদের ছত্রভংগ করার জন্য ২ রাউনড গুলি চালায়। গুলিতে কেউ আহত হয়নি বলে পুলিশ জানায়।

বেলেঘাটায় ভ্যানে আগুন

এদিন বিকালের দিকে বেলেঘাটার রাজেন্দ্রলাল মিত্র রোডে একদল লোক একটি প্রাইভেট ভ্যানে আগুন ধরিয়ে দেয়। পুলিশ হাঙ্গামাকারীদের ছত্রভংগ করতে ২ রাউনড কাঁদানে গ্যাস ছোঁড়ে।

দুজনকে পুলিশ গ্রেফতার করেছে।

হাওড়া হোমস-এ আগুন

বৃহস্পতিবার দুপুরে হাওড়ার জগাছা থানা এলাকায় অবস্থিত কারিগরি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান 'হাওড়া হোমস'-এর অফিস ঘরে আগুন লাগানো হলে বেশ কিছু কাগজপত্র পুড়ে নষ্ট হয়।

কৃষ্ণনগরে অলংকার ব্যবসায়ী ছুরিকাহত

এদিন বিকালে কৃষ্ণনগরে শ্রীসুধীর পাত্র নামে এক অলংকার ব্যবসায়ী ছুরিকাহত হয়েছেন। পুলিশ সূত্রে বলা হয়েছে, কয়েকজন অজ্ঞাতপরিচয় আততায়ী ছুরি ও লোহার রড দিয়ে তাঁকে আঘাত করে। আশংকাজনক অবস্থায় শ্রীপাত্রকে হাসপাতালে ভরতি করা হয়েছে।

টিটাগড়ে এক ব্যক্তি ছুরিকাহত

উত্তর শহরতলির সংবাদদাতা জানান, এদিন বিকালে টিটাগড়ে রামকির চৌহান (৩৫) নামে এক ব্যক্তিকে ছুরিকাহত অবস্থায় ব্যারাকপুর বি এন বসু হাসপাতালে ভরতি করা হয়। সন্ধ্যার দিকে অবস্থার অবনতি ঘটায় তাকে আর জি কর হাসপাতালে নিয়ে আসা হয়। তার বুকে গভীর ক্ষতচিহ্ন রয়েছে বলে হাসপাতাল থেকে জানানো হয়।

দু' দলে সংঘর্ষ

সকালের দিকে বি টি রোডের উপর সি পি এম ও সি পি আই সমর্থকদের মধ্যে এক চোট সংঘর্ষ বেধে যায়। দু'পক্ষই ঘন ঘন বোমা ফাটায়। কিন্তু পুলিশ এসে পড়ায় দুদলই সরে পড়ে। অবস্থা শান্ত হয়।

২৩ থেকে ৩০ জানুয়ারি জাতীয় সংহতি সপ্তাহ

স্টাফ রিপোরটার

সাম্প্রদায়িকতা, আঞ্চলিকতা ও জাতিভেদের বিরুদ্ধে সংগ্রামের জন্য কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় জাতীয় সংহতি সমিতি ২৩ থেকে ৩০ জানুয়ারি পর্যন্ত জাতীয় সংহতি সপ্তাহ পালন করবেন। ভারতের যে সব বিশ্ববিদ্যালয়ে জাতীয় সংহতি কমিটি আছে, সেই সব বিশ্ববিদ্যালয়েও ওই সপ্তাহ পালন করা হবে। বৃহস্পতিবার কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় জাতীয় সংহতি সমিতির কার্যকরী সভাপতি অধ্যাপক নির্মলচন্দ্র ভট্টাচার্য এক সাংবাদিক বৈঠকে এ কথা জানান। ৩০ জানুয়ারি গান্ধীজীর মহাপ্রয়াণের দিনটিকে 'সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি দিবস'রূপে পালন করা হবে।

আনন্দবাজার সম্পাদককে নেসেলসের কফি ও দুধ উপহার

নেসেলস প্রোডাকটস (ইনডিয়া) লিমিটেড-এর তরফে আনন্দবাজার পত্রিকা ও দেশ পত্রিকার সম্পাদক শ্রীঅশোককুমার সরকার এবং হিন্দুস্থান স্ট্যানডারড পত্রিকার সম্পাদক শ্রীসুধাংশুকুমার বসুকে কোমপানি কর্তৃক উৎপাদিত রিকরি কফি, এবং মিলকমেড কনডেনসড মিলক উপহার দেওয়া হয় গত বুধবার আনন্দবাজার পত্রিকা ভবনে। ওই অনুষ্ঠানে বিশিষ্ট সাংবাদিক ও কর্মনির্বাহীরা উপস্থিত ছিলেন।

পঃ বঙ্গে নির্বাচনী তারিখ

প্রথম পৃষ্ঠার পর

ধারণা হয়েছে, এখানে সকলেই ১০ মারচ নির্বাচন চাইছেন। কিন্তু দিল্লিতে গিয়ে সারা ভারতের ভোট গণনার "চারট" না দেখে কোনও সিদ্ধান্ত নেওয়া সম্ভব নয়। তিনি এইদিনই টেলিফোনে উপ-নির্বাচন কমিশনার শ্রীপ্রীতিতোষ রায়কে নির্দেশ দিয়েছেন—শুক্রবার সকালের মধ্যে তিনি (শ্রীসেনবর্মা) সারা ভারতের ভোটগণনার পরিস্থিতি যাতে বুঝতে পারেন, সেজন্য প্রয়োজনীয় কাগজপত্র যেন প্রস্তুত রাখা হয়।

মুখ্য নির্বাচনী কমিশনার বলেন, এর কতকগুলি অসুবিধাও আছে। যেমন ১০ মারচ নির্বাচন হলে সব ব্যালট ১১ তারিখের মধ্যে আনা নেওয়া সম্ভব হবে না। আবার ১২ মারচ দোলযাত্রা। ১৩ মারচ থেকে গণনা শুরু করতে হলে অন্যান্য রাজ্য হয়ত এতদিন অপেক্ষা করতে চাইবেন না। এই পরিস্থিতিতে তিনি চান সর্বদিক বিবেচনা করে শুক্রবারই সিদ্ধান্ত নিতে।

আর একটি প্রশ্নোত্তরে তিনি বলেন, নির্বাচনের ব্যাপারে আইন শৃংখলা পরিস্থিতি নিয়ে এইদিন সকালে মুখ্য-উপদেষ্টা শ্রী বি বি ঘোষ, মুখ্য-সচিব শ্রীনির্মল সেনগুপ্ত ও স্বরাষ্ট্র সচিব শ্রীবিনয়রঞ্জন গুপ্তের সংগে তাঁর দীর্ঘ আলোচনা হয়েছে। এই আলোচনার সময় সুবিধা-অসুবিধা সর্বদিকই উঠেছিল। এমনকি সামরিক বাহিনীর কথাও ওঠে। কিন্তু এ ব্যাপারে রাজ্য সরকার বুঝেশুনে সিদ্ধান্ত নেবেন।

তিনি বলেন, "আমি চাই এই রাজ্যের নির্বাচন অবাধ, সুষ্ঠু ও শান্তিপূর্ণ হোক। রাজ্য সরকারকে আমি অনুরোধ করেছি, আপনারা এমন পরিস্থিতি সৃষ্টি করুন, যাতে সমালোচনার ঊর্ধ্বে থেকে আপনারা দেখাতে পারেন যে, চ্যালেনজের মোকাবিলা করেছেন।

শ্রী সেনবর্মা জানান, প্রয়োজন হলে তিনি নির্বাচনের আগে আরও একাধিকবার পশ্চিমবংগে আসবেন। উপ-নির্বাচনী কমিশনারকে নির্বাচনের দুদিন আগেই তিনি এখানে পাঠাতে পারেন।

BMA-PA-S-64

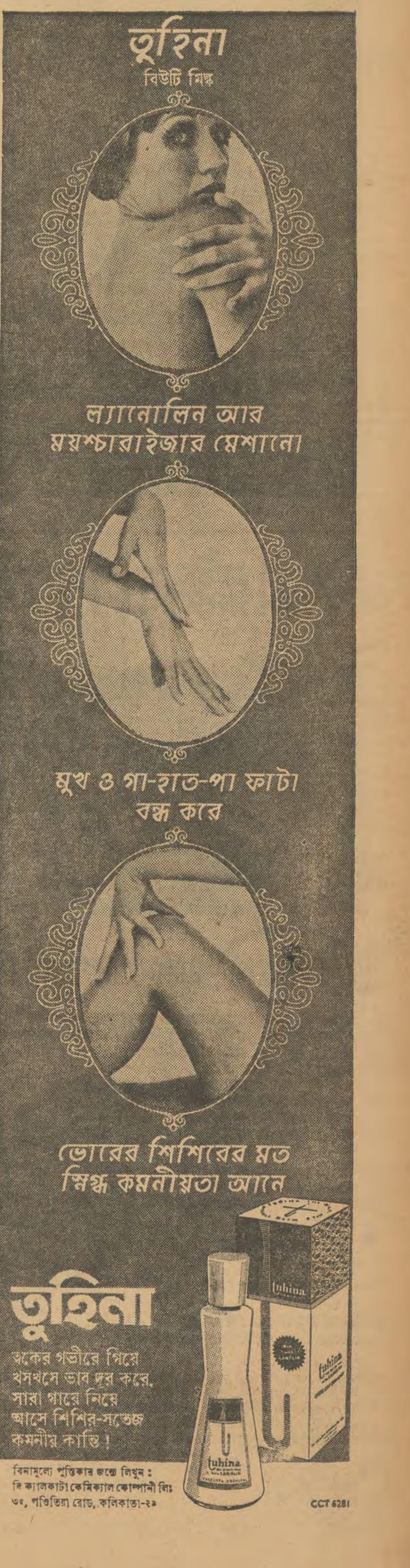

বিনামূল্যে পুস্তিকার জন্যে লিখুন:
দি ক্যালকাটা কেমিক্যাল কোম্পানী লিঃ
৩৫, পণ্ডিতিয়া রোড, কলিকাতা-২৯

CCT 6281

বালিতে ফুটবল ফাইনাল

বালি অ্যাথলেটিক ক্লাব পরিচালিত ভূপেন্দ্র স্মৃতি শীল্ড ও রাজা স্মৃতি কাপ ফুটবল প্রতিযোগিতার ফাইনাল খেলা আগামী ২৪ জানুয়ারি, রবিবার নবীন সংঘ, বালি ও বালি এ সি'র মধ্যে অনুষ্ঠিত হবে। সভায় ডঃ বি মুখারজি সভাপতিরূপে এবং প্রখ্যাত ক্রিকেট খেলোয়াড় শ্রীপঙ্কজ রায় প্রধান অতিথি-রূপে উপস্থিত থাকবেন।

কিস্তিতে ট্রানজিস্টর

৪ ব্যান্ড অল ওয়ার্ল্ড ব্যান্ড স্প্রেড ন্যাশনাল ট্রানজিস্টর এখন মাসিক ৫, টাকা কিস্তিতে পাওয়া যাচ্ছে প্রতি গ্রামে ও শহরে পাঠান যাবে। লিখুন—

VIJAY SALES (ABC)
65, Arjun Nagar, Yusuf Sarani
New Delhi

দুই কংগ্রেস ও সি পি এম-কে পরাস্ত করার আহ্বান

স্টাফ রিপোর্টার

ইন্দিরার নেতৃত্বে বর্তমান কংগ্রেস পুরাতন কংগ্রেসেরই নামান্তর, কর্মসূচীও সেই পুরাতন। জওহরলাল নেহরুর মত শক্তিশালী মানুষের নেতৃত্বে কংগ্রেস যখন দেশের কোন কল্যাণ করতে পারেনি, তখন তাঁর থেকে 'যাঁর যোগ্যতা অনেক কম', সেই ইন্দিরা গান্ধীর নেতৃত্বে কংগ্রেসের পুরাতন কর্মসূচীতে সাধারণ মানুষের দুর্দশার চেয়ে আর কিছু উন্নততর সমাজ ব্যবস্থা আমরা আশা করতে পারি না। মঙ্গলবার কলকাতা ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউটে ডি এস ও-র প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী উপলক্ষে আয়োজিত এক সভায় এস ইউ সি নেতা শ্রীশিবদাস ঘোষ একথা বলেন। সভাপতিত্ব করেন শ্রীমতী ছায়া মুখার্জি।

শ্রীঘোষ আরও বলেন, একদিকে কংগ্রেসের এই ভূমিকা, অপরদিকে সি পি এম তার গণতান্ত্রিক আন্দোলনে ঐক্য বিনষ্টকারী রাজনীতির ফলে বামপন্থী আন্দোলনে আজ একঘরে। তাই সে আজ 'করেকটি সাইনবোরড তৈরি করে' একটি তথাকথিত বামপন্থী ফ্রন্টের জন্ম দিয়েছে। এই পরিস্থিতিতে তিনি তাই একদিকে দুই কংগ্রেস ও সি পি এমকে পরাস্ত করার জন্য ছাত্রসমাজকে সর্বশক্তি নিয়োগের আহবান জানান।

রাজ্য সরকারী কর্মচারী ফেডারেশনের সভ্য পদ খারিজ

বৃহস্পতিবার রাজ্য সরকারী কর্মচারী ফেডারেশনের সম্পাদক শ্রীশচীন বসু এক বিবৃতিতে জানান যে, ফেডারেশন বিরোধী কার্যকলাপের অভিযোগে শ্রীপ্রশান্ত মনসীর ফেডারেশনের সভ্যপদ নাকচ করা হয়েছে। ফেডারেশন-এর তরফ থেকে তার কোনও কথা বলার অধিকার নেই। বিবৃতিতে আরও অভিযোগ, গত ১৭ তারিখ শ্রী মনসী ৫০ জন কর্মী নিয়ে মহাকরণের সামনে অনশন করেন বলে যে দাবি কোরছেন তা সম্পূর্ণ ভীত্তিহীন।

সাতের নামতা — গৌরাঙ্গপ্রসাদ বসু ও সুবোধ দাশগুপ্ত

নিম্ন দামোদর সংস্কারে ২৬ জানুয়ারি জনগণের অংশ গ্রহণ

নিজস্ব প্রতিনিধি

আগামী ২৬ জানুয়ারি প্রজাতন্ত্র দিবসে কয়েক হাজার গ্রামবাসী কোদাল ঝুড়ি নিয়ে নিম্ন দামোদর সংস্কারের কাজে আনুষ্ঠানিকভাবে যোগ দিচ্ছেন।

হাওড়া জেলা নিম্ন দামোদর সংস্কার আন্দোলন কমিটির আহ্বায়ক শ্রীঅমল গাঙ্গুলী জানিয়েছেন, দামোদরের তিনটি প্রধানকেন্দ্র বাগনান (মহিষরেখা-খাদিনান), আমতা (রুতেপুর) এবং শ্যামপুরে (গড়চুমুক) জনসাধারণের আনুষ্ঠানিক যোগদানে নিজেদের সংহতি প্রমাণিত হবে। এছাড়া কেন্দ্রীয় ও রাজ্য সরকারের কাছে সংস্কার প্রকল্প অবিলম্বে শুরু ও যথাশীঘ্র সম্ভব শেষ করার দাবিও জানানো হবে। জনগণের এই কাজে নদীর উভয় পারের মানুষকে সামিল হওয়ার আবেদন জানিয়ে তিনি বন্যা থেকে এক কোটি মানুষকে বাঁচাবার জাতীয় গঠনমূলক প্রকল্প শুরুর জন্য সকলকে শপথ নেওয়ার দায়িত্ব স্মরণ করিয়ে দিয়েছেন।

যেখানে চাইবেন সেখানেই জল পাবেন

ভিলিয়ার্স ইঞ্জিন পাম্পসেট দিয়ে

● ভিলিয়ার্স ইঞ্জিন পাম্পসেট সহজেই এক জায়গা থেকে অন্যত্র নিয়ে যাওয়া যায়। কাজেই চাষীরা যেখানে দরকার হয় সেখানেই জল পেতে পারেন। ● ভিলিয়ার্স ইঞ্জিন পাম্পসেট কিনতে কম পুঁজি লাগে; অথচ বেশী ফসল তুলে অধিক লাভবান হওয়া যায়। ● ভিলিয়ার্স ইঞ্জিনের প্রয়োগ পাওয়ার থ্রেশার্স, যন্ত্রচালিত হাল, টিলার্স, জেনারেটার সেট্স ও অন্যান্য যন্ত্রপাতিতে করা চলে।

● সারাদেশ জুড়ে গ্রীভস এর বিক্রির পরে সার্ভিসের ব্যবস্থা রয়েছে। ● ভিলিয়ার্স ইঞ্জিন স্পেয়ার পার্টস সর্বত্র পাওয়া যায়।

মডেল ২৫ এইচ. এস. পি./কে.
১২ এইচ. এস. পি./কে.
পেট্রোল / কেরাসিন তেলে চলে।

বিক্রয় ও দেখাশুনা করেন:
গ্রীভস কটন এণ্ড কোং লিঃ
কলিকাতা, পাটনা, গৌহাটী, জামসেদপুর, ভুবনেশ্বর।

GREAVES

AAA. GV. 48 BN

অনুমোদিত ডিলার: এন জি পাল, এন এইচ-৩৪, মালদা * এন জি পাল, হাটখোলা, রায়গঞ্জ, পশ্চিম দিনাজপুর * ফার্ম ইকুইপমেন্ট অ্যান্ড কেমিক্যাল সাপ্লাই সিণ্ডিকেট, ডি এল রায় রোড, বৌবাজার, কৃষ্ণনগর, জেলা নদীয়া * ফার্ম ইকুইপমেন্ট অ্যান্ড কেমিক্যাল সাপ্লাই সিণ্ডিকেট, স্টেশন রোড, বহরমপুর কোর্ট, জেলা মুর্শিদাবাদ * ইউনিভার্সাল ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড ট্রেডিং কোং, নরেন্দ্রমহল, স্মার বাঁধ, মেদিনীপুর টাউন * গোবিন্দপ্রসাদ পোদ্দার অ্যান্ড ব্রাদার্স, দোলতলা, দুর্গাপুর রোড, বাঁকুড়া * গোবিন্দপ্রসাদ পোদ্দার অ্যান্ড ব্রাদার্স, পোঃ অঃ পুরুলিয়া * বি নাহা অ্যান্ড কোং, নাহা হাউস, বাবুপাড়া, জলপাইগুড়ি * মুখার্জি চ্যাটার্জি অ্যান্ড কোং, মেন রোড, পোঃ অঃ সিউড়ি, জেলা বীরভূম * ইণ্ডিয়ান সেলস এজেন্সি, যশোর রোড, পোঃ অঃ হাবড়া * ইউনাইটেড মেসিনারি অ্যান্ড অ্যাপ্লায়েন্সেস, খাদিনা মোড়, চুঁচুড়া, হুগলি * এগ্রি মেসিনারি সিণ্ডিকেট, ৪৫ জি টি রোড, বর্ধমান * পাল মেসিনারি স্টোর্স, ৪০ স্ট্র্যাণ্ড রোড, কলিকাতা-১ * এঞ্জিনিয়ারিং ইকুইপমেন্ট অ্যান্ড ট্রেডার্স, ৩৩ চিত্তরঞ্জন অ্যাভিনিউ, কলিকাতা-১২।

কলকাতা

বিশ্ববিদ্যালয় কর্মীদের প্রতীক ধর্মঘট

স্টাফ রিপোর্টার

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে অটোমেশন প্রতিরোধে ও 'দীর্ঘকাল অমীমাংসিত" কয়েকটি দাবি আদায়ের জন্য বৃহস্পতিবার বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মচারীরা একদিনের প্রতীক ধর্মঘট করেন। গত তিনমাসের মধ্যে ওই একই দাবিতে এই নিয়ে তিনদিন কর্মচারীরা ধর্মঘট করলেন।

এই ধর্মঘটের ফলে এদিন কোন ক্লাস হতে পারে নি। বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন ভবনের ঘরের তালাও খোলা হয় নি। কর্মচারীরা বিশ্ববিদ্যালয় ফটকে পিকেটিং করেন। কোন অফিসারও ভিতরে ঢোকেন নি।

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্মচারী সমিতির পক্ষ থেকে জানানো হয় যে, বেতনহার সংশোধন, প্রয়োজনভিত্তিক ন্যূনতম বেতন, পূজা উপলক্ষে উৎসব ভাতা ও আগেকার দেওয়া পূজা অগ্রিম মকুবের দাবিতে এবং বিশ্ববিদ্যালয় বিজ্ঞান কলেজে 'গবেষণার নামে' কমপিউটার বসানোর চেষ্টার প্রতিরোধে তাঁরা যে আন্দোলন চালিয়ে আসছেন, কর্তৃপক্ষ তা না মানলে সেই আন্দোলন আরও দুর্বার করা হবে।

বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র সংসদ এদিনের ধর্মঘটের একতরফা সিদ্ধান্তে ক্ষোভ প্রকাশ করে অভিযোগ করেছেন, কমপিউটার বসানোর প্রশ্নে তাঁরা কর্মচারীদের সঙ্গে আলোচনার যে প্রস্তাব দিয়েছিলেন, তার প্রতি উপেক্ষা করে কর্মচারীরা আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছেন। গবেষণার কাজে কমপিউটারটি ছাত্রদের অত্যাবশ্যক এবং এই ব্যাপারটি ছাত্র-শিক্ষক-কর্মচারী ও কর্তৃপক্ষের মধ্যে আলোচনার মাধ্যমে মিটিয়ে ফেলা উচিত বলে সংসদ মনে করেন।

শেয়ার বাজারে মিশ্রভাব

২১ জানুয়ারি—আজ কলকাতা শেয়ার বাজারে মিশ্রভাব দেখা যায়। লেনদেন মাঝারি ধরনের হয়েছে।

বাজার খোলার ও বন্ধের দর নিচে দেওয়া গেল:—

ক্লিয়ারিং তালিকাভুক্ত

হতে ডেলিভারি—বিড়লা জুট ২০।১০; বরাকর কোল ১১।৩৭; ডানলপ ইন্ডিয়া ৩৭।২৫ ৩৭।৩৫; গেসট কিন উইলিয়াম ২৯।৮০ ৩০।১৫; হিন্দ মোটর্স ১৫।০৫ ১৫।২৫; হাওড়া জুট ৬।৪৫; ইনড অ্যালু: ৩৫।৫০ ৩৫।৩৫; ইনড কেবল ১৫।৭৫ ১৫।৮০; ইনড কপার ৪।০৬ ৪।১৪; ইনডিয়ান আয়রণ ১৩।১০ ১৩; জে কে কটন ১০।৮৭ ১১।৪০; জয়শ্রী টি ১৭।৬২ ১৮; কেশোরাম ইনড ১৬।৫০ ১৬।৫৫; ওড়িশা সিমেন্ট ১৮।৬০; রোটাস ইনড ৭।১০ ৬।৭০।

সোনা-রূপার দর

২১ জানুয়ারি—আজ বাজার বন্ধের সময় দর নিম্নরূপ ছিল:—

খাঁটি সোনা (স্টান ১০ গ্রাম)	১৯১
সোনার গহনা (২২ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	১৮১
রূপার বাট (১ কেজি)	৫৬৮।৫০
ঐ খুচরা	৫৭০

চট ও থলের বাজার আরও মন্দা

২১ জানুয়ারি—আজ কলকাতায় চট ও থলের বাজারে আরও মন্দাভাব দেখা গেল। নিচে দর দেওয়া গেল:—

	জানুঃ	মাঃ-আঃ	এঃ-জুঃ
৪০-৭½	৬৬।৫০	৬৬।৫০	৬৬
৪০-১০	৮৫।৭৫	৮৬।৫৪	৮৭
বি-টুইল	২৭৫	২৭৬	২৭৯

কর্মবিরতি, হাওড়ার ৬০ রুটে বাস বন্ধ

স্টাফ রিপোর্টার

বিভিন্ন দাবিদাওয়ার ভিত্তিতে বাস কর্মীদের কর্মবিরতির ফলে বৃহস্পতিবার হাওড়ার ৬০ নম্বর রুটে প্রাইভেট বাস চলাচল বন্ধ হয়ে যায়। এর ফলে ডোমজুড়-কদমতলা অঞ্চলের যাত্রীরা খুব অসুবিধায় পড়েন।

খবর পেয়ে পুলিশের পদস্থ অফিসাররা ঘটনাস্থলে গিয়ে মিটমাটের চেষ্টা করেন। কিন্তু সন্ধ্যা পর্যন্ত ওই রুটে বাস আর চলেনি বলে জানা যায়।

শালিমারে অবস্থার উন্নতি

শালিমার গুদাম থেকে মাল খালাসের কাজে এদিন কিছুটা উন্নতি ঘটে এবং সন্ধ্যা ৬টা পর্যন্ত কাজ চলে বলে জানা যায়। এদিনও ওখানে পুলিশ মোতায়েন ছিল।

অফিসারের অভাবে তদারকি কমিশনের কাজে অচলাবস্থা

স্টাফ রিপোর্টার

প্রয়োজনীয় অফিসারের অভাবে রাজ্যের তদারকি কমিশনের কাজ কর্মে অচল অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে।

তদারকি কমিশনের একজন মুখপাত্র বলেন, কমিশনের দুর্নীতি তদন্ত শাখায় ২৫ জন অফিসারের মধ্যে মাত্র ১২ জন অফিসার আছেন। রাজ্য সরকারের কাছে গত ছ' মাস ধরে লেখালিখি করেও আর কোন অফিসার পান নি।

১৯৭০ সালে দুর্নীতির প্রায় ২০০০ কেস এসেছে। কিন্তু অর্ধেকেরই তদন্ত শুরু করা যায়নি।

ওই মুখপাত্র আরও জানান, ভিজিল্যান্স কমিশন গঠিত হওয়ার পর থেকে রাজ্য ও কলকাতা পুলিশের সৎ ও কর্মনিষ্ঠ অফিসারদের ডেপুটেশনে এনে তদন্তের কাজ করানো হতো। কিন্তু কিছুদিন আগে কলকাতা পুলিশ তাঁদের অফিসারদের ফিরিয়ে নেন। তারপর আই-জি এবং পুলিশ কমিশনারকে পুলিশ পাঠাতে অনুরোধ করা হয়। উভয়েই বর্তমান পরিস্থিতির জন্য কোনও অফিসারকে এখনই ডেপুটেশনে পাঠাতে অস্বীকার করায় এই পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে। ফলে অভিযোগগুলি তদন্তে 'অচল অবস্থার' উদ্ভব ঘটেছে।

শ্রমিক মিছিল, বোমা, কাঁদানেগ্যাস

স্টাফ রিপোর্টার

বৃহস্পতিবার সন্ধ্যার জোড়াবাগান থানার সামনে একটি শ্রমিক মিছিল এলে থানার কাছে কয়েকটি বোমা পড়ে। এরপর পুলিশ মিছিলটিকে ছত্রভঙ্গ করার জন্য এক রাউনড কাঁদানে-গ্যাস ছোড়ে এবং লাঠি চালায়। থানার সামনে হাঙ্গামা ও বোমা ছোড়ার অভিযোগে পুলিশ ৪৫ জনকে গ্রেফতার করেছে।

উত্তর কলকাতার পুলিশের ডেপুটি কমিশনার শ্রীবিভূতি চক্রবর্তী আমাদের প্রশ্নের উত্তরে বলেন, থানা লক্ষ্য করে মিছিল থেকে বোমা ছোঁড়া হলে দুজন কনসটেবলসহ তিনজন পুলিশ কর্মী আহত হন। অন্যদিকে, পুলিশের লাঠিতে মিছিলের পাঁচজন আহত হন। তাঁদেরও শুশ্রূষার ব্যবস্থা করা হচ্ছে।

এই ঘটনা সম্পর্কে সি পি এম কাউনসিলার শ্রীহরপ্রসাদ চ্যাটার্জি টেলিফোনে আমাদের কাছে যে বিবরণ দেন, তা পুলিশের বিবরণের বিরোধী। শ্রীচ্যাটার্জির অভিযোগ, পোস্তা শ্রমিক ইউনিয়নের তিনজন কর্মীকে গ্রেফতারের প্রতিবাদে জোড়াবাগান থানার কাছে একটি মিছিল যায়। তখন থানা থেকে মিছিল লক্ষ্য করে বোমা ফেলা হয়। এরপর পুলিশ কাঁদানে গ্যাস ছোড়ে, লাঠিচারজ করে এবং আরও ৪৫ জনকে ঘটনাস্থল থেকে গ্রেফতার করে।

পুলিশের ডেপুটি কমিশনার বলেন, হিংসাত্মক নানা কার্যকলাপের পূর্ব অভিযোগে অনিল ভট্টাচার্য, অসীম মণ্ডল ও সুবল দে বলে তিনজনকে এদিন পুলিশ গ্রেফতার করে। সন্ধ্যার দিকে কাউনসিলার শ্রীশক্তি ঘোষের (সি পি এম) নেতৃত্বে শ' দেড়েক লোকের এক মিছিল ওই তিনজনের মুক্তির দাবি নিয়ে থানার সামনে জমায়েত হয়। তিনি অভিযোগ করেন, ওই সময় মিছিল থেকে থানা লক্ষ্য করে বোমা ছোড়া হয়। ছত্রভঙ্গ করার জন্য কাঁদানে গ্যাসের পর মিছিলের লাঠিসোটা নিয়ে হাঙ্গামা শুরু হয়। তখন পুলিশ লাঠি চালায় এবং হাঙ্গামার অভিযোগে ৪৫ জনকে গ্রেফতার করে।

আইন-আদালত

তিনটি সংস্থার কর্মচারীদের উপর নিষেধাদেশ

ইমপিরিয়াল কেমিক্যাল ইনডাসট্রিজ (ইনডিয়া) প্রাঃ লিঃ, ইনডিয়ান একসপ্লোডিভেস লিঃ এবং আলকালি অ্যানড কেমিকেলস করপোরেশন অব ইনডিয়া লিঃ-এর আবেদনক্রমে কলকাতা হাইকোরটের বিচারপতি শ্রীরমেন্দ্রমোহন দত্ত একটি নিষেধাদেশ জারি করে শ্রীদেবাশীষ বসু এবং ওই প্রতিষ্ঠান তিনটির ৫৪ জন কর্মচারীকে বেলা ৯-৩০ মিঃ থেকে ৫-৩০ মিঃ পর্যন্ত ৩৪ চৌরঙ্গী রোড এবং ১৮ স্ট্র্যানড রোডস্থ ভবনের অভ্যন্তরে সভানুষ্ঠান থেকে বিরত থাকতে বলেছেন। তবে বিবাদীরা আইনসম্মতভাবে ট্রেড ইউনিয়ন সংক্রান্ত কাজকর্ম চালাতে পারবেন এবং অনুমতি নিয়ে বেলা ১২-৩০ মিঃ থেকে ২টার মধ্যে সভাও করতে পারবেন।

খুনের অভিযোগে দায়রা সোপর্দ

পরশুরাম রাই নামক এক কনসটেবলকে হত্যা এবং আরও দুজন কনসটেবলকে হত্যার চেষ্টা ও দাঙ্গা-হাঙ্গামার অভিযোগে প্রেসিডেন্সি ম্যাজিসট্রেট শ্রী ডি কে চক্রবর্তী একটি দুর্বৃত্তদলের নায়ক বলে বর্ণিত জয়হিন্দ নন্দী ও দেবদাস সাহাকে নগর দায়রা আদালতে বিচারের জন্য সোপর্দ করেছেন।

জয়হিন্দ ও আরও কয়েকজনের বিরুদ্ধে দুটি ডাকাতি সংক্রান্ত মামলা মুলতুবি আছে।

পোরট কমিশনারস-এর অফিসার ও কর্মচারীদের বিরুদ্ধে মামলা

৪৩,০০০, টাকার ইসপাতের ছড় প্রভৃতি চুরির দায়ে শেখ হবিব এবং পোরট কমিশনারস দফতরের একজন অফিসার ও ৪ জন কর্মচারী সমেত আরও ৭ জনের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করা হয়েছে। তৃতীয় অতিরিক্ত বিশেষ আদালতের জজ শ্রী এস সি মজুমদারের এজলাসে এই মামলার শুনানী ওঠে।

১১ ফেবরুয়ারি পর্যন্ত শুনানী মুলতুবি আছে।

রাজ্য সরকারী কর্মীদের মিছিল, সমাবেশ

নিজস্ব প্রতিনিধি

বৃহস্পতিবার পশ্চিমবঙ্গের সরকারী কর্মচারীদের পক্ষ থেকে রাজ্যপাল সমীপে একটি স্মারকলিপি পেশ করে বিভিন্ন দাবি পূরণের কথা বলা হয়।

দাবিগুলি হল: "পে কমিশনের সুপারিশ সম্পর্কে সরকারের একতরফা 'স্বৈরাচারী সিদ্ধান্ত' বাতিল করতে হবে এবং রাজ্য কো-অরডিনেশন কমিটি ও সংশ্লিষ্ট সমিতিসমূহের সঙ্গে আলোচনার মাধ্যমে প্রয়োজনীয় সংশোধনী সহ পে-কমিশনের সংখ্যা গরিষ্ঠের সুপারিশ '৬৯-এর এপরিল থেকে চালু করা।

সারভিস ব্রেক ও সাসপেনশন আদেশসমূহ এবং মিথ্যা ফৌজদারী মামলাগুলি প্রত্যাহার, সমস্ত কাটা বেতন ফেরৎ, শ্রীমানস ঘোষ প্রমুখ কর্মীদের বিনাশর্তে মুক্তি, শাস্তিমূলক বদলির আদেশসমূহ এবং রাজ্য কো-অরডিনেশন কমিটির স্বীকৃতি হরণের সিদ্ধান্ত বাতিলসহ সমস্ত দমনমূলক ব্যবস্থা নাকচ।

ছাঁটাই বন্ধ, কনডাকট রুলস ও সি এ আর বাতিল প্রভৃতি অন্যান্য অধিকারের সুমীমাংসা।"

এসপ্ল্যানেড ইসটে সমাবেশের আগে বিভিন্ন অঞ্চল থেকে কর্মীরা মিছিল করে ও শ্লোগান দিতে দিতে হাজির হন। কো-অরডিনেশন কমিটির যুগ্ম সম্পাদক শ্রীঅজয় মুখোপাধ্যায় সেখানে বক্তৃতা দেন। রাজ্যপালের অনুপস্থিতিতে তাঁর সচিব স্মারকলিপিটি গ্রহণ করেন।

বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষার তারিখ

স্টাফ রিপোর্টার

বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষাসমূহের কনট্রোলার এক বিজ্ঞপ্তিতে ১৯৭১ সালের পরীক্ষাসমূহের তারিখ ও 'ফি' দাখিলের শেষ তারিখসমূহ ঘোষণা করেন।

পরীক্ষার তারিখ ও 'ফি' দাখিলের শেষ তারিখ বন্ধনীর মধ্যে দেওয়া হল; ১৯ এপরিল বিশ্ববিদ্যালয় এনট্রেনস, কলা ও বিজ্ঞান (২৬ ফেবরুয়ারি), ১২ মে থ্রি-ইয়ার ডিগরি কোরস পারট 'ওয়ান', কলা ও বিজ্ঞান (১৫ মারচ), ৯ জুন থ্রি-ইয়ার ডিগরি কোরস পারট 'টু', কলা ও বিজ্ঞান (১২ এপরিল), থ্রি-ইয়ার ডিগরি কোরস পারট 'ওয়ান' কমারস (২২ এপরিল), থ্রি-ইয়ার ডিগরি কোরস পারট 'টু' কমারস (৭ জুন) এবং ২১ জুন বি-টি (৪ মে)।

আকাশবাণী সংগীত প্রতিযোগিতার পুরস্কার বিতরণ

আকাশবাণীর কেন্দ্র অধিকর্তা শ্রী ডি কে সেনগুপ্ত মঙ্গলবার পশ্চিমবঙ্গের ৫ জন প্রতিভাসম্পন্ন তরুণ শিল্পীকে স্মারকপত্র ও নগদ পুরস্কার প্রদান করেন। এঁরা ১৯৭০ সালে অনুষ্ঠিত আকাশবাণী সঙ্গীত প্রতিযোগিতার বিভিন্ন বিভাগে প্রথম এবং দ্বিতীয় স্থান লাভ করেছিলেন।

সফল প্রতিযোগীদের মধ্যে আছেন: শ্রীমতী অর্চনা বসু (রবীন্দ্র সঙ্গীতে প্রথম) শ্রীআনন্দপ্রকাশ চ্যাটার্জি (তবলায় প্রথম) দুস্তর মুখার্জি (তবলায় দ্বিতীয়), শ্রীমতী প্রতিমা মিত্র (লঘু ধ্রুপদীসঙ্গীত—ঠুংরীতে দ্বিতীয়) এবং শ্রীনরেন্দ্রনাথ ধর (সরোদে দ্বিতীয়)।

শিয়ালদহ বিভাগে ট্রেন চলাচল বিপর্যস্ত

নিজস্ব সংবাদদাতা

বৃহস্পতিবার সকাল থেকে দুপুর পর্যন্ত ছয় ঘণ্টার উপর শিয়ালদহ বিভাগের বনগাঁ শাখার ট্রেন চলাচল বিপর্যস্ত হয়। গুমা ও বাঁড়া স্টেশনের মধ্যে বৈদ্যুতিক তার জ্বলে যাওয়ায় এই বিঘ্ন ঘটে। ফলে যাত্রীদের দুর্ভোগ ভোগ করতে হয়।

ট্রেনের আশায় ঘণ্টার পর ঘণ্টা বহু যাত্রী স্টেশনে অপেক্ষা করেন। কিন্তু ট্রেন পান না। বসে তিল ধারনের জায়গা ছিল না। অনেকে লরি, টেমপো ভাড়া করেও যাতায়াত করেন। কিন্তু অধিকাংশ যাত্রী অফিস-আদালত, স্কুল-কলেজ ও অন্যান্য গন্তব্য স্থলে যাতায়াত করতে পারেন না। রেল কর্তৃপক্ষ অবশ্য শাটল ট্রেন চালুর ব্যবস্থা করেন। দুপুরের দিকে ট্রেন চলাচল শুরু হলেও অস্বাভাবিক লেট হয়।

কয়লার টান, ট্রেন আটক

ইনজিনে কয়লার টান পড়ায় বৃহস্পতিবার সন্ধ্যার দিকে লালগোলা ডাউন প্যাসেনজার ট্রেনটি দমদম জংশন স্টেশনে এক ঘণ্টার মত আটক পড়ে। এরই ফলস্বরূপ দুটি আপ ও দুটি ডাউন ট্রেন বাতিল হয়।

WANTED HOME AGENTS

মাসিক ৭৫০, টাকা বা ভাল কমিশনে শাল, শাড়ী, স্যুট লেংথ, রেডিমেড পোষাকের অর্ডার সংগ্রহ করুন।

অনভিজ্ঞ ও বেকারদের পক্ষে শেষ সুবর্ণ সুযোগ। বিনামূল্যে শর্তাদি ও নমুনার জন্য লিখুন।

HIND AGENCIES (18)
4k, Kolhapur Road, Delhi-7.

HARYANA STATE LOTTERIES

অর্ধসাপ্তাহিক খেলা

(নিয়মিত ২৫তম খেলার সমরকালে প্রতি সোমবার ও বৃহস্পতিবার অনুষ্ঠিত হয়)
নোটিফিকেশন নং ডি ও এল/এইচ আর/৭১/৪৮৫ তারিখ ২১-১-৭১

২১-১-৭১ তারিখ, বৃহস্পতিবার অনুষ্ঠিত অর্ধ-সাপ্তাহিক খেলার ফলাফল নিম্নরূপ:—

৫০০০, টাকার প্রথম পুরস্কার, টিকিট নং F-0036531
৫০০, টাকার দ্বিতীয় পুরস্কার, টিকিট নং 1-0049215

প্রত্যেকটি ৫০, টাকার চল্লিশটি পুরস্কার

A-0031315	A-0067619	B-0084663	B-0049806	B-0054022
B-0027188	B-0008735	C-0030415	C-0087889	C-0048033
C-0071377	C-0077695	C-0023238	D-0072360	D-0014755
E-0050463	E-0078177	E-0051678	E-0024018	F-0084797
F-0078871	G-0004013	G-0051272	G-0007884	H-0056154
H-0041031	H-0047656	H-0068533	H-0077020	I-0016761
J-0025821	J-0082468	J-0080278	K-0006397	K-0016539
L-0013590	L-0023806	L-0015327	M-0021156	N-0005021

বিঃ দ্রঃ কোনরূপ মুদ্রণপ্রমাদের জন্য এই ডিরেক্টরেট দায়ী নহেন।

এজেন্ট/বিক্রেতা প্রথম/দ্বিতীয় পুরস্কারের ৭½% এবং ২½% পাওয়ার অধিকারী। এজেন্ট (নিজেরাই বিক্রেতা হইলে) এবং বিক্রেতা পুরস্কারবিজয়ী টিকিটের কাউন্টারফয়েল পেশ করিলে প্রত্যেকটি ৫০, টাকা পুরস্কারের জন্য ১০, টাকার বিশেষ বোনাস পাওয়ার অধিকারী।

ডিরেক্টর অব লটারীজ কাম ডেপুটি সেক্রেটারী, গভর্নমেন্ট হরিয়ানা ফিনান্স (লটারীজ ডিপার্ট) চণ্ডীগড়

এশিয়া হোটেল

পি-১৩ রাসবিহারী এভেনিউ কলিকাতা—১৯
(বালিগঞ্জ রেল স্টেশন, ট্রাম ও বাস ডিপোর নিকট)
মধ্যবিত্তের উপযোগী শীততাপ-নিয়ন্ত্রিত (এবং অনিয়ন্ত্রিত)
প্রশস্ত ঘর প্রতি ঘরের নিজস্ব গরম ও ঠান্ডা জলের ব্যবস্থা সহ বাথরুম, লিফট ইত্যাদি।

টেলেক্স: ০২১-৭১১০ • ফোন: ৪৬-১১৪০

পাঞ্জাব স্টেট লটারিজ

২১-১-৭১ তারিখে অনুষ্ঠিত প্রাত্যহিক খেলার ফলাফল

একটি প্রথম পুরস্কার ৫,০০০, টাকা টিকিট নং D-285634

প্রত্যেকটি ৫০ টাকার কুড়িটি দ্বিতীয় পুরস্কার

1.	E-288581	2.	F-375077	3.	E-256818	4.	F-173533
5.	D-228905	6.	E-190666	7.	F-136593	8.	B-259110
9.	D-041162	10.	B-212958	11.	F-413806	12.	E-342985
13.	D-242933	19.	C-399201	15.	F-305987	16.	E-182302
17.	F-123495	19.	A-271119	19.	D-176168	20.	D-354034

দ্রষ্টব্য: নম্বরের মুদ্রণ প্রমাদের জন্য এই ডিরেক্টরেট দায়ী নহেন।

ডিরেক্টর অব পাঞ্জাব স্টেট লটারিজ
চণ্ডীগড়

চন্দনের পছন্দ

গেঞ্জীর রানী মহারানী

কুসুম কোমল মসৃন মিহি সুতায় প্রস্তুত

রেজিঃ নং ২২৮৭০৮

প্রস্তুতকারক— হেরীগুপ্ত

দি ইউনিভার্সাল হোসিয়ারী মিলস্ (প্রা) লিঃ
১০০-রাজা দিনেন্দ্র স্ট্রীট • কলিকাতা-৬
ফোন: ৩৫-৪৭৭২

গোয়েন্দা রিপ/জন প্রেন্টিস ও ফ্রেড ডিকেনসন রচিত

তৃতীয় রাউনডে বেলগাছিয়া ও নেতাজী ইনঃ

স্টাফ রিপোর্টার

বৃহস্পতিবার সি এ বি জুনিয়র নক-আউটের দ্বিতীয় রাউনডে বেলগাছিয়া ইউনাইটেড ২১০ রানে হাইকোরটকে পরাজিত করে তৃতীয় রাউনডে উঠেছে। পরের খেলায় বেলগাছিয়া ইউনাইটেড ফ্রেনডস স্পোরটিং ইউনিয়নের সঙ্গে খেলবে। অপর খেলায় নেতাজী সুভাষ ইনসটিটিউট ২৬ রানে আই বি এ সি-কে পরাজিত করে তৃতীয় রাউনডে উঠেছে। নেতাজী সুভাষ পরের খেলায় বারনপুরের সঙ্গে খেলবে।

বেলগাছিয়া ইউনাইটেড ২৫৭; হাই-কোরট ৪৭ (এস বসু ৩ রানে ২ উইঃ, এস দে ২০ রানে ৩ উইঃ)। বেলগাছিয়া ইউনাইটেড ২১০ রানে জয়ী। নেতাজী সুভাষ ইনঃ ১৫০; আই বি এ সি ১২৪: নেতাজী সুভাষ ইনঃ ২৬ রানে জয়ী।

সালকিয়া "অগ্রদূতের" বার্ষিক স্পোরটস

'অগ্রদূতে'র বার্ষিক স্পোরটস আগামী ৭ ফেবরুয়ারি, রবিবার সকালে রামলাল মুখারজি লেনস্থ পারকে অনুষ্ঠিত হবে। নাম দেবার শেষ তারিখ ৫ ফেবরুয়ারি। স্পোরটস কমিটির যুগ্ম-সম্পাদক, ৫৫ আশুতোষ মুখারজি লেন, সালকিয়া, হাওড়া-৬ (ফোন নং ৬৬-২৭৮৩) এই ঠিকানায় যোগাযোগ করতে হবে।

জাতীয় মহিলা হকিতে কেরল ৮-০ গোলে জয়ী

দিল্লি অফিস

২১ জানুয়ারি—আজ জাতীয় মহিলা হকি প্রতিযোগিতার খেলায় কেরল ৮—০ গোলে মধ্যভারতকে হারিয়ে কোয়ারটার ফাইনালে উঠেছে। অপর একটি প্রথম রাউনডের খেলায় উত্তরপ্রদেশ ২—০ গোলে হিমাচল প্রদেশকে পরাজিত করে।

কেরল এইদিন শুরু থেকে বিস্তীর্ণ প্রাধান্য বিস্তার করে খেললেও প্রথমার্ধে দুটির বেশি গোল করতে পারে না। দ্বিতীয়ার্ধে অবশিষ্ট ৬টি গোল হয়। এব্রাহাম ৪টি, মোরেরা ৩টি এবং [illegible] একটি গোল করেন। কেরল কোয়ারটার ফাইনালে পেপসুর সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবে।

উত্তরপ্রদেশের দুটি গোলই হয় দ্বিতীয়ার্ধে। রাইট-ইন আনজুম এবং সেনটার-ফরোয়ারড বুলা দলের গোল দুটি করেন। উত্তরপ্রদেশকে পরবর্তী রাউনডে পানজাবের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে হবে।

শুক্রবারের খেলা
মহীশূর : ভূপাল
রাজস্থান : তামিলনাড়ু

অসট্রেলিয়ার ১ উইকেটে ২৬০

ইয়ান চ্যাপেলের অপরাজিত সেনচুরি

মেলবোরন, ২১ জানুয়ারি—ইংলনড ও অসট্রেলিয়ার পঞ্চম টেসট ম্যাচের প্রথম দিনের শেষে অসট্রেলিয়া ১ উইকেটে ২৬০ রান করে। ইয়ান চ্যাপেল ১০৫ এবং রেডপাথ ৭০ রান করে উভয়েই নট-আউট থাকেন। এঁদের জুটিতে শতাধিক রান যোগ হয়।

অসট্রেলিয়ার টসে জয়লাভ

ইংলনড ও অসট্রেলিয়ার পঞ্চম ক্রিকেট টেসট ম্যাচের প্রথম দিনে অসট্রেলিয়ার অধিনায়ক বিল লরি টসে জয়ী হয়ে প্রথম ব্যাটিং গ্রহণ সিদ্ধান্ত করেন।

উভয় দলে পরিবর্তন

ইংলনড দলে জন এডরিচ খেলছেন। সকালে তাঁকে মাঠে নামিয়ে পরীক্ষা করা হয়। তিনি খেলার যোগ্য বলে নির্বাচকগণ ঠিক করেন। হ্যামশায়ার ইংলনড দলের দ্বাদশ খেলোয়াড় ছিলেন, কিন্তু তিনি ভীষণ ঠান্ডা লেগে অসুস্থ হয়ে পড়েছেন সেইজন্যে ডন উইলসনকে দলের দ্বাদশ খেলোয়াড় করা হয়েছে।

অসট্রেলিয়া দল থেকে স্পিন বোলার অ্যাসলে ম্যালেটকে বাদ দেওয়া হয়েছে।

উভয় দল

অসট্রেলিয়া—বিল লরি (অধিনায়ক), কিথ স্ট্যাকপোল, ইয়ান চ্যাপেল, ইয়ান রেডপাথ; ডাগ ওয়ালটারস, গ্রেগ চ্যাপেল, গর্ডান মারস (উইকেটরক্ষক), কেরি কিফ, অ্যালান থমসন, রস ডানকান, ও অ্যালান টমসন। দ্বাদশ—অ্যাসলে ম্যালেট।

ইংলনড—রে ইলিংওয়রথ (অধি-নায়ক) জি বয়কট, ব্রায়ান লাকহারসট, জন এডরিচ, কলিন কাউড্রে বেসিল ডলিভেরা, অ্যালান নট (উইকেটরক্ষক), জন স্নো, ডেরেক আনডারউড, পিটার লেভার, বব উইলিস। দ্বাদশ—ডন উইলসন।

ইয়ান চ্যাপেল

অসট্রেলিয়া দলের ইনিংস আরম্ভ

অসট্রেলিয়ার দলের বিল লরি ও কে স্ট্যাকপোল প্রথম ব্যাট করতে নামেন। তাঁরা প্রথম থেকেই খুব সতর্কতা অবলম্বন করেন। মধ্যাহ্ন ভোজের সময় এরা দুজনেই নট আউট থাকেন ও অসট্রেলিয়ার কোন উইকেট না হারিয়ে ৬৪ রান হয়। স্ট্যাকপোল ৩০ রান ও লরি ২৯ রানে অপরাজিত থাকেন।

মধ্যাহ্ন ভোজের পর

মধ্যাহ্ন ভোজের পর লরি ও স্ট্যাক-পোল আগের মতনই দৃঢ়তার সঙ্গে ব্যাট করতে থাকেন। রান ধীরে ধীরে বাড়ে।

মধ্যাহ্ন ভোজের অল্প পরেই স্ট্যাক-পোল ডলিভেরার বলে লেভারের হাতে ক্যাচ আউট হন (৬৪—১—৩০)। ইয়ান চ্যাপেল খেলতে নামেন। লরি স্নোর বলে আহত হয়ে অবসর গ্রহণ করেন। রেডপাথ খেলতে নামেন। দিনের শেষে চ্যাপেল ১০৫ রান ও রেডপাথ ৭০ রান করে নট আউট থাকেন। অসট্রেলিয়ার ১ উইকেটে ২৬০ রান হয়।

স্কোর

অসট্রেলিয়া—প্রথম ইনিংস

স্ট্যাকপোল ক লেভার ব ডলিভেরা	৩০
বিল লরি আহত অবসৃত	৩৮
ইয়ান চ্যাপেল নট-আউট	১০৫
রেডপাথ নট আউট	৭০
অতিরিক্ত	১৭
মোট (১ উইঃ)	২৬০

উইকেট পতন—১।৬৪;

বোলিং—স্নো ১৫—৪—৫৭—০; লেভার ১২—৩—৩১—০; ডলিভেরা ১৯—৬—৫৬—১; উইলিস ১০—৩—৩৪—০; আনডারউড ১১—৩—৩৮—০; ইলিংওয়ারথ ৬—০—২৭—০। —রয়টার

২৪ পরগণা জেলা জাতীয় ক্রীড়া ও শক্তি সংঘ

চব্বিশ পরগণা জেলা জাতীয় ক্রীড়া ও শক্তি সংঘের উদ্যোগে আগামী ১৪ ফেবরুয়ারি হাবড়ায় যে অষ্টম ক্রীড়া প্রতিযোগিতা হবে তাতে নাম দেওয়ার শেষ তারিখ ৬ ফেবরুয়ারি। নাম পাঠাতে হবে সংঘের জেলা দফতর ৬।১ পঞ্চানন-তলা রোড, কলিঃ-৫৬ অথবা সমরেন্দ্র চক্রবর্তী, পোঃ—প্রফুল্লনগর, হাবড়া, ২৪ পরগণা।

হাঁটা ও রোড রেস

চেতলা ইয়ং অ্যাথলেটিক ক্লাবের পরিচালনায় ১৬ ঘন্টাব্যাপী হাঁটা প্রতি-যোগিতা ২৩ জানুয়ারি শনিবার অনুষ্ঠিত হবে।

* * *

উত্তর পল্লী মিলন সংঘের রোড রেস ও পুরস্কার বিতরণী উৎসব টালা পারকে সকাল ৭টায় অনুষ্ঠিত হবে। ডাঃ পি কে ঘোষ সভাপতির আসন গ্রহণ করে পুরস্কার দেবেন।

* * *

নব রবিবাসরের ৫ মাইল দৌড় হবে ৭ ফেবরুয়ারি। বাসুদেব গোস্বামী ৪০/২ কৃষ্ণপুর রোড, দমদম, কলি-২৮; ফোন: ৫৭-৪০৮৯ অথবা সম্পাদক, যোগীপাড়া রোড, কলি-২৮।

* * *

মিলন সংঘ ব্যায়ামাগারের ৪ দিনব্যাপী অনুষ্ঠান শুরু হবে ২৩ জানুয়ারি প-৬৫১, নিউ আলিপুরে। বিভিন্ন দিন দেহসৌষ্ঠব, জিমন্যাসটিক, নাটক, ব্রতচারী নৃত্যানুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হবে।

শুক্রবারের ক্রিকেট খেলা

এস রায় শীলড

স্টি কমারস : মহারাজা বীরবিক্রম—আগরতলা (বিশ্ববিদ্যালয় ৯-৪৫ মিঃ)
আশুতোষ : ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র (আশুতোষ ৯-৪০ মিঃ)

আমপায়ারের উপর হামলা

সেন্ট জেভিয়ারস বিজয়ী

স্টাফ রিপোরটার

বৃহস্পতিবার বিশ্ববিদ্যালয় মাঠে আন্তঃ কলেজ নক-আউট ক্রিকেটের খেলায় আমপায়ারদের সিদ্ধান্তে অসন্তুষ্ট হয়ে একদল সমর্থক আমপায়ারদের উপর হামলা চালায়। এই খেলায় সেনট জেভিয়ারস কলেজ ২১১ রানে স্কটিশ চারচ কলেজকে পরাজিত করে দ্বিতীয় রাউনডে উঠেছে। সেনট জেভিয়ারসের এন চন্দ্রভারকার হ্যাটট্রিক সমেত ৪টি উইকেট পান।

স্কটিশ চারচ কলেজের একজন খেলোয়াড়কে আমপায়ার এল বি ডবলিউ দিলে একদল দর্শক আমপায়ারের সিদ্ধান্তে অসন্তুষ্ট হয়ে হামলা চালায়।

সেনট জেভিয়ারস—৮ উইঃ ২৬৬ (আর মুখার্জি ৭৫, এ দত্ত ৩৮ নট-আউট; এস ভট্টাচার্য ৫২ রানে ৩ উইঃ)।

স্কটিশ চারচ—৫৫ (এন চন্দ্রভারকার ৪ রানে ৪ উইঃ (হ্যাটট্রিক), আর মুখার্জি ১ রানে ২ উইঃ)।

জিজিবয়ের সংবর্ধনা

বৃশি আরদেশ জিজিবয় ওয়েসট ইনডিজ সফরকারী ভারতীয় ক্রিকেট দলে স্থান পাওয়ার সি এ বি-র তরফ থেকে বৃহস্পতিবার জিজিবয়কে সংবর্ধনা জানানো হয়। উল্লেখ্য, শুধু বাংলা থেকেই নয়—পূর্বাঞ্চল থেকে একমাত্র জিজিবয় ভারতীয় দলে স্থান পেয়েছেন।

ডুরানড কাপ

কোয়ারটার ফাইনালে মোহন বাগান

দিল্লি অফিস

২১ জানুয়ারি—ডুরানড কাপের খেলায় মোহনবাগান ২—১ গোলে বাঙ্গালোরের এল আর ডি ই-কে হারিয়ে কোয়ারটার ফাইনালে উঠেছে। পরের খেলায় বিজয়ী দল বি ই জি ও মাদরাজ রেজিমেনটাল সেনটারের বিজয়ীর সঙ্গে খেলবে।

রোভারসের খেলায় মোহনবাগান এল আর ডি ই-কে ৫—০ গোলে হারায়। এই-দিন তারা জয়ী হলেও আগের খেলার পুনরাবৃত্তি করতে পারেনি। সে তুলনায় এল আর ডি ই অনেক ভাল খেলেছে। দুই গোলে পিছিয়ে থেকে তারা একটি গোলও শোধ করে দেয়। বিজয়ী দলের পক্ষে দেবী দত্ত একাই দুটি গোল করেন। তবে এ জয়ের অনেকখানি কৃতিত্ব ব্যাকের খেলোয়াড় সি প্রসাদের। রক্ষণভাগের তিনিই ছিলেন প্রধান স্তম্ভ। দুটি নিশ্চিত গোল বাঁচানো ছাড়াও বহু ক্ষেত্রে তাঁর অভিজ্ঞতা-প্রসূত খেলা দলের পতন রোধ করে। ব্যাকের অন্যান্য খেলোয়াড় বি রায়, কে সাহাও ভাল খেলেন।

এস ভৌমিক মাথা গরম করে খেলায় তাঁকে মাশুল দিতে হয়। দ্বিতীয়ার্ধের ৯ মিনিটে এল আর ডি ই-র রাইট-ব্যাক গাউসকে মারার জন্য রেফারি ভৌমিককে মাঠ থেকে বার করে দেন।

প্রথমার্ধের তৃতীয় মিনিটে মোহনবাগান গোল করে এগিয়ে যায়। এস ভৌমিকের পাস থেকে দেবী দত্ত কোণাকুণি সটে গোল করেন। এই গোলের পর এল আর ডি ই একটু দমে যায়। সে ধাক্কা কাটিয়ে উঠে তারা পালটা আক্রমণ করে। তাদের সেনটার ফরোয়ারড আমোথিরান সহজ সুযোগ পেয়েও সোজা বলটি গোল পাতে বল মেরে দেন। গফুরও খুব কাছ থেকে বাইরে বল মেরে সুযোগ নষ্ট করেন।

দ্বিতীয়ার্ধে মোহনবাগানের দেবী দত্ত আবার গোল করে নিজ দলকে এগিয়ে দেন ২—০। এই গোলের পরই এল আর ডি ই সজোরে চেপে ধরে। লেফট-আউটে উইলিয়ামসের শক্ত সট গোলরক্ষক বলাই কে কিসট করে বাঁচিয়ে দেন। শেষ সময়ে এল আর ডি ই-র হাফ গফুর একটি গোল শোধ করে দেন।

মোহনবাগান—বলাই দে; বি রায়, কে সাহা, সি প্রসাদ ও প্রবীর মজুমদার; এস মান্না ও পি মজুমদার, দেবী দত্ত, এস ভৌমিক, চন্দন গুপ্ত ও পি গাঙ্গুলি।

এল আর ডি ই—জনার্দন; গাউস, জন, দেবরাজ ও টমাস; ডেবু ও গফুর; রামাডু, মোজিরত, ভেনুগোপাল ও উইলিয়ামস।

আন্তঃ রাজ্য অ্যাথলেটিকস

রীতা পালের দুটি স্বর্ণপদক একটি রেকরড

আহমেদাবাদ, ২১ জানুয়ারি—আজ শাহিবাগ পুলিশ স্টেডিয়ামের গুজরাটের রাজ্যপাল শ্রীমন নারায়ণ সারভিসব্যাপী এখম আন্তঃ রাজ্য অ্যাথলেটিকস উদ্বোধন করেন।

প্রথম দিনের প্রতিযোগিতায় পশ্চিম বাংলার রীতা পাল দৌড়ে দুটি স্বর্ণপদক লাভ করে সকলের প্রশংসাধন্য হন। বালিকা বিভাগে ৬০০ মিটার দৌড়ে তিনি নিজের প্রতিষ্ঠিত পূর্বতন রেকরডের সময়কে আরও উন্নত করে নতুন রেকরড করেন। এ ছাড়া ৮০০ মিটার দৌড়েও তিনি বিজয়িনী হন। বালিকা বিভাগে দ্বিতীয় রেকরড হয় বর্শা ছোঁড়ায়। গুজরাটের এ প্যাটেল ৩৪.৫৬ মিটার দূরে বর্শা ছুঁড়ে এই নতুন রেকরড করেন। বালক বিভাগে মহীশূরের ডেভিড প্রেমনাথ লং জাম্পে ৬.৯১ মিটার লাফিয়ে নতুন রেকরড প্রতিষ্ঠা করেন।

১৮ বছরের বালকদের বিভাগে পোল-ভলটে তামিলনাড়ুর এম ভরেল ৩.৬২ মিটার লাফিয়ে নতুন রেকরড করেন।

ফাইনাল ফলাফল

৮০০ মিটার দৌড় (বালক): ১ম—যোশেফ সিলভেরা (মহারাষ্ট্র); ২য়—বকশীষ সিং (পানজাব); ৩য়—আর জন (মহীশূর) সময়—১ মিঃ ৫৯.৭ সেঃ।

৬০০ মিটার দৌড় (বালিকা): ১ম—রীতা পাল (বাংলা); ২য়—রুকসানা (মহীশূর); ৩য়—ডরথী মেনডেজ (মহীশূর) সময়—১ মিঃ ৪৫ সেঃ নতুন রেকরড। (পূর্ব রেকরড রীতা পাল (বাংলা) সময়—১ মিঃ ৪৮.৭ সেঃ ১৯৭০ সালে কটকে হয়েছিল)।

লং জাম্প (বালিকা): ১ম—সুজাতা শর্মা (রাজস্থান); ২য়—বীনা ওমেন (তামিলনাড়ু); ৩য়—বিদ্যা রাও (তামিলনাড়ু); দূরত্ব—৫.০১ মিটার।

লং জাম্প (বালক): ১ম—ডেভিড প্রেমনাথ (মহীশূর); ২য়—অভয় সিং (রাজস্থান); ৩য়—টি এন মাহাতো (ওড়িশা); দূরত্ব—৬.৯১ মিটার। নতুন রেকরড (পূর্ব রেকরড ৬.৩৭ মিটার ১৯৭০ সালে কটকে এ কে মাহাতো (ওড়িশা) করেছিলেন)।

সটপাট (বালক): ১ম—ওমপাল সিং (হরিয়ানা); ২য়—নিরপাল সিং (হরিয়ানা); আসান আমেদ (অন্ধ্রপ্রদেশ); দূরত্ব—১২.৭৩ মিটার।

হাই জাম্প (বালিকা): ১ম—হানসা ভাকোডিয়া (গুজরাট); ২য়—বিজয় শুরী (উত্তরপ্রদেশ); ৩য়—অনিকা কোলে (বাংলা); উচ্চতা—১.৩৪ মিটার।

সটপাট (বালিকা): ১ম—ইন্দু থাপা (রাজস্থান); ২য়—ভক্তয়ার খাম্বাটা (মহারাষ্ট্র); ৩য়—জেনেট রডরিগস (মহারাষ্ট্র); দূরত্ব—৮.৬০ মিটার।

বর্শা ছোঁড়া (বালিকা): ১ম—আশা প্যাটেল (গুজরাট); ২য়—জে মিনজ (ওড়িশা); ৩য়—দেবকী জমাতিয়া (ত্রিপুরা); দূরত্ব—৩৪.৫৬ মিটার, নতুন রেকরড। (পূর্ব রেকরড চামেলি (রাজস্থান) ৩৪.০২ মিটার)।

হাতুড়ি ছোঁড়া (বালক): ১ম সুরজিৎ সিং (রাজস্থান); ২য়—নরিন্দর সিং (পানজাব); ৩য়—নিরপাল সিং (হরিয়ানা); দূরত্ব—৫২.৪৬ মিটার।

ডিসকাস ছোঁড়া (বালক): ১ম—এস পটনায়ক (ওড়িশা); ২য়—আর মন্ডল (ওড়িশা); ৩য়—এস শর্মা (উত্তরপ্রদেশ); দূরত্ব—৪১.৩০ মিটার।

৮০০ মিটার (বালিকা): ১ম—রীতা পাল (বাংলা); ২য়—পি এন উইলকিন (তামিলনাড়ু); ৩য়—এ তানডাল (গুজরাট); সময়—২ মিঃ ৩০.৪ সেঃ।

হাই জাম্প (বালক ১৬ বছর): ১ম—বিকাশ পাল (বাংলা); ২য়—হরলেক সিং (রাজস্থান); ৩য়—জি বালাসুব্রাহ্মণিয়াম (তামিলনাড়ু) ও জিতেন্দর সিং (দিল্লি): উচ্চতা—১.৭৬ মিটার।

পোলভলট (১৮ বছর বালকদের): ১ম—এম ভরেল (তামিলনাড়ু): উচ্চতা—৩.৬২ মিটার (নতুন রেকরড): ২য়—কে কে শাহরুকা (রাজস্থান): ৩য়—বি পি দাস (ওড়িশা)।

আন্তঃ বিশ্ববিদ্যালয় ক্রিকেট

বিশাখাপত্তনম, ২১ জানুয়ারি—আন্তঃ বিশ্ববিদ্যালয় ক্রিকেটের ফাইনালে দ্বিতীয় দিনের খেলায় মাদরাজ দ্বিতীয় ইনিংসে ২ উইকেটে ১৩৫ রান তোলে। প্রথম ইনিংসে মাদরাজ গতবারের বিজয়ী বোমবাই থেকে ৫৬ রান এগিয়ে আছে। বোমবাইয়ের প্রথম ইনিংস ঐ দিন ১৪২ রানে শেষ হয়।

—পি টি আই

ইনতিখাব আলম অধিনায়ক হলেন

নয়াদিল্লি, ২১ জানুয়ারি—পাকিস্তান ক্রিকেট দলের এই বছর ইংলনড সফরে ইনতিখাব আলম অধিনায়ক নির্বাচিত হয়েছেন। আগামী মে মাস থেকে ১১ সপ্তাহব্যাপী পাকিস্তানের সফর শুরু হবে।

—ইউ এন আই

ল কলেজ জিমন্যাসিয়ামে দেহশ্রী প্রতিযোগিতা

২২ জানুয়ারি বেলা ৫টার সময় ল কলেজ জিমন্যাসিয়ামে মিঃ ল কলেজ দেহসৌষ্ঠব প্রতিযোগিতা হবে। মাননীয় বিচারপতি এস এ মাসুদ প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকবেন। অধ্যাপক পি পি মোদক সভাপতির আসন গ্রহণ করবেন।

হুগলী জেলা জিমন্যাসটিক প্রতিযোগিতা

হুগলির তেলিনীপাড়ায় উদয়ণ ব্যায়াম সমিতির রজতজয়ন্তী উৎসবের শেষ দিনে হুগলি জেলা জিমন্যাসটিক প্রতিযোগিতা হবে। যোগদানের শেষ দিন ৬ ফেবরুয়ারি। বিশেষ বিবরণের জন্য অনিল ব্যানারজির কাছে। উদয়ণ ব্যায়াম সমিতি, তেলিনীপাড়া হুগলি এই ঠিকানায় খোঁজ নিতে হবে।

মূক বধিরদের বার্ষিক স্পোরটস

স্টাফ রিপোরটার

রবীন্দ্র সরোবর স্টেডিয়ামে বিপুল উৎসাহ ও উদ্দীপনার মধ্যে পশ্চিমবঙ্গ মূক বধিরদের বার্ষিক স্পোরটস অনুষ্ঠিত হয়েছে। মেজর জেনারেল পি চৌধুরী সভাপতির আসন গ্রহণ করে পুরস্কার বিতরণ করেন। কয়েকটি ফলাফল নীচে দেওয়া হল:—

পুরুষদের

১০০ মিটার দৌড়—১ম শ্যামল বিশ্বাস; ২য়—সূর্য ব্যানারজি; ৩য়—অনজন বসু। ২০০ মিটার দৌড়—১ম—শ্যামল বিশ্বাস; ২য়—সূর্য ব্যানারজি; ৩য়—অনজন বসু। ৪০০ মিটার দৌড়—১ম শম্ভু দাস; ২য়—দিলীপ ঘোষ; ৩য়—অনজন বসু। ৮০০ মিটার দৌড়—১ম দিলীপ ঘোষ; ২য়—শম্ভু দাস; ৩য়—রণজিৎ পাল। বর্শা ছোড়া—১ম দীপক গুহ; ২য়—বৈদ্যনাথ সরকার। হপ স্টেপ জাম্প—১ম শম্ভু দাস; ২য়—দীনবন্ধু ভট্টাচার্য; ৩য়—শিবনারায়ণ বাহাদুর।

মহিলাদের

১০০ মিটার দৌড়—১ম জারিনা লাখানি; ২য়—রত্না পাল; ৩য়—কল্পনা পাল। দৈর্ঘ্য লম্ফন—১ম মধু কুন্ডু; ২য়—জারিনা লাখানি; ৩য়—রত্না পাল।

রিলে : প্রথম—বেংগল ডেফ অ্যানড ডাম্ব এসোঃ. দ্বিতীয়—ক্যালকাটা ডেফ অ্যানড ডাম্ব স্কুল।

RAJASTHAN STATE LOTTERIES

২১-১-৭১ তারিখে অনুষ্ঠিত প্রাত্যাহিক খেলার ফলাফল

১,০০০ টাকার একটি পুরস্কার টিকিট নং A-248539 প্রত্যেকটি ৫০০ টাকার চারটি পুরস্কার টিকিট নং B-097837, C-176613, D-228548, E-076499 অবশিষ্ট সিরিজগুলির উপরোক্ত নম্বরযুক্ত টিকিটে প্রত্যেকটি ৫০ টাকার ২০টি সান্ত্বনা পুরস্কার

ডিরেক্টর, স্মল সেভিংস অ্যান্ড স্টেট লটারিজ, রাজস্থান, জয়পুর।

eXcel RADIO DECORATIONS

আপনার ট্রানজিস্টর—টি ভি—গ্রাম—অ্যামপ্লিফায়ার—রেকর্ডার ইত্যাদি অ্যানোডাইজড ডেকরেশন দিয়ে সাজিয়ে তুলুন।

তৈরি করেন
এক্সেল প্রসেস প্রাইভেট লিমিটেড
২২ডি, এস এ ব্রেলভি রোড, বম্বে-১
ফোন: ২৫৯১৮১ — ৫৭৩৩২৭
শাখা: ১০বি, ইডেন হসপিটাল রোড কলিকাতা-১২, ফোন ৩৪৬৫৯৩

হাঁপানী
শ্বাস-কষ্ট?
—এজমোডিন—
মাত্র ২টি ট্যাবলেটে মৃত্যু যন্ত্রণার ন্যায় অসহ্য যন্ত্রণা লাঘব এবং ২০ থেকে ৩০টি ট্যাবলেটে রোগ উপশম। ৪০টি ট্যাবলেট মাত্র ৪ টাকা। ডাক মাশুল পৃথক
এ, ভি, ড্রাগ হাউস
৪২, কাঁথারীটোলা স্ট্রীট, কলি-১৪
ফোন: ২৪-৩৫৩৬

এই দেখুন সবচেয়ে মজবুত টায়ার!

২৬০ মেট্রিক টন ওজনের কামড়েও এ ঠিক থাকে

১৩০ মেট্রিক টন ওজনের ছুটো ইঞ্জিনের মাঝখানে রেখে একে পিষেছি··· তারপর এর ওপর দিয়ে ছুটেছি!

এই পরীক্ষা প্রমান করেছে,—ফায়ারস্টোনের অসাধারন তিনগুণ-শক্ত (বা ট্রিপ্‌ল্‌ - স্টেংথ) গঠনের কত দাম!

আমরা এই টায়ারকে নিষ্পেষণ সহ্য করার বিশেষ ক্ষমতা দিয়ে গড়ি, নতুন শক্তি দিয়ে টায়ারের পা শক্ত করে তুলি, কর্ডকে ইনসুলেট করি।

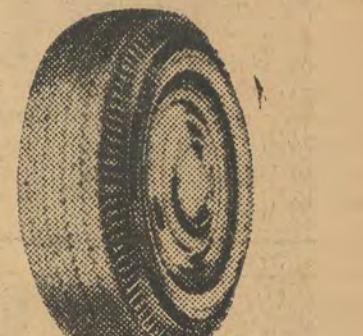

আরো কিলোমিটার পাবেন অল্প খরচে
আরো নিরাপদ ভাও সে অল্প খরচেই
সর্বদা মজবুত টায়ার ব্যবহার করুন

ফায়ারস্টোন

ভারতের সেবা করে আসছে ৫০ বছরেরও উপর

ভারতের সর্বত্র বিক্রি হয়—আজই আপনার ফায়ারস্টোন ডীলারের সঙ্গে দেখা করুন।

Ad. No. F. 1037(A) Ben.

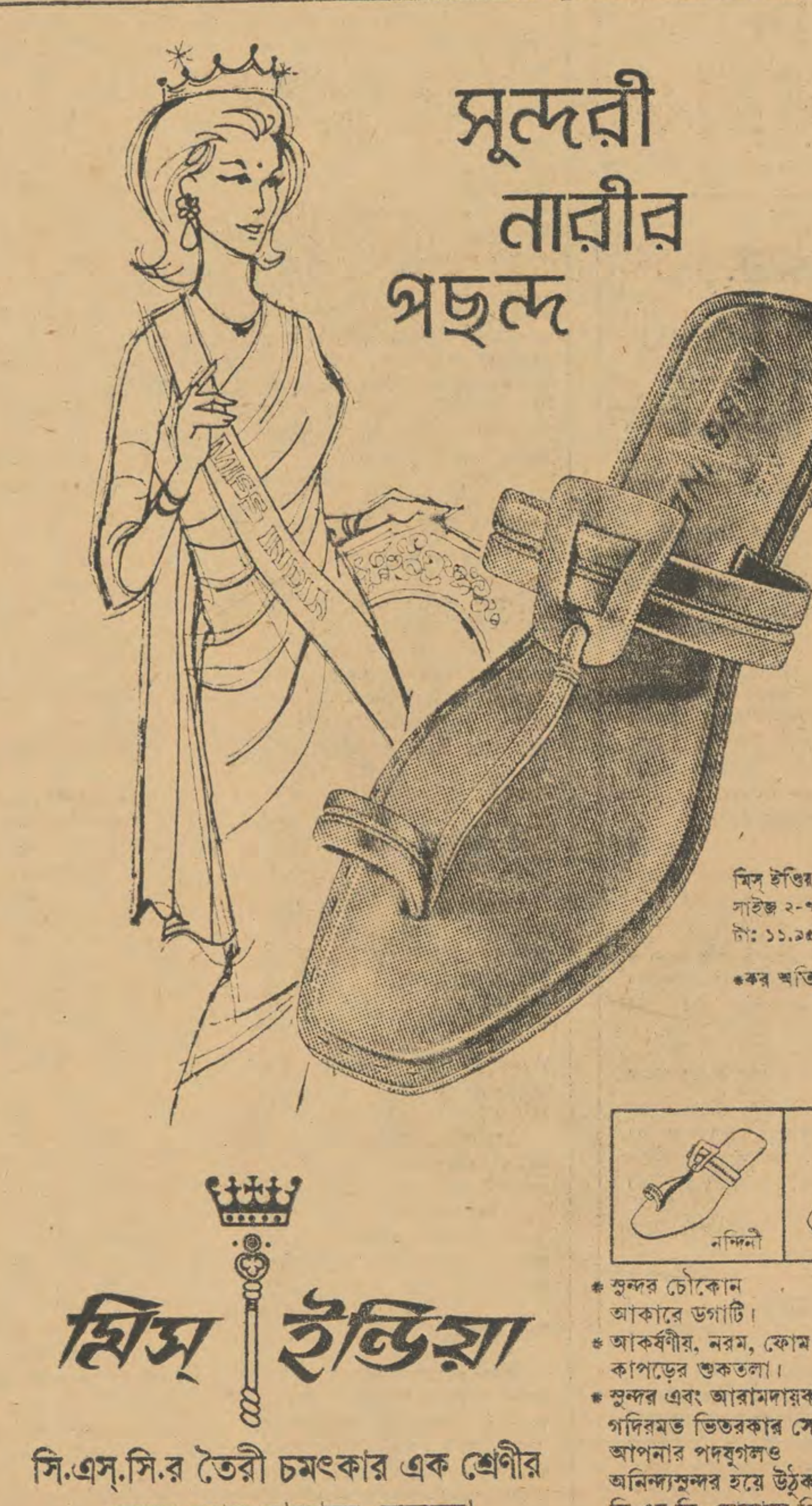

মিস্ ইণ্ডিয়া
সাইজ ২-৭
টাঃ ১১.৯৫*
*কর অতিরিক্ত

- সুন্দর চৌকোন আকারে ডগাটি।
- আকর্ষণীয়, নরম, ফোম কাপড়ের শুকতলা।
- সুন্দর এবং আরামদায়ক, গদিরমত ভিতরকার সোল।

আপনার পদযুগলও অনিন্দ্যসুন্দর হয়ে উঠুক সি.এস.সি. দোকানে গিয়ে আজই মিস্ ইণ্ডিয়া জুতো দেখুন!

মিস্ ইণ্ডিয়া

সি.এস.সি.র তৈরী চমৎকার এক শ্রেণীর সুন্দর চপ্পল বাজারে বেরুলো

সি.এস.সি. জুতো
প্রস্তুতকারক: ক্যালকাটা সাহু কোং লিঃ

AIYARS.CSC.157 BN

বেনারসী ও সিল্কের জন্য
বেনারসী কুঠী
গড়িয়াহাট জং· কলি· ফোন: ৪৬-৭৪৭৭

সিনেমার নিজস্ব বৈশিষ্ট্য

অনেকে বলেন, সিনেমা বিভিন্ন শিল্পকলার (যেমন, সাহিত্য, নাট্যকলা, সংগীত, চিত্রকলা ইত্যাদি) সিনথেসিস। চলচ্চিত্র-ইতিহাস-বিশেষজ্ঞ শ্রী বি ডি গর্গ গত ১৬ জানুয়ারি ইউ-এস-আই-এস আয়োজিত আলোচনা সভায় (প্রসঙ্গ: নির্বাক চলচ্চিত্র) ওই প্রচলিত সিদ্ধান্তকে খানিকটা সহজিয়া এবং বহুলাংশে বিভ্রান্তিকর বলে উল্লেখ করেন।

শ্রীগর্গের বক্তব্য, সিনেমা অবশ্যই বিভিন্ন শিল্পকলা থেকে তার উপাদান উপকরণ সংগ্রহ করে, নানা শিল্পের কাছেই সে ঋণী। কিন্তু তাদের সমন্বয়-সাধন সিনেমার বিশেষত্ব নয়। সিনেমার নিজস্ব কিছু গুণ আর বৈশিষ্ট, স্বতন্ত্র একটা প্রকাশভঙ্গিমা আছে। সেই গুণ আর ভাষার স্বাতন্ত্র্যেই সিনেমা সিনেমা—একটি স্বয়ংভর কলা মাধ্যম।

এক শিল্পকলার কাজে অন্য শিল্পের প্রভাব অথবা অনুপ্রবেশ, তিনি বলেন, কিছু নতুন নয়। উদাহরণ-স্বরূপ সাহিত্যের কথা ধরা হয়। কবিতায় থাকে ছন্দ, থাকে চিত্রকল্প—অর্থাৎ সংগীত আর চিত্রকলার প্রভাব। গানে থাকে বাণী, অঙ্কিত চিত্রে কাহিনীর আভাস ইত্যাদি। থিয়েটারে তো নানা শিল্পের আনাগোনা প্রত্যক্ষ। এই সব ক্ষেত্রেই প্রতি আর্ট-ফর্ম দাঁড়িয়ে আছে তার নিজস্ব গুণ আর বৈশিষ্ট্যের শক্তিতে। সিনেমার ক্ষেত্রেও একই ব্যাপার।

সিনেমার নিজস্ব গুণ কী? এ-বিষয়ে আলোচনা করেন শ্রীগর্গ; আলোচনার বিস্তারে যোগ দেন শ্রীসতীশ বাহাদুর, শ্রীশমীক বন্দ্যোপাধ্যায়। এই প্রসঙ্গে ক্যামেরার সাহায্যে সিনেমার আপাত-বাস্তব রূপের কথা বলা হয়, স্মরণ করা হয় সিনেমার দেশকাল অতিক্রম করবার শক্তির কথা (দিন, রাত্রি, অতীত বর্তমান বাস্তব কল্পনা স্বপ্ন—সবই সে পারে একাকার করে দিতে, প্রয়োজন মত মিলিয়ে মিশিয়ে দিতে)। ক্যামেরা (মুখর ছবির ক্ষেত্রে সেই সঙ্গে সাউনড ট্র্যাক) যদি চলচ্চিত্র-সৃষ্টির প্রধান উপকরণ, তবে গতি বা দৃশ্যের প্রবাহ তার প্রাণ। সেই প্রাণের সম্যক প্রকাশ দৃশ্যের বিন্যাসে। এইখানে আসে সম্পাদনার কথা। এক দৃশ্যের সঙ্গে অন্য দৃশ্যের সংযোজন, দৃশ্য কাটা আর জোড়া দেওয়া—এরই মাধ্যমে সিনেমার নিজস্ব ভাষা তৈরি হয়। এখানে সিনেমা কারও দাস নয়, না সাহিত্যের, না থিয়েটারের, না চিত্রকলার, না সংগীত-কলার।

আলোচনা-সভা ১৬ ও ১৭ জানুয়ারি চারটি অধিবেশনে ইউ-এস-আই-এস হল-এ অনুষ্ঠিত হয়। প্রথম দুই অধিবেশনের বিষয় ছিল: 'দ্য সাইলেনট ফিলম: এ ইউনিক মিডিয়াম'; 'এভল্যুশন অব অ্যান আর্টফর্ম'। প্রধান বক্তা যথাক্রমে শ্রী বি ডি গর্গ ও শ্রীশমীক বন্দ্যোপাধ্যায়। শ্রী বন্দ্যোপাধ্যায়ের যুক্তি-বিন্যাস নিশ্ছিদ্র, কথনভঙ্গী পরিশীলিত। বিষয়টির উপর তিনি উপযুক্ত তথ্যসহ আলোকপাত করেন। তৃতীয় ও চতুর্থ অধিবেশনের প্রধান বক্তা ছিলেন শ্রীচিদানন্দ দাশগুপ্ত, শ্রীসতীশ বাহাদুর। বিষয় যথাক্রমে 'ফ্রম সাইলেনস টু সাউনড' ও 'দ্য সাইলেনট ফিলম অ্যানড দ্য মডারন অডিয়েনস'। আলোচনা সভা পরিচালনা করেন ইউ-এস-আই-এস-এর (দিল্লি) শ্রীজেমস অ্যাশচার।

মুক্তি-আসন্ন “হরপার্বতী” চিত্রে পদ্মিনী

মনোজ্ঞ বৃন্দবাদ্য

গত রবিবার সন্ধ্যায় রবীন্দ্র-সদনে আয়োজিত “সংবিবাদন” বা বৃন্দবাদ্যের আসর নিঃসন্দেহে একটি উল্লেখযোগ্য এবং বিশিষ্ট অনুষ্ঠান। রবীন্দ্র-সদন উৎসব সমিতি অনুষ্ঠানটির উদ্যোক্তা। অনুষ্ঠানের আগে শ্রীজ্ঞানপ্রকাশ ঘোষ যা বলেছিলেন, তার সার মর্ম এই প্রসঙ্গে স্মর্তব্য। তাঁর কথা হল, ভারতীয় সংগীত এখন দিকে দিকে প্রসার লাভ করেছে, নানাভাবে সে বিকশিত এবং সমাদৃত। কিন্তু তার একটি দিক এখনও পরীক্ষার স্তরে রয়েছে—সেটি অরকেসট্রা। এ-বিষয়ে মাঝে মাঝে নানা চেষ্টা দেখা যায়। তবুও বৃন্দবাদ্য সম্পর্কে অনুশীলন—পরিশীলনের ক্ষেত্র এখনও বিস্তৃত। অরকেসট্রা ছাড়া বৈঠকী সংগীতও অসম্পূর্ণ থাকে। এই ধরনের অনুষ্ঠানের তাই বিশেষ প্রয়োজন এবং মূল্য আছে।

আসরের সুরকার-পরিচালক ছিলেন: তিমিরবরণ ও ভাস্কর মিত্র। সংগীত-সাধক এবং শিল্পী তিমিরবরণকে ভারতীয় অরকেসট্রার জনকরূপে গণ্য করা হয়। এক্ষেত্রে তাঁর দান সুবিদিত। শ্রীমিত্র বয়সে তরুণ। কিন্তু তিনিও ইতিমধ্যে ভারতীয় ও পাশ্চাত্ত্য সংগীত নিয়ে যথেষ্ট চর্চা ও গবেষণা করেছেন; সেই সঙ্গে উভয় রীতির সমন্বয়ে ঐকতান রচনায় কিছু পরীক্ষাও

তিমিরবরণ তাঁর অনুষ্ঠান শুরু করেন “আবাহনী” দিয়ে—আবাহনী অর্থাৎ সুরদেবীকে আহ্বান। যন্ত্র নানাবিধ—যেমন, সরোদ, সেতার, বেহালা, বাঁশি, জলতরঙ্গ, গিটার, তবলা-তরঙ্গ, তবলা ও নাগাড়া, চেলো, ডবল বাস ইত্যাদি। অনুষ্ঠানে স্বর-সঙ্গতি এবং শৃংখলা লক্ষ্য করবার মত। আবাহনীতে একটি প্রার্থনার ভাব যেন মূর্ত হয়ে উঠেছিল। পরবর্তী অনুষ্ঠান “রঞ্জনী”—একটি রাগ এখানে অংশত অনুসৃত। সংগীতাংশে একটি আকুতি আর বেদনার ভাব প্রকাশ পেয়েছে। কিছু কিছু সূক্ষ্ম সাংগীতিক ব্যঞ্জনা অনবদ্য। যেখানে ভারতীয় সংগীতের বৈশিষ্ট্য পরিস্ফুট। এই কথা বিশেষভাবে প্রযোজ্য “শিশুতীর্থ” অনুষ্ঠান সম্পর্কে। রবীন্দ্রনাথের ওই অসাধারণ রচনার যে-সাংগীতিক রূপ তিমিরবরণ সৃষ্টি করেছেন, তার সঙ্গে রসিক-সমাজের পরিচয় অবশ্য আগেই ছিল। সম্ভবত রবীন্দ্র-শতবার্ষিকীর সময়ে তিনি প্রথম অরকেসট্রায় “শিশুতীর্থ” পরিবেশন করেন। পরেও করেছেন। তবু, শ্রোতারা নতুন করেই ওই সুরতরঙ্গের ভাব-অনুষঙ্গে অভিভূত হয়েছেন। বিশেষ করে শেষাংশের আশার বাণীর সাংগীতিক রূপান্তর ভোলবার নয়।

ভাস্কর মিত্র তাঁর তিনটি রচনা উপহার দেন—'রোমানস', 'মেঘ', 'প্রবাহিণী'। তিনটি স্তবকে বিভক্ত 'রোমানস' বাগেশ্রী রাগাশ্রয়ী। প্রথমে উচ্ছলতা, দ্বিতীয়াংশে আকুলতা, শেষে প্রসন্নতা ও পূর্ণতার ভাব। শেষ অংশটি বিশেষ করেই মনে রেখাপাত করে। 'মেঘ' পর্বে বর্ষা ঋতুর সাংগীতিক বিশ্লেষণের প্রয়াস। সাধারণভাবে মিয়াঁ-কী মল্লার রাগ এখানে অনুসৃত। সেই রাগের অন্তর্নিহিত ভাবরসও সুন্দর ফুটেছে। এক জায়গায় স্যাকসোফোনের একক-ব্যবহার অপূর্ব। শ্রীমিত্র বৃন্দবাদ্যের এই অনুষ্ঠানে ভারতীয় সংগীতের নিজস্ব সম্পদকে নিপুণভাবে ব্যবহার করেছেন। পরীক্ষাকর্মের দিক দিয়ে তাঁর 'প্রবাহিণী' একটি বিশিষ্ট প্রয়াস। এখানে একদিকে সেতার (একক যন্ত্র হিসাবে), অন্যদিকে বিবিধ দেশী, বিদেশী-যন্ত্র (যেমন, বাঁশি, বেহালা, পিয়ানো, গিটার, তবলা, জেলোফোন, ডবল বাস ইত্যাদি)। একক সেতারের বাজনা, সম্মিলিত যন্ত্রের বাজনায় গিয়ে কখনও মিশেছে, কখনও সম্মিলিত বাজনা স্তব্ধ হয়ে, সেতারকে একক করে রেখেছে। রাগেশ্রী, মাঝ-খামবাজ, পাহাড়ী ও মিশ্রগাড়ায় সুর প্রবাহিত। এই পর্বে শৃংখলার কিছু অভাব হয়ত ছিল' তবুও বলব, 'প্রবাহিণী' একটি অভিনব সৃষ্টি এবং উপভোগ্য।

যাঁরা বিভিন্ন যন্ত্র বাজিয়েছেন, তাঁদের মধ্যে কয়েকটি নাম: দীপক চৌধুরী (একক সেতার), তরুণ গঙ্গোপাধ্যায় (তবলা তরঙ্গ), তপন নসকর (বেহালা), বরেন, ইন্দ্রনাথ মুখার্জি ও শিশিরশোভন (তবলা, পাখোয়াজ ও নাগাড়া), গোবিন্দপদ ঘোষ (জলতরঙ্গ), শ্যাম দাস (বাঁশি)। এ-ছাড়া উল্লেখযোগ্য আর একটি নাম—সেতারশিল্পী ইন্দ্রনীল ভট্টাচার্য, পিতা তিমিরবরণের সঙ্গে যিনি সহযোগিতা করেছেন।

—সংগীত প্রিয়

“এখানে পিঞ্জর” চিত্রে উত্তমকুমার, অপর্ণা সেন

“তালসঙ্গম”

সংগীতের সার্থকতা রস সৃষ্টিতে এবং শ্রোতাদের উপভোগে। রবিবার সন্ধ্যায় থিয়েটার সেনটারে সম্পন্ন সুরদাস সঙ্গীত সম্মেলনের “তাল-সঙ্গম” অনুষ্ঠানটি এই দিক দিয়ে সার্থক। অনুষ্ঠানের প্রধান শিল্পী পণ্ডিত শান্তাপ্রসাদ। দুই পুত্র কুমারলাল ও কৈলাস মিশ্র এবং পাখোয়াজী যমুনা দাসকে নিয়ে তিনি সেদিন মেতে উঠেছিলেন ছন্দবিহারে। সেই ছন্দে শ্রোতারাও হয়েছিলেন পুলকিত।

প্রধানত ত্রি তালে নিবদ্ধ এই অনুষ্ঠানটিতে বিভিন্ন প্রকার কায়দার পেশকর, রেলা ও টুকরার পরিবেষণে আমরা শান্তাপ্রসাদের বিশিষ্ট শৈলীর নিদর্শন তো পেলামই, উপরন্তু মিলল কুমারলাল ও কৈলাসের সম্ভাবনাময় শিল্পী-জীবনের এক নির্ভুল পরিচয়। দুরন্ত গতিতে ধেরে কেটে তেড়ে কেটে আর না, ধিন ধিন নার পথ ধরে ছন্দ পরিক্রমার শেষে এঁরা যখন 'সমে' এসে আছড়ে পড়ছিলেন, তখন সবার মনে একই সঙ্গে লাগছিল হর্ষ আর বিস্ময়ের স্পর্শ। পাখোয়াজী যমুনা দাসের বাজাবার সুযোগ খুবই কম মিলেছিল সেদিন, তবু স্বল্প পরিসরেও তাঁর কুশলতা প্রতিষ্ঠিত।

একটি সারারাত্রির আসর

গানের আসরে অধুনা শ্রোতাদের বেশী সংখ্যায় দেখা যাচ্ছে না। কলকাতার মত শহরতলিতেও একই অবস্থা। সম্প্রতি আন্দুলের মহিয়াড়ী গুরুদাস স্মৃতি মন্দিরে অনুষ্ঠিত গীতালি সংগীত সম্মেলনের সারা রাত্রির আসরটি তো প্রায় ফাঁকাই ছিল। শিল্পীদের সংগীত পরিবেষণায় নিষ্ঠার কিন্তু অভাব ছিল না। উপস্থিত শ্রোতাদের রাত্রি জাগরণ তাই সার্থক হয়েছে।

স্থানীয় শিল্পীদের মধ্যে বাসুদেব পাত্র কণ্ঠে ইমন কল্যাণে আলাপ ও ধ্রুপদ, স্যাতন মণ্ডলের তবলা লহরা ও সত্যেন ব্যানার্জির যোগ রাগের খেয়াল শ্রোতাদের তারিফ আদায় করে। তানের অংশ ছাড়া রতন ভট্টাচার্যের কণ্ঠে ভাটিয়ার খেয়ালও সুন্দর। সুললিত বিস্তার, তান ও সরগমের বৈচিত্র্যে আরতি বাগচীর মালকোষ খেয়ালও বেশ জমে ওঠে। শিল্পীর ঠুমরীও মনোজ্ঞ। দ্বৈত নাচের আসরে অভিনয়ও অভিব্যক্তির ক্ষেত্রে নির্মল চক্রবর্তীর চেয়ে বেশি ভাল লেগেছে বন্দা রায় চৌধুরীকে। আর ভাল লেগেছে নানকু মহারাজের সঙ্গত।

আসরের শেষ শিল্পী শ্যাম গঙ্গোপাধ্যায়। তিনি সরোদে উপযুক্ত মেজাজে আহির-ভৈরোঁ বাজিয়েছিলেন। তবলায় ছিলেন প্রকাশ মহারাজ।

—সুররসিক

সংগীত সংহতি সম্মেলনের উদ্বোধন আজ

সুরেশ সংগীত সংসদ আয়োজিত দ্বিতীয় বার্ষিক সংগীত সংহতি সম্মেলন (সপ্তাহব্যাপী) আজ, শুক্রবার, রবীন্দ্র সদনে সন্ধ্যা ৫টায় শুরু হবে। উদ্বোধন করবেন শ্রী এস এন রতনঝঙ্কার। সভাপতি শ্রীফণিভূষণ চক্রবর্তী। উদ্বোধন-অনুষ্ঠানে শ্রীভীষ্মদেব চট্টোপাধ্যায়কে “১৯৭১ সনের শ্রেষ্ঠ সংগীতজ্ঞ পুরস্কার” (স্বর্ণপদক) দেওয়া হবে। শ্রীমতী মোতি বাঈয়ের সংবর্ধনা এবং একটি তথ্যচিত্রের প্রদর্শনী অনুষ্ঠান-সূচীর অন্তর্গত।

সংগীত-আসরের শিল্পীরা হলেন: আমিনুদ্দিন ডাগর (আলাপ, ধ্রুপদ), মোতিবাঈ (খেয়াল, ঠুংরি), নিখিল বন্দ্যোপাধ্যায় (সেতার)।

লক্ষ্মীকান্তপুরে বিচিত্রানুষ্ঠান

আগামী রবিবার দুপুর দুটোয় লক্ষ্মীকান্তপুরে এক বিচিত্রানুষ্ঠান হবে। অনুষ্ঠানে শ্যামল মিত্র, দ্বিজেন মুখোপাধ্যায়, নির্মলেন্দু চৌধুরী, পিন্টু ভট্টাচার্য, প্রণব মজুমদার, যোগেশ দত্ত, দেবদুলাল বন্দ্যোপাধ্যায়, দীপেন মুখোপাধ্যায়, ললিতা ধর চৌধুরী, গীতা গাঙ্গুলী, সন্ধ্যা চক্রবর্তী, নিতাই গোস্বামী, নির্মাল্য পাল প্রভৃতি যোগ দেবেন।

পার্ক সারকাস সংগীত সম্মেলন

পার্ক সারকাস সংগীত সম্মেলনের ষোড়শ বার্ষিক অধিবেশন আগামী ১১—১৩ ফেব্রুয়ারি কলামন্দিরে। শিল্পীরা হলেন: আমীর খাঁ, মুনাব্বর খাঁ, সুনন্দা পট্টনায়ক, নিখিল বন্দ্যোপাধ্যায়, বুদ্ধদেব দাশগুপ্ত, মণিলাল নাগ, কানাই দত্ত, শ্যামল বসু প্রভৃতি। শ্রীজ্ঞানপ্রকাশ ঘোষের পরিচালনায় বৃন্দসংগীত ও শ্রীমতী শোনাল মানসিংহের (দিল্লি) ওড়িশী নৃত্য এই সংগীত-অধিবেশনের বিশেষ আকর্ষণ।

॥ চিত্র-সমালোচনা ॥

শ্রীকৃষ্ণলীলা

(বসন্ত পিকচারস)

শ্রীকৃষ্ণের বৃন্দাবন আর মথুরার লীলা এই রঙিন হিন্দী চিত্রটির উপজীব্য। পৌরাণিক বিষয়, যেখানে ভক্তিরস এবং আধ্যাত্মিক ভাব রচনার সুযোগ পর্যাপ্ত। দুঃখের বিষয়, সে-সুযোগ এখানে নেওয়া হয়নি। পরিচালক শ্রীহোমি ওয়াদিয়া এ-কাহিনীর মাহাত্ম্য ফুটিয়ে তোলবার চেষ্টা তেমন করেননি, তার বদলে দর্শককে মুগ্ধ করতে চেয়েছেন প্রধানত ক্যামেরার জাদু-ক্রিয়া দিয়ে। অলৌকিক দৃশ্যগুলি তাই একের পর এক ম্যাজিকের খেলা হয়েই দাঁড়িয়েছে।

পৌরাণিকই হোক আর সামাজিকই হোক, হিন্দী ছবি তার বহুব্যবহৃত ছক বুঝি কিছুতেই ছাড়বে না। “শ্রীকৃষ্ণলীলা”ও, বার বার মনে হয়, যেন সেই নায়ক-নায়িকা-খল নায়কের গল্প। রাধা-কৃষ্ণর প্রেম এ-ছবিতে কখনও সেই লোকোত্তর ব্যঞ্জনা পেল না। সব-কিছুই যেন লঘু আর তাৎপর্যরহিত।

তুলনায় বৃন্দাবনে শ্রীকৃষ্ণের বাল্যলীলার অংশটি ভাল লাগে, যদিও যশোদার (জয়শ্রী গডকর-অভিনীত) মাতৃমূর্তি আরও সুন্দর হতে পারত। শ্রীমান শচীন আর হেনাকুমারী শ্রীকৃষ্ণ আর রাধার চরিত্রে অভিনয় করেছেন। ছবিটির প্রধান সম্পদ তার সংগীতাংশ। এস এন ত্রিপাঠীর সুর রচনার প্রশংসা করা যায়, গানগুলির (অধিকাংশ রাগাশ্রয়ী) গাওয়াও অনবদ্য। দৃশ্যাংশে না, সংগীতেই বরং রসের কিছু স্পর্শ অনুভূত। শুধু গানগুলির জন্যই চিত্রনির্মাতাকে ধন্যবাদ দেওয়া চলে।

“তালসঙ্গম” অনুষ্ঠানে দুই পুত্রসহ পণ্ডিত শান্তাপ্রসাদ

বিদেশী ছবি

মিনারভা সিনেমায় এ-সপ্তাহের ছবি **দ্য রেকনিং**। প্যাটরিক হলের একটি উপন্যাস অবলম্বনে নির্মিত এই চিত্রে বিশেষ কোনও বক্তব্য দুর্লক্ষ্য। নাম যদিও 'রেকনিং', কোনও হিসাবনিকাশের ব্যাপার কিন্তু দেখা গেল না। চরিত্রগুলির নানা অভিজ্ঞতা তাদের কোথাও শেষ পর্যন্ত পৌঁছে দেয়নি।

প্রধান চরিত্র মাইকেল মারটার তার লিভারপুলের শ্রমিক-জীবন থেকে সংগ্রাম করে এক সময়ে লনডনের এক দফতরে উচ্চ দায়িত্বশীল পদে উন্নীত। স্বভাবে সে তখনও একই রকম স্থূল নির্মম। বাবার মৃত্যু ওকে কিছুকালের জন্য লিভারপুলে ফিরিয়ে নিয়ে গিয়েছে। বাবার মৃত্যুর প্রতিশোধ ওকে নিতে হল। লনডনে ফিরে আবার অশান্তি। উপরওয়ালার সঙ্গে সংঘর্ষ। নির্মম হতে ওর বাধল না।

ছবিটির প্রধান আকর্ষণ শিল্পীদের বলিষ্ঠ অভিনয়। মুখ্য ভূমিকায় নিকল উইলিয়ামসনের অভিনয় খুবই জোরালো। চরিত্রটিকে তিনি প্রাণবন্ত করে তুলেছেন। অন্যান্য ভূমিকায় রূপ দিয়েছেন র‍্যাশেল রবারটস, পল রোজারস, জেনা ওয়াকার প্রভৃতি।

লাইটহাউস সিনেমায় আজ শুক্রবার থেকে দেখানো হচ্ছে **জনি ব্যাংকো লেজেনডটি**। জনি ব্যাংকো এক পাকা জুয়াড়ির নাম। বারসেলোনার কুখ্যাত জুয়ার আড্ডা সে-ই চালায়। দুঃসাহসী জনি স্বচ্ছন্দে যে-কোনও ঝুঁকি নিতে প্রস্তুত হয়, কূটবুদ্ধির খেলায় কিছুতেই হার মানতে রাজি নয়। এই জনির গল্প নানা রোমহর্ষক ঘটনার পরম্পরায় বিন্যস্ত। সেখানে নাট্যকৌতূহল সুরচিত। উৎকণ্ঠার মুহূর্ত এসেছে একের পর এক। ছবিটি পরিচালনা করেছেন ইভে আলিয়েগ্রে।

সুন্দরমের “খাঁচা”

সুন্দরম গোষ্ঠীর নতুন নাটক খাঁচা (রচনা: শ্রীপার্থপ্রতিম চৌধুরী)। মুক্ত অঙ্গন মঞ্চে গত সোমবার নাটকটির সপ্তম অভিনয় অনুষ্ঠিত হল।

আরম্ভে আমরা চমকে গিয়েছি। প্রয়োগ তথা আঙ্গিক-চাতুর্যে? সে তো ছিলই, বস্তুত প্রযোজনার জটিলতা আর চাতুর্যের ব্যাপার আগাগোড়াই, কিন্তু আমরা চমকিত হয়েছি প্রথম দৃশ্যে নিম্ন-মধ্যবিত্ত পরিবারের ভাই-বোনের (একজন চাকরি খুঁজে পাচ্ছে না, অপর জন জানে না, কবে তার প্রণয়ী পাশে এসে দাঁড়াবে, অথবা আদৌ দাঁড়াবে কিনা) কথোপকথন শুনে। ওরা ওদের আদর্শবাদী দাদার মৃত্যুর কথা ভুলতে চায় না; কিন্তু দেখছে, এই পরিবারে সেই মৃত মানুষটি বিস্মৃত। তার স্মৃতিকে ওরাই বা বাঁচিয়ে রাখবে কেমন করে? আর দুঃখে, যন্ত্রণায়, বয়সের ভারে অবনত ওদের বাবা? তাঁকে দেখে ওদের মায়া হওয়া উচিত, কিন্তু হয় না। ভাই স্বীকারোক্তি করল, একদিন দূরে থেকে তাঁর ক্লিষ্ট মূর্তি দেখে অন্য মানুষ বলে ওর ভ্রম হয়েছিল, তখন তাঁর জন্য বেদনাও বোধ করছিল; কাছে আসতে যেই বুঝল বাবা, অমনই কীভাবে যেন ব্যাপারটা সহজ, স্বাভাবিক হয়ে গেল, সহানুভূতির রেশটুকুও থাকল না।

নিষ্ঠুর সংলাপ—যেখানে নিষ্ঠুরতর জীবনের রূপ প্রতিফলিত। এর মধ্যে আছে বেদনা, আছে সত্য। গভীর জীবনবোধের যে-আভাস এই প্রথম দৃশ্যে, দুঃখের বিষয় নাটকটির বাকি অংশে তার ছায়াপাত ঘটেনি। চমক-মুহূর্ত অবশ্য অনেক আছে, কিন্তু সে-চমক আঙ্গিকগত। সমগ্রভাবে জীবনের ছবি আর আঁকা হল না।

নাট্যকার কি জীবনের বস্তুনিষ্ঠ ছবি আঁকতেই চাননি? 'খাঁচা'কে বলা হয়েছে 'সত্তরের নাটক'। পুরনো সমাজ-ব্যবস্থা ভেঙে ফেলার দিন এসেছে, বিপ্লবের মাটি তৈরি হয়েছে—এই সম্ভবত নাটকের বক্তব্য। 'সত্তরের নাটক' হতে গেলে বোধ হয় বিপ্লবের কথা থাকতেই হয়। 'খাঁচা' অর্থে, এখানে অতএব বুঝতে হবে পুরাতন সমাজ-ব্যবস্থার খাঁচা ভাঙা। কিন্তু সেই খাঁচা ভাঙার কথা বলতে গেলে খাঁচাটি ঠিকমত দেখানোও যে দরকার। সমাজের অবক্ষয়ী চেহারা দেখানোর চেষ্টা যে এখানে নেই তা নয়; কিন্তু সব ব্যাপারই সাজানো আর অতি-সরলীকৃত। চরিত্র-কল্পনাও বহুলাংশে সেই রকম। অবজেকটিভ রিয়ালিটি আর যুক্তি দুয়েরই অভাব বড় স্পষ্ট। যেমন, ধরা যাক, নায়ক স্নেহর বন্ধু বুবুর চরিত্রটি। বেশির ভাগ অসার এবং কুরুচিকর কথাবার্তায় তার উৎসাহ, আচরণও একই রকম। বন্ধুর চরম বিপদে সে টাকা ধার দিল না, অথচ পরক্ষণেই এক মদ্যপকে এক কথায় সে টাকা দিয়েছে। এমন যার স্বভাবধর্ম, সেই বুবু আমেরিকার যাবার সুযোগ নিতে রাজি নয়, কিছুতেই না। কেন? যেহেতু আমেরিকা ভিয়েতনামে দুঃস্বপ্ন ছড়িয়েছে। কিংবা হয়ত ওর ধারণা, আমেরিকায় গেলে সে প্রতিক্রিয়াশীল হয়ে যাবে। বুবুর মত যুবক কেন আমেরিকা যাবার সুযোগ আদৌ পাবে এবং অত সহজে পাবে, সে-ও যেমন এক প্রহেলিকা, তেমনই অবাস্তব সেই সুযোগ প্রত্যাখ্যানের ব্যাপারটাও। এই দৃশ্যে পিতাপুত্রের (বুবুর বাবা আর বুবু) কথোপকথনের ধরন রীতিমত কাঁচা, হাস্যকর। তখন এক সময়ে হঠাৎ থিয়েটারের মধ্যে সিনেমার অনুপ্রবেশ ঘটে—দেখানো হয় ভিয়েতনাম সংগ্রামের তথ্যচিত্রের কিছু দৃশ্য। সহজ হাততালি কুড়োবার এইরকম চেষ্টা প্রচুর। কখনও আঙ্গিক-চাতুর্যের মাধ্যমে, কখনও অশালীন শব্দের অনায়াস উচ্চারণের সাহস দেখিয়ে, কখনও বা মেলোড্রামার আশ্রয় নিয়ে।

নাট্য-কাহিনীর বিস্তারে ও উপস্থাপনায় 'প্রতিদ্বন্দ্বী' চিত্রের ছায়া মাঝে মাঝেই দেখা গিয়েছে। সমকালীন অন্য একাধিক চলচ্চিত্রেরও। সমকালকে শব্দ-অনুষঙ্গ, সংগীত আর আলোক-চিহ্নের মাধ্যমে ফুটিয়ে তোলবার প্রয়াসও অবশ্যই লক্ষণীয়। সেখানে যত্নের অভাব নেই। কিন্তু সব মিলিয়ে গড়ে উঠল কী? প্রশ্ন থেকে যায় সেইখানে। সমকালীন সমাজের যে-রূপ এখানে ফুটেছে তা আর যাই হোক বস্তুনিষ্ঠ নয়। কারণ, অধিকাংশ চরিত্রই বিশেষ বিশেষ এবং ব্যবহৃত ছাঁচে ফেলা, তাদের মানসিকতা এবং আচরণ হয় একপেশে নয়তো অতিশয্যদুষ্ট। শৃংখলা আর পরিমিতি—দুটি ব্যাপারই যেন উপেক্ষিত। অর্থাৎ এখানে না পাওয়া গেল জীবনকে, না শিল্প-বোধের পরিচয়।

নাটকের মৌল বিশৃংখলা প্রযোজনাতেও স্বভাবতই প্রতিফলিত। তবু প্রয়োগনৈপুণ্যের—যার কথা আগেই বলেছি—কিছু প্রশংসা করতেই হয়। এই প্রসঙ্গে মৃত দাদার ছায়ামূর্তির উপস্থাপনার পরিকল্পনা উল্লেখযোগ্য।

নাটকের দাবি অনুযায়ী সকলেরই অভিনয় ভাল বলা যায়। বিশেষ করে বাপী বন্দ্যোপাধ্যায় (স্নেহ), ছন্দা চট্টোপাধ্যায় (এষা), বুলা সেনগুপ্ত (মা), দুলাল ঘোষ (বাবা) এবং পার্থপ্রতিম চৌধুরীর (বুবু; তিনি নাটকের নির্দেশক এবং সংগীত-পরিচালকও)। কিন্তু বাপী বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্নেহ ছাড়া আর কোনও চরিত্র যদি স্পষ্ট কোনও আকার না পেয়ে থাকে, তবে সে-দোষ সংশ্লিষ্ট শিল্পীদের নয়। ব্যতিক্রম, ওই একটি চরিত্রের কল্পনায় কিছু সঙ্গতির চিহ্ন আছে। তার বেদনার ভাগও তাই আমরা অংশত নিতে পেরেছি।

—নাট্য সমালোচক

বুলগেরীয় চলচ্চিত্রের উৎসব

কেন্দ্রীয় সরকারের উদ্যোগে কলকাতায় বুলগেরীয় চলচ্চিত্রের একটি উৎসবের আয়োজন করা হয়েছে। স্থান: টাইগার সিনেমা। উৎসব আরম্ভ হচ্ছে আজ, ২২ জানুয়ারি; চলবে ২৮ তারিখ পর্যন্ত। ছয়টি কাহিনী-চিত্র ও সাতটি অল্প দৈর্ঘ্যের ছবি নিয়ে এই উৎসব। কাহিনী-চিত্রগুলির নাম: এ সাইড ট্র্যাক; মেন অন এ বিজনেস ট্রিপ; দ্য লংগেস্ট নাইট; ফেয়ারওয়েল, ফ্রেনডস; ব্ল্যাক এনজেলস; দ্য হোয়াইট রুম।

চলচ্চিত্র ব্যবসায়ীর মৃত্যু

কলকাতার বিখ্যাত চলচ্চিত্র-ব্যবসায়ী শ্রীধনরাজ সাওয়ী (৫৩) গত ১৫ জানুয়ারি আকস্মিক হৃদরোগের আক্রমণে পরলোকগমন করেন। গত ৩৯ বছর ধরে তিনি কলকাতার চলচ্চিত্র ব্যবসায়ের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন।

মোহন ২৩৩ আজ ঘরে ঘরে
ব্যবহারে মজবুত • গঠনে সুন্দর
মোহন ২৩৩
সর্বোৎকৃষ্ট দামেও কম
সকল সম্ভ্রান্ত দোকানে পাওয়া যায়

এবার প্রমোদের দিকেই লক্ষ্য ছিল

—উদয়শঙ্কর

শ্রীউদয়শঙ্কর বুধবার এক সাংবাদিক সভায় (প্রেস ক্লাবে অনুষ্ঠিত) বলেন, কেউ কেউ শঙ্করস্কোপের প্রদর্শনী দেখে প্রশ্ন তুলেছেন, 'কল্পনা, 'রামলীলা', 'গৌতম বুদ্ধ'র স্রষ্টাকে এখানে পাওয়া যায় না কেন? তাঁদের বক্তব্য, এখানে শিল্পসৃষ্টি হয়নি, আমোদ-প্রমোদের ব্যাপারটা প্রাধান্য পেয়েছে।

এই প্রসঙ্গে শ্রীউদয়শঙ্করের মন্তব্য: আমি এই পরীক্ষাকর্মে আপাতত আমোদ-প্রমোদের উপরই জোর দিতে চেয়েছিলাম, গভীর বিষয় নিয়ে সেই কারণেই বিশেষ কাজ করিনি। আর্ট নয়, এখানে এনটারটেনমেনট আর মজার দিকেই ছিল লক্ষ্য। জীবনে প্রমোদের কি প্রয়োজন নেই? আর যখন একটা ফর্ম পাওয়া গেল, তখন তার মাধ্যমে তাৎপর্যপূর্ণ বিষয়ও হয়ত পরিবেষণ করা যাবে। তখন সেইভাবেই ভাবতে হবে।”

শঙ্করস্কোপ-প্রদর্শনীর প্রযোজক শ্রীরঞ্জিতমল কাংকরিয়া জানান, ৩ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত তাঁদের অনুষ্ঠান নিয়মিত চলবে। ওই তারিখ পর্যন্ত অ্যাকাডেমি অব ফাইন আরটস হল তাঁরা ব্যবহার করতে পারবেন। অন্য কোনও বড় প্রেক্ষাগৃহে আরও কিছুকাল এই প্রদর্শনী চালানোর ইচ্ছা তাঁদের ছিল, কিন্তু সেইরকম ব্যবস্থা সম্ভব হয়নি। সেই কারণেই এই অনুষ্ঠান দুই সপ্তাহ পরে বন্ধ করতে হচ্ছে।

এ-সপ্তাহের ছবি

এ-সপ্তাহের নতুন দেশী ছবি দুখানি—এখানে পিঞ্জর (বাংলা), মহারাজা (হিন্দী)।

কলামন্দিরের **এখানে পিঞ্জর** আজ, শুক্রবার থেকে রূপবাণী, অরুণা, ভারতী প্রভৃতি প্রেক্ষাগৃহে দেখানো হবে। সমকালীন সমস্যার পটভূমিতে নির্মিত এই চিত্রের প্রধান শিল্পীরা হলেন: উত্তমকুমার, অপর্ণা সেন, জহর রায়, তরুণকুমার, গঙ্গাপদ বসু, গৌর শী, কল্যাণ চট্টোপাধ্যায়, অপর্ণা দেবী, দিলীপ মুখোপাধ্যায়। শ্রীপ্রফুল্ল রায়ের কাহিনী অবলম্বনে (চিত্রনাট্য: শ্রীপ্রশান্ত দেব) ছবিটি পরিচালনা করেছেন যাত্রিক গোষ্ঠী। শ্রীভূপেন হাজারিকা চিত্রটির সুরকার।

ইসটম্যান কালারে তোলা হিন্দী প্রমোদ-চিত্র **মহারাজা** আজ, শুক্রবার মুক্তি পাচ্ছে অপেরা, জেম, প্রিয়াসহ শহর ও শহরতলির বিভিন্ন প্রেক্ষাগৃহে। শ্রীনরেশ সায়গল ছবিটি পরিচালনা করেছেন, সুর রচনা ও সংগীত পরিচালনার কৃতিত্ব মদনমোহনের। প্রধান পাঁচ চরিত্রের রূপকার: নূতন, সঞ্জয়, রাজেন্দ্রনাথ, সুজিতকুমার, হেলেন।

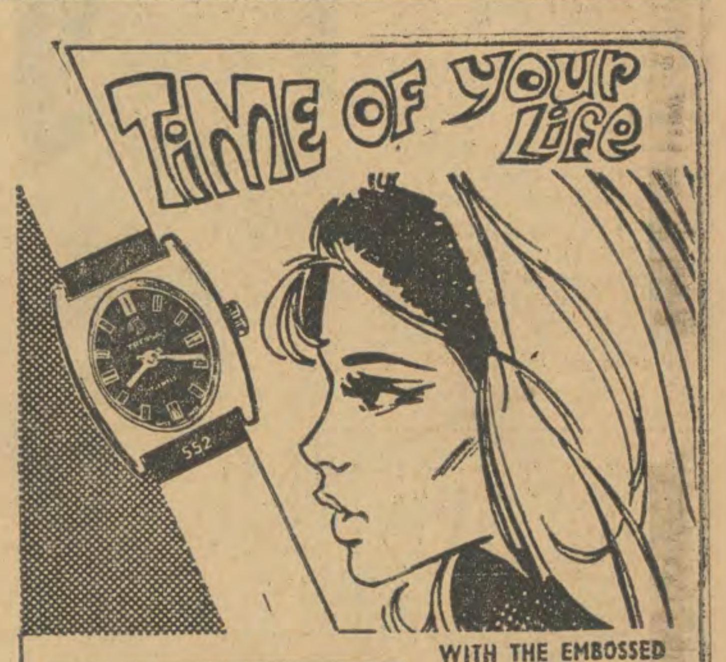

WITH THE EMBOSSED
TRESSA
SWISS QUALITY SYMBOL
LASER BEAM FOR SEALED-IN QUALITY USED EXCLUSIVELY BY TRESSA.
Indenting Agents for India: JASMINE TRADERS
305, Yusuf Meherally Rd., Bombay-3 (India)
Gram: JASMITRADE Phone: 327965
TRESSA WATCHES CO. LTD., OF SWITZERLAND
adverts-JT-30.

শাড়ী শাড়ী শাড়ী
২৫০০ বেনারসী শাড়ী
প্রতিটি শাড়ীর ভাঁজে ভাঁজে চরম নিপুণতার ছাপ
অপরূপ বয়ন-সৌকর্য—কাঞ্চিপুরম, ধর্মাভরম ও আরনি সিল্ক। নববধূর উপযোগী অনিন্দ্যসুন্দর এমব্রয়ডারী কাজ খাঁটি সিফন ও নাইলেক্স শাড়ী, স্বপ্নের মত রঙ—আসুন বেছে নিন আমাদের বাছাইকরা ভাণ্ডার থেকে।
আশা ব্রাদার্স
১১৩/১, রাসবিহারী এভেনিউ, কলিকাতা—২৯
(কলিকাতায় আমাদের কোন শাখা নাই)
ফোন: ৪৭-৯৭৯১

দেশ ৩৮ বর্ষ ১২ সংখ্যা

॥ প্রবন্ধ ও রম্যরচনা ॥

তরুণের চিন্তা ॥ শিবব্রত ঘোষ
আজ থেকে পঞ্চাশ বছর আগে, ১৯২০ সালে সুভাষচন্দ্র বসু জনৈক বন্ধুকে কেম্ব্রিজ থেকে একটি চিঠি লিখেছিলেন। সেই চিঠিতে দেশের কথা, সমাজবাদের কথা আলোচনা করতে গিয়ে তিনি এক আশ্চর্য দূরদৃষ্টির পরিচয় দিয়েছিলেন। এক জায়গায় তিনি লিখেছিলেন, আমাদের সমাজে আমাদেরই এক মহাশত্রু আছে। এই শত্রু সম্পর্কে তাঁর হুঁশিয়ারি ছিল: এরাই ঘরের শত্রু বিভীষণ। আজকের দিনে আলোচ্য প্রবন্ধটি বিশেষভাবে তাৎপর্যপূর্ণ।

রবীন্দ্রনাথ ও সুভাষচন্দ্র ॥ ডঃ সত্যনারায়ণ সিংহ
ডঃ সত্যনারায়ণ সিংহ সম্ভবত অনেকের কাছেই পরিচিত। সুভাষচন্দ্র সম্পর্কে তাঁর রচনা অনেকেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। বর্তমান প্রবন্ধে ডঃ সিংহ বাংলা দেশের দুই বিরাট পুরুষ রবীন্দ্রনাথ ও সুভাষচন্দ্র সম্পর্কে অনেক অন্তরঙ্গ কথা বলেছেন। তা ছাড়া এই লেখাটিতে নেতাজী রহস্যের উপর আলো ফেলা হয়েছে। আলোচ্য রচনাটি প্রথম কিস্তি। আরও তিনটি কিস্তি ধারাবাহিক প্রকাশিত হবে।

অতুলনীয় পি সি সরকার ॥ অজিতকৃষ্ণ বসু
যাদুসম্রাট পি সি সরকারের অন্তরঙ্গ বন্ধু অজিতকৃষ্ণ বসু এই রচনাটিতে যাদুসম্রাট সম্পর্কে যে তথ্যগুলির উল্লেখ করেছেন, সেগুলি নিঃসন্দেহে পাঠকের মনোযোগ আকর্ষণ করবে।

কৃষিশিক্ষা ॥ সুধাংশুভূষণ চট্টোপাধ্যায়
লেখক শ্রী চট্টোপাধ্যায় কল্যাণী কৃষি মহাবিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ। কৃষি-শিক্ষা ও গবেষণা সম্পর্কে তাঁর চিন্তাপূর্ণ অভিমত এই প্রবন্ধের উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য।

ইংরেজি গীতাঞ্জলি ও ডব্লু বি য়েটস ॥ সৌরীন্দ্র মিত্র

ডায়েরীর ছেঁড়াপাতা ॥ ফাদার দ্যতিয়েন

॥ গল্প ও উপন্যাস ॥

বাংলা দেশ ॥ মিহির মুখোপাধ্যায়
মিহির মুখোপাধ্যায় তাঁর গল্পের বিষয়বস্তুতে অকারণ চমক পছন্দ করেন না। আলোচ্য গল্পটি পশ্চিমবঙ্গবাসী এক যুবক ও পূর্ববঙ্গবাসী তার মার ক্ষণিক-সাক্ষাতের বিবরণ হলেও এই গল্পে এক অসামান্য স্থায়ী বেদনার সঞ্চার ঘটেছে।

রত্ন ও শ্রীমতী ॥ অন্নদাশঙ্কর রায়

উজ্জ্বল উদ্ধার ॥ প্রতিভা বসু

॥ স্মৃতিকথা ॥

ঈশ্বর, পৃথিবী, ভালবাসা ॥ শিবরাম চক্রবর্তী

॥ কবিতা ॥

কিংকর্তব্য ॥ বনফুল

॥ নিয়মিত বিভাগ ॥

সম্পাদকীয় ॥ রূপদর্শীর সংবাদভাষ্য ॥ দৃশ্যপট ॥ বৈদেশিকী ॥ ভারতের অর্থনীতি ॥ বিশ্ববিজ্ঞান ॥ চিত্র প্রদর্শনী ॥ ঘরে বাইরে ॥ আলোচনা ॥ সাহিত্য সংবাদ ॥ বিদেশী বই ॥ টেবল টেনিসের আইনকানুন ॥ খেলার মাঠে ॥ রঙ্গজগৎ ॥ অরণ্যদেব ॥ সাপ্তাহিক সংবাদ ॥

দাম: ৫০ পয়সা
৬ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রীট ॥ কলকাতা ১

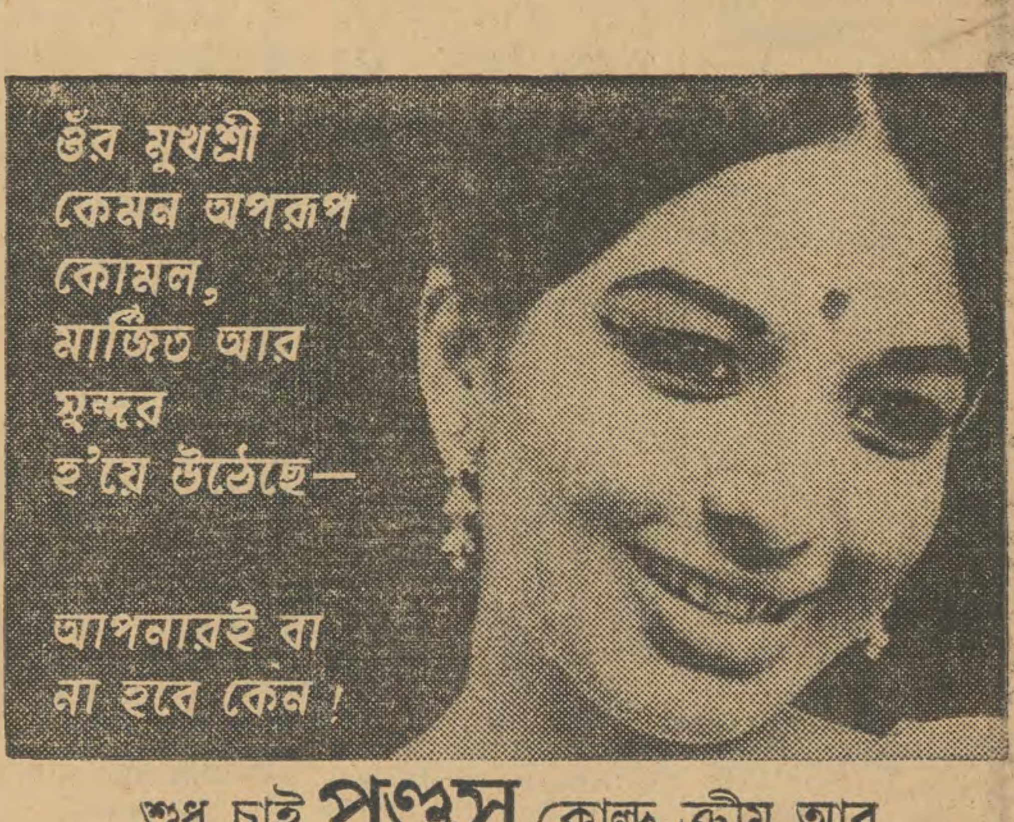

শুধু চাই পণ্ডস কোল্ড ক্রীম আর
পণ্ডস-এর ৭-দিনে রূপলাবণ্যের পরিকল্পনা!

আপনার মুখশ্রী
খুবই তাড়াতাড়ি আরো কোমল,
মার্জিত আর লাবণ্যময়
ক'রে তুলতে চান—তাই না?
পণ্ডস কোল্ড ক্রীম মাখলে
তাই হবে—মাত্র ৭ দিনে!

এই পরিকল্পনা
কিভাবে কাজ করে
এক সপ্তাহ ধ'রে রোজ রাতে দুবার ক'রে পণ্ডস কোল্ড ক্রীম মুখে মাখুন। প্রথমবার মাখার ফলে ওপরকার ময়লা ও গোড়াকার মেক-আপ উঠে যাবে। তারপর কাপড় দিয়ে ঘষে ঘষে মুছে ফেলুন। আবার ক্রীম মাখুন। দ্বিতীয়-

দ্বিতীয়বার মাখাটাই হচ্ছে রূপসী হওয়ার রহস্য!

পণ্ডস কোল্ড ক্রীম—এই মুখশ্রী নির্মলকারী ক্রীমই দুনিয়ায় কাটতিতে সবার ওপরে

আনন্দবাজার পত্রিকা (প্রাঃ) লিঃ-এর পক্ষে ৬নং প্রফুল্ল সরকার স্ট্রীট কলিকাতা-১ আনন্দ প্রেস থেকে শ্রীরামকৃষ্ণ ঘোষ কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত। সম্পাদক—শ্রীঅশোককুমার সরকার